খ সেট

২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)

বিষয় : ইসলাম শিক্ষা (সৃজনশীল)

পত্র : প্রথম

শ্রেণি : এইচ এস সি

বিষয় কোড		
২	৪	৯

সময়: ২ ঘন্টা ২০মিনিট পূর্ণমান: ৭০

সৃজনশীল প্রশ্ন

(ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশগুলোর উত্তর দাও। যে কোন সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)

১। মুনিরা ও সারাহ শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করছিল। মুনিরা বললো, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য শিক্ষা অতীব প্রয়োজন। সারাহ বললো, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখা, মানবতার বিকাশ এবং সুন্দর জীবন যাপনের জন্য মহানবী (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ।'

ক) সংস্কৃতির আরবী প্রতিশব্দ কী? ১

খ) মক্তব শিক্ষার প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে মুনিরার বক্তব্য কোন শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করেছে ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) সারাহর শেষ উক্তির মাধ্যমে যে শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	সংস্কৃতির আরবী প্রতিশব্দ হলো 'সাকাফাহ'। যার অর্থ হলো সফল হওয়া, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ পাওয়া।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মসজিদভিত্তিক মক্তব শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা। শতাব্দীর পর শতাব্দীধরে গড়ে উঠেছে এ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার এই ধারা আমাদের জাতির জন্য খুবই প্রয়োজন। কারণগুলো হলো: ১. শিশুর নৈতিক ভিত মজবুত করে। ২. এটি কুরআন ও হাদীস শিক্ষা কেন্দ্র। ৩. ঈমান ও আকীদা সম্পর্কিত শিক্ষা দান করা হয়। ৪. ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা দান করা হয়। ৫. মানবতা ও চেতনাবোধ জাগ্রত করে। ৬. নিয়ম-কানুন ও শৃংখলা শেখায়। ৭. নৈতিকতা ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া হয়। সুতরাং উপরিক্ত কারণে মক্তব শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মক্তব শিক্ষার গুরুত্ব।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	নৈতিক শিক্ষা। যে শিক্ষা মানুষকে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ, নীতি-দুর্নীতি, পাপ-পূণ্য সম্পর্কে সচেতন করে, প্রেরণা যোগায় ও ভাল হতে সাহায্য করে, তাকে নৈতিক শিক্ষা বলে। উদ্দীপকে দেখা যায়, মুনিরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য শিক্ষার অতীব গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করছিল। আর ইসলামের শিক্ষাসমুহের মধ্যে অপরিহার্য মৌলিক শিক্ষাগুলো মানুষের নৈতিক চরিত্র সংশোধন ও শিক্ষা দান করে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতি, আলো-আধারের পার্থক্য নিরুপণ করার যে শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন, তা ইসলাম মেনে চলার জন্য সহায়ক। ইসলাম উন্নত

				নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। সৎ চরিত্রের জন্য আল্লাহ পুরুস্কার ঘোষণা করেছে, আর অসৎ, অনৈতিক চরিত্রের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে অশুভ পরিণতির দু:সংবাদ দিয়েছে। তছাড়া সুন্দর জীবন যাপন এবং সুসভ্য মানব সমাজ গঠনের জন্য ইসলামী নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী নৈতিকতা মানুষের ইচ্ছা শক্তি ও মানসিকতার উপর বিপুল প্রভাব সৃষ্টি করে। যা দ্বারা সমাজ সভ্যতা ও রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা যায়। সুতরাং মুনিরার বক্তব্য নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব বহন করে।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যে শিক্ষা মানুষকে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ, নীতি-দুর্নীতি, পাপ-পূণ্য সম্পর্কে সচেতন করে, প্রেরণা যোগায় ও ভাল হতে সাহায্য করে, তাকে নৈতিক শিক্ষা বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	নৈতিক শিক্ষা।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	ইসলাম শিক্ষা। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাকে ইসলাম শিক্ষা বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, সারাহ এক পর্যায়ে বললো, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখা, মানবতার বিকাশ এবং সুন্দর জীবন যাপনের জন্য মহানবী (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর প্রতি বিদ্যা অর্জন করা ফরজ।' সারাহর শেষ উক্তির মাধ্যমে বুঝা যায় এটি মূলত: ইসলাম শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এ উক্তিটি ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর বলা হয়েছে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, সারাহ এক পর্যায়ে বললো, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখা, মানবতার বিকাশ এবং সুন্দর জীবন যাপনের জন্য মহানবী (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর প্রতি বিদ্যা অর্জন করা ফরজ।' সারাহর শেষ উক্তির মাধ্যমে বুঝা যায় এটি মূলত: ইসলাম শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এ উক্তিটি ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর বলা হয়েছে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাকে ইসলাম শিক্ষা বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলাম শিক্ষা।

২। রাবেয়া বেগম অত্যন্ত দ্বীনদার ও আল্লাহ ওয়ালা মহিলা। তিনি সব ধরনের অবৈধ বস্তু বর্জন করে চলেন। শুধু তাই নয়, তিনি এমন বৈধ বস্তুও বর্জন করেন, যেগুলো সন্দেহযুক্ত। পক্ষান্তরে তার ছোট বোন রাবেতা ব্যক্তিগত জীবনে খুবই উদাসীন। বৈধ-অবৈধ সব কিছু তার নিকট সমান। একদিন রাবেয়া তার ছোট বোনকে বললো, 'সতর্ক জীবন যাপন না করলে তোমার শেষ পরিণতি ভাল হবে না।' রাবেতা বড় বোনের কথায় কোন গুরুত্ব দেইনি।

ক) সালাত শব্দের অর্থ কি? ১

খ) 'সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হয়'।--ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে রাবেয়ার কর্মকান্ড ইমাম গাজ্জালী (র.)-এর দৃষ্টিতে কোন স্তরের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে রাবেতার কর্মকান্ডের পরিণতি কী হতে পারে? কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	সালাত আরবী শব্দ। এর অর্থ দো'য়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও রহমত কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভূর নিকট দো'য়া, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, তাই একে সালাত বলা হয়।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হয়। কেননা ইসলামী সংস্কৃতিতে প্রতিটি সৎ কাজের সূচনায় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়। রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুতে যদি বিসমিল্লাহ বলা না হয়, তাহলে সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।' অর্থাৎ লেজ কাটা বলা

				হয়। তাই আমাদের সকলের উচিৎ বিসমিল্লাহ বলে সকল কাজ শুরু করা। এতে কাজে বরকত পাওয়া যাবে এবং কাজটি পরিপূর্ণতা পাবে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হয়।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	তাকওয়ার ২য় স্তর। ইমাম গাজ্জালীর মতে তাকওয়ার ৪টি স্তর বা সোপান রয়েছে। যথা: ১. যাবতীয় হারাম পরিহার করা ২. সন্দেযুক্ত হালাল বর্জন করা ৩. সন্দেহমুক্ত হালাল পরিহার করা ৪. ইবাদতে সহায়কহীন হালাল ত্যাগ করা। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাবেয়া বেগম অত্যন্ত দ্বীনদার ও আল্লাহ ওয়ালা মহিলা। তিনি সব ধরনের অবৈধ বস্তু বর্জন করে চলেন। শুধু তাই নয়, তিনি এমন বৈধ বস্তুও বর্জন করেন, যেগুলো সন্দেহযুক্ত । যেহেতু রাবেয়া সন্দেহযুক্ত বৈধ বস্তুও বর্জন করেনযা ইমাম গাজ্জালীর দৃষ্টিতে 'তাকওয়ার ২য় স্তরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ধরনের তাওয়ার অধিকারীকে 'সালেহুন' বা সুলাহা বলে পরিচিত।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইমাম গাজ্জালীর মতে তাকওয়ার ৪টি স্তর বা সোপান রয়েছে। যথা: ১. যাবতীয় হারাম পরিহার করা ২. সন্দেযুক্ত হালাল বর্জন করা ৩. সন্দেহমুক্ত হালাল পরিহার করা ৪. ইবাদতে সহায়কহীন হালাল ত্যাগ করা।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	তাকওয়ার ২য় স্তর।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	হারাম উপার্জন। আল্লাহর রাসূল সা: যেসব পন্থায় উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন, সেটাই হারাম। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাবেয়ার ছোট বোন রাবেতা ব্যক্তিগত জীবনে খুবই উদাসীন। বৈধ-অবৈধ সব কিছু তার নিকট সমান। একদিন রাবেয়া তার ছোট বোনকে বললো, 'সতর্ক জীবন যাপন না করলে তোমার শেষ পরিণতি ভাল হবে না।' রাবেতা বড় বোনের কথায় কোন গুরুত্ব দেইনি। যেহেতু রাবেতা ব্যক্তিগত জীবনে বৈধ-অবৈধকে সমান মনে করে, তাই বলা যায় রাবেতার এধরনের কর্মকান্ড হারামের পর্যায়ে পড়ে। যা ইসলাম অনুমোদন করে না। হারাম উপার্জনের পরিণতি ও ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো: ১. সে জাহান্নামের ইন্দন হবে। রাসূল সাঃ বলেছেন, 'যে দেহের গোশত হারাম দ্বারা গঠিত হেয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' ২. কিয়ামতের দিন মুনাফিক অবস্থায় উঠবে। ৩. তার জীবন হবে অভিশপ্ত। ৪. তার ইবাদত কবুল হবে না এবং পরিণামে জাহান্নামে যেতে হবে। ৫. সে শয়তানের দোসর। ৬. এটি ঈমানের পরিপন্থি কাজ।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাবেয়ার ছোট বোন রাবেতা ব্যক্তিগত জীবনে খুবই উদাসীন। বৈধ-অবৈধ সব কিছু তার নিকট সমান। একদিন রাবেয়া তার ছোট বোনকে বললো, 'সতর্ক জীবন যাপন না করলে তোমার শেষ পরিণতি ভাল হবে না।' রাবেতা বড় বোনের কথায় কোন গুরুত্ব দেইনি। যেহেতু রাবেতা ব্যক্তিগত জীবনে বৈধ-অবৈধকে সমান মনে করে, তাই বলা যায় রাবেতার এধরনের কর্মকান্ড হারামের পর্যায়ে পড়ে। যা ইসলাম অনুমোদন করে না।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	আল্লাহর রাসূল সা: যেসব পন্থায় উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন, সেটাই হারাম।

	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হারাম উপার্জন।

৩। আব্দুস সালাম গোপালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার আচার-আচরণ ও ইনসাফের কারণে বিগত চারবার তিনি একই পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তার স্ত্রী নাসিমা একদিন চেয়ারম্যানের সাথে আলাপচারিতায় জানান, পাশের বাড়ির কামরুলের বোনের আচরণ ও চলাফেরা ভাল নয়। হঠাৎ একদিন চেয়ারম্যানের নিকট বিচার আসলো, তার প্রতিবেশি কামাল সাহেব ফরমালিন মিশিয়ে মাছ বিক্রি করে। তখন চেয়ারম্যান বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান।

ক) সুদ কী? ১

খ) "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" ---ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে নাছিমার আলাপচারিতায় সামাজিক জীবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) জামাল সাহেবের কর্মটি চিহ্নিত কর এবং এর সামাজিক কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	সুদ এর আরবী প্রতিশব্দ হলো 'রিবা'। প্রদত্ত প্রাপ্যের চেয়ে অধিক গ্রহণ করাকে সুদ বলে। রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, সোনার পরিবর্তে সোন, রূপার বদলে রূপা, জবের বদলে জব, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর, লবনের বিনিময়ে লবন, আটার বিনিময়ে আটা। একই প্রকার দ্রব্যের বিনিময়ে একই প্রকার দ্রব্য নগদ আদান প্রদানে অতিরিক্ত হলেই সুদ হিসেবে গণ্য হবে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সমাজের প্রাথমিক ইউনিট হলো পরিবার। পরিবারের বাইরেও মানুষের অনেক আত্মীয় স্বজন রয়েছে। যাদের সাথে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। মানুষ সেসব আত্মীয় স্বজনদের উপর নির্ভরশীল থাকে। সমাজজীবনে মানুষের যত অধিকার ও কর্তব্য আছে, তার মধ্যে আত্মীয় স্বজনদের অধিকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসে সে গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,'আমিই স্বয়ং আল্লাহ এবং আমিই রহমান করুণাময়। আমিই রহীম আত্মীয়তাকে সৃষ্টি হরেছি এবং আমার নিজ নামের সাথে এর নামকরণ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক রাখে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখি, আর যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে, আমিও তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি।' তাছাড়া প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাঃ আত্মীয়তার প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	গীবত। কারো অনুপস্থিতিতে কারো নিকট তার সম্পর্কে এমন কোন কথা বলা বা আলোচনা করা, যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়, তাই গীবত। উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুস সালাম গোপালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার আচার-আচরণ ও ইনসাফের কারণে বিগত চারবার তিনি একই পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তার স্ত্রী নাসিমা একদিন চেয়ারম্যানের সাথে আলাপচারিতায় জানান, পাশের বাড়ির কামরুলের বোনের আচরণ ও চলাফেরা ভাল নয়। যেহেতু নাছিমা কামরুরের বোনের অনুপস্থিতিতে তার আচরণ সম্পর্কে স্বামী চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ করছিল। তাই এটি গীবতের পর্যায় পড়ে। সুতরাং নাছিমার এ ধরনের আলাপচারিতাই হলো গীবত। যা নিন্দনীয়।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	কারো অনুপস্থিতিতে কারো নিকট তার সম্পর্কে এমন কোন কথা বলা বা আলোচনা করা, যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়, তাই গীবত।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	গীবত।
ঘ	৪	উচ্চতর	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে	খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশান।

		দক্ষতা	সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অন্যরকম বা নিম্নমানের দ্রব্য মেশানকে বেজাল বলে। আবার খাদ্যদ্রব্যে কৃত্রিম বা রাসাইনিক ক্রিয়া বা বিক্রিয়ার মাধ্যমে মেশানও ভেজাল। উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুস সালাম গোপালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার আচার-আচরণ ও ইনসাফের কারণে বিগত চারবার তিনি একই পদে নির্বাচিত হয়েছেন। হঠাৎ একদিন চেয়ারম্যানের নিকট বিচার আসলো, তার প্রতিবেশি কামাল সাহেব ফরমালিন মিশিয়ে মাছ বিক্রি করে। তখন চেয়ারম্যান বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান। যেহেতু কামাল সাহেব মাছে ফরমালিন মিশিয়ে বিক্রি করছে, যা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর শামীল। এটা ধোকাবাজি বা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমান আমাদের সমাজে কিছু ব্যবসায়ী আছেন যারা মাছ, গোশত, দুধ, ঘী, মধু, চিনি, গুড়, চাল,ডাল, শাক-শবজি, ফলমূল থেকে শুরু করে প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যে রাসাইনিক ও কৃতিমভাবে নানা কিছু মিশিয়ে ভোক্তাদের আকর্ষণ করছে। ফরমালিন এ ধরনের একটি রাসাইনিক দ্রব্য। যেগুলো মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারত্মক ও জীবনঘাতি। তাই খাদ্য দ্রব্যে যারা ভেজাল মেশান তারা মানব হত্যার অপরাধে অপরাধী। কেননা ঐ ভেজাল দ্রব্য খেয়ে মানব স্বাস্থ্যে মরণঘাতি রোগের সৃষ্টি হয়। মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হয় এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুমূখে পতিত হয়। কাজেই ভেজালপ্রয়োগকারী ব্যক্তি, সংস্থা, কোম্পানি যেই হোকনা কেন তারা মানবতা বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত এবং চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশান। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অন্যরকম বা নিম্নমানের দ্রব্য মেশানকে বেজাল বলে। আবার খাদ্যদ্রব্যে কৃত্রিম বা রাসাইনিক ক্রিয়া বা বিক্রিয়ার মাধ্যমে মেশানও ভেজাল। উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুস সালাম গোপালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার আচার-আচরণ ও ইনসাফের কারণে বিগত চারবার তিনি একই পদে নির্বাচিত হয়েছেন। হঠাৎ একদিন চেয়ারম্যানের নিকট বিচার আসলো, তার প্রতিবেশি কামাল সাহেব ফরমালিন মিশিয়ে মাছ বিক্রি করে। তখন চেয়ারম্যান বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান। যেহেতু কামাল সাহেব মাছে ফরমালিন মিশিয়ে বিক্রি করছে, যা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর শামীল। এটা ধোকাবাজি বা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অন্যরকম বা নিম্নমানের দ্রব্য মেশানকে বেজাল বলে। আবার খাদ্যদ্রব্যে কৃত্রিম বা রাসাইনিক ক্রিয়া বা বিক্রিয়ার মাধ্যমে মেশানও ভেজাল।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশান।

৪। জনাব ‘ক’ এর আচার-আচরণ, কথা-বার্তা সব কিছুই আপত্তিকর। তার চলাফেরা যেমন অহংকারপূর্ণ তেমনি তার পোষাক পরিচ্ছদও অশালীন। বড়দের সে সম্মান করে না, ছোটদের সে স্নেহ করে না। পক্ষান্তরে জনাব ‘খ’ এর আচার-আচরণ ‘ক’ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তার জীবন পদ্ধতি।

ক) ইসলাম শিক্ষা কী? ১

খ) ‘ইসলাম শিক্ষা তাওহীদভিত্তিক’।--ব্যাখ্যা কর। ২

গ) জনাক ‘ক’ এর কর্মকান্ডে কিসের অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে জনাব ‘খ’ এর আচার-আচরণের গুরুত্ব ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে	যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা

			পারা	দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাকে ইসলাম শিক্ষা বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইসলাম শিক্ষা তাওহীদভিত্তিক। এটি ইসলাম শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা, পালনকর্তা, মালিক, রাজাধিরাজ, শাসনকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা ও সার্বভৌমত্ত্বের অধিপতি হলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। বিশ্ব মানব তার বান্দা। কর্তৃত্ত ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র তার জন্য নিদিষ্ট। প্রত্যেককে তারই নির্দেশনাধীনে থাকতে হয় এবং তারই সামনে মাথানত করতে হয়। এটাই হলো তাওহীদ। ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। আর আল্লাহর একত্ববাদকে বাদ কোন শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা হতে পারে না। তাই বলা হয় ইসলাম শিক্ষা তাওহীদভিত্তিক।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলাম শিক্ষা তাওহীদভিত্তিক।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	ইসলামী সংস্কৃতি। 'ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরীয়াত নির্দেশিত মুসলিম মিল্লাতের জীবন পদ্ধতিই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। অথবা, ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'ক' এর আচার-আচরণ, কথা-বার্তা সব কিছুই আপত্তিকর। তার চলাফেরা যেমন অহংকারপূর্ণ তেমনি তার পোষাক পরিচ্ছদও অশালীন। বড়দের সে সম্মান করে না, ছোটদের সে স্নেহ করে না। যেহেতু 'ক' এর উপরিক্ত আচরণ ইসলামী শরীয়াত বিরোধী ও তা অপসংস্কৃতির শামীল। সুতরাং বলা যায় 'ক' এর কর্মকান্ডে ইসলামী সংস্কৃতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	'ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরীয়াত নির্দেশিত মুসলিম মিল্লাতের জীবন পদ্ধতিই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। অথবা, ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলামী সংস্কৃতি।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব। ইসলাম সাধারণ অর্থে অনুষ্ঠানসর্বস্ব একটি ধর্মের নাম নয়। বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ ও পুর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি। পার্থিব দৃষ্টিকোন থেকে এ সংস্কৃতি সম্পূর্ণ নিভুল। তাছাড়া ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্ব মানবতার একচছত্র সংস্কৃতি। উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'খ' এর আচার-আচরণ 'ক' এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তার জীবন পদ্ধতি একটি আদর্শ জীবন পদ্ধতি। যেহেতু ক" এর আচরণে ইসলামী সংস্কৃতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সেহেতু 'খ' এর আচরণ ইসলামী সংস্কৃতির অন্তভুক্ত। অতএব আমরা বলতে পারি 'খ' এর জীবন পদ্ধতি ইসলাম নির্দেশিত ও ইসলামী শরীয়াত অনুমোদিত। এর দ্বারা ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামী সংস্কাতর গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন: ১. ঈমানের রক্ষাকবচ: ইসলামী সংস্কৃতি ঈমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতপ্রভৃতি মৌলিক মূল্যোবোধের সমন্বয়ে গঠিত। তাই বলা হয় এ সংস্কৃতি ইসলামের রক্ষাকবচ।

গ				২. ঈমানের পরিপূর্ণতা: ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন এবং ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশের জন্য ইসলামী সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখা একান্ত অপরিহার্য। ৩. জাতীয় সত্তার অস্তীত্বের জন্য: কোন জাতির আপন সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র বোধের দ্বারাইনিজেদের জাতীয় সত্তা ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। অপসংস্কৃতি নিজস্ব জাতীয় অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। কাজেই মুসলিম জাতি সত্তা বাচানর জন্য ইসলামী সংস্কৃতি বাচিয়ে রাখা একান্ত অপরিহার্য। ৪. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা: ইসলামী সংস্কৃতি আসলে ইসলামী বিধি-বিধানের সামগ্রীক প্রতিফলিতরূপ। ৫. ইহ-পরকালীন মুক্তি ও সাফল্য: ৬. বিশ্ব-মানবতার উন্নয়নে ইসলামী সংস্কৃতি: মূলত: ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ হলো সমগ্র মানবতার উৎকর্ষতা ও পরিশুদ্ধকরণ। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ‘খ’ এর আচার-আচরণ ‘ক’ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তার জীবন পদ্ধতি একটি আদর্শ জীবন পদ্ধতি। যেহেতু ক’’ এর আচরণে ইসলামী সংস্কৃতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সেহেতু ‘খ’ এর আচরণ ইসলামী সংস্কৃতির অন্তভুক্ত। অতএব আমরা বলতে পারি ‘খ’ এর জীবন পদ্ধতি ইসলাম নির্দেশিত ও ইসলামী শরীয়াত অনুমোদিত। এর দ্বারা ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলাম সাধারণ অর্থে অনুষ্ঠানসর্বস্ব একটি ধর্মের নাম নয়। বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ ও পুর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি। পার্থিব দৃষ্টিকোন থেকে এ সংস্কৃতি সম্পূর্ণ নিভুল। তাছাড়া ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্ব মানবতার একচছত্র সংস্কৃতি।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব।

৫। জনাব হাসান ও মিসেস হাসানের একমাত্র সন্তান নাহিদ। প্রাচুর্য ও আদরে সে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আদব-কায়দা শিষ্টাচারের বড় অভাব। ধর্মীয় বিধি-বিধান যেমন মানে না তেমনি শরীয়তের শিক্ষাও তার নেই। নাহিদ বর্তমানে সংসারে কোন সময় দেয় না। পিতামাতা কোন কথা বললে তাদের সংগে খারাপ ব্যবহার করে। শেষ বয়সে সন্তানের কারণে সমাজে তারা অপদস্ত হচ্ছেন।

ক) পরিবার কাকে বলে? ১

খ) ইসলামে পরিবারের কর্তা পিতা কেন? ২

গ) জনাব হাসান ও মিসেস হাসান কী দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর । ৩

ঘ) উদ্দীপকে নাহিদের কর্মকান্ড কি তুমি সমর্থন কর? সামাজিক জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, প্রভৃতি একান্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানকে পরিবার বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইসলামী পরিবারে কর্তাই হলো পিতা। কারণ হলো মুসলিম পরিবারে পিতাই প্রধান অভিভাবক। কেননা পরিবারের সকল দায়-দায়িত্ব অভিভাবক হিসেবে পিতার উপরই ন্যাস্ত হয় এবং এ দায়িত্ব তিনিই পালন করে থাকেন। মূলত: মুসলিম পরিবারে পিতার ভূমিকা সর্বাধিক কঠিন ও দীর্ঘমেয়াদী। তাই বলা যায় মুসলিম পরিবারের কর্তাই একমাত্র পিতাই।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলামী পরিবারে কর্তাই হলো পিতা।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য। মুসলিম পরিবারে বৈধ দাম্পত্য জীবন যাপনের মাধ্যমে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাদেরকে ঈমানদার ও আদর্শবান মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য

				পিতা-মাতা যে দায়িত্ব পালন করে, এটাই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য বলে বিবেচিত। উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাসান ও মিসেস হাসানের একমাত্র সন্তান নাহিদ। প্রাচুর্য ও আদরে সে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আদব-কায়দা শিষ্টাচারের বড় অভাব। ধর্মীয় বিধি-বিধান যেমন মানে না তেমনি শরীয়তের শিক্ষাও তার নেই। এর মূল কারণ হলো জনাব হাসান ও মিসেস হাসান তাদের সন্তানের প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্য ছিল তা যথাযথ ভাবে পালন করেনি। এ ক্ষেত্রে তারা ব্যার্থতার পরিচয় দিয়েছেন। বিধায় তাদের সন্তান নাহিদ এ ধরনের আচরণ করছে। বরং পিতা-মাতা হিসেবে নাহিদকে ধর্মের পথে পরিচালনা করা, আদব-কায়দা ও সৌজন্য শিক্ষা দেয়া, বিলাসিতামুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা একান্ত দরকার ছিল। কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ হওয়ায় নাহিদ ইসলাম বিরোধী আচরণ করছে। তাই আমরা বলবো জনাব হাসান এবং মিসেস হাসান তাদের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যার্থ হয়েছে।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	মুসলিম পরিবারে বৈধ দাম্পত্য জীবন যাপনের মাধ্যমে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাদেরকে ঈমানদার ও আদর্শবান মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতা যে দায়িত্ব পালন করে, এটাই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য বলে বিবেচিত।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য।
		উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্তনিতে পারা/সমাধান করতে পারা	পিতা-মাতর প্রতি সন্তানের দায়িত্ব। সন্তানের জন্য পিতা-মাতাই সবচেয়ে আপনজন। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার পরেই পিতা-মাতাই সন্তানের সর্বাধিক শ্রদ্ধেয়। পিতা-মাতার অসিলাতেই সন্তান মায়াময় এ পৃথিবীর মূখ দেখতে পায় এবং তাদের আদর যত্নে লালিত পালিত হয়ে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠে। সেই পিতা-মাতার প্রতি ইসলাম নির্ধারিত কর্তব্যই হলো পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য। উদ্দীপকে দেখা যায়, নাহিদ বর্তমানে সংসারে কোন সময় দেয় না। পিতামাতা কোন কথা বললে তাদের সংগে খারাপ ব্যবহার করে। শেষ বয়সে সন্তানের কারণে সমাজে তারা অপদস্ত হচ্ছেন। নাহিদের এ ধরনের কর্মকান্ড সমর্থন যোগ্য নয়। সামাজিক জীবনে নাহিদের এ ধরনের কর্মকান্ডের সুদূঢ় প্রসারী প্রভাব রয়েছে। কারণ আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এ জন্য পিতা-মাতাকে নতুন প্রজন্মকে সম্পদে পরিণত করার জন্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। অন্যথায় এর প্রভাবে নাহিদের মত প্রজন্ম গড়ে উঠবে। যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। অন্যায়, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ, ছিনতাই, রাহাজানী ও মাদকের মত ক্ষতিকর বিষয়ের ব্যাপক প্রভাব সমাজকে ধবংস করে দিবে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায়, নাহিদ বর্তমানে সংসারে কোন সময় দেয় না। পিতামাতা কোন কথা বললে তাদের সংগে খারাপ ব্যবহার করে। শেষ বয়সে সন্তানের কারণে সমাজে তারা অপদস্ত হচ্ছেন। নাহিদের এ ধরনের কর্মকান্ড সমর্থন যোগ্য নয়।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	সন্তানের জন্য পিতা-মাতাই সবচেয়ে আপনজন। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার পরেই পিতা-মাতাই সন্তানের সর্বাধিক শ্রদ্ধেয়। পিতা-মাতার অসিলাতেই সন্তান মায়াময় এ পৃথিবীর মূখ দেখতে পায় এবং তাদের আদর যত্নে লালিত পালিত হয়ে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠে। সেই পিতা-মাতার প্রতি ইসলাম নির্ধারিত কর্তব্যই হলো পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-

				কর্তব্য।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব।

৬। `A' একটি বহুজাতিক স্বাধীন রাষ্ট্র। জনগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হলেও এদেশে নানা ধর্মের ও বর্ণের লোক বসবাস করে আসছে। মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণসহ দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান। এর কারণে `A' নামক রাষ্ট্র প্রধান প্রথম লিখিত সংবিধানকে মাপকাঠি করে দেশ পরিচালনা করেন। পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ‘B' তে জনগণের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় সময়ই লেগে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠিরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

ক) মজলিশে শুরা কী? ১

খ) “ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই”।-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে `A' নামক রাষ্ট্রটি কোন ধরনের রাষ্ট্রের সংগে মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) ‘B' নামক রাষ্ট্রে অশান্তির কারণ সম্পর্কে তুমি কি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		মসলিশ মানে সভা, সংস্থা আর শুরা অর্থ পরামর্শ। সুতরাং মজলিস-ই-শুরা অর্থ পরামর্শ সভা বা পার্লামেন্ট। ইসলামী পরিভাষায়, ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত মুসলিম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, জ্ঞানী-গুনী ও ইসলামী রাজনীতিতে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বা পরামর্শ সভার নাম মসলিস-ই-শুরা।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,‘ধর্মের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি নেই।’ মূলতঃ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ও স্ব-স্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও ধর্ম-কর্ম পালনে কোন বাধা থাকবে না। কোন ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোকদের তাদের ধর্ম পালনে বাধ্য করতে পারবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলে,‘যারা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে উপাস্য ভাবে তাদের তোমরা গালমন্দ করো না।’
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	‘ধর্মের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি নেই।’
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	ইসলামী রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্র ইসলামী নীতি তথা কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে। Rulearship of allah on the people by the piousmen with justice. উদ্দীপকে দেখা যায়,`A' একটি বহুজাতিক স্বাধীন রাষ্ট্র। জনগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হলেও এদেশে নানা ধর্মের ও বর্ণের লোক বসবাস করে আসছে। মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণসহ দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান। এর কারণে `A' নামক রাষ্ট্র প্রধান প্রথম লিখিত সংবিধানকে মাপকাঠি করে দেশ পরিচালনা করেন। যেহেতু তিনি বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান মদীনা সনদের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করছেন। সুতরাং এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে মিল রয়েছে। মূলতঃ মদীনা সনদই হলো ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালানার মডেল।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যে রাষ্ট্র ইসলামী নীতি তথা কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে। Rulearship of allah on the people by the piousmen with justice.
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলামী রাষ্ট্র।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালবাসা। আমাদের সমাজে নানা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির লোক বাস করে। তারা এক একটি সম্প্রদায়। সমাজে বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের

				মধ্যে পরস্পর ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। উদ্দীপকে দেখা যায়, পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র 'B' তে জনগণের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় সময়ই লেগে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠিরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আর এ ধরনের কর্মকান্ড মূলতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকার কারণে সংগঠিত হচ্ছে। অতএব বলা যায় যে, B' রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ থাকলে এ ধরনের দাঙ্গা বা অশান্তি হতো না। সমাজে বা রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ থাকলে মানুষকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করে মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটে। ফলে মানব সমাজে ঐক্য ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে মানুষ এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ভালবাসে না, অন্যের কল্যাণ কামনা করে না; বরং নিজ গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতন করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, পরমাসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। মানুষ একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখে। বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বসবাসের ফলে দেশীয় সভ্যতার উন্নতি ঘটে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায়, পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র 'B' তে জনগণের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় সময়ই লেগে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠিরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আর এ ধরনের কর্মকান্ড মূলতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকার কারণে সংগঠিত হচ্ছে। অতএব বলা যায় যে, B' রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ থাকলে এ ধরনের দাঙ্গা বা অশান্তি হতো না।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালবাসা। আমাদের সমাজে নানা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির লোক বাস করে। তারা এক একটি সম্প্রদায়। সমাজে বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব।

৭। রাজন ও রিপন দুই বন্ধু। রাজন সব সময় ভাল ও বৈধ কাজের সাথে জড়িত থাকে এবং সদা সত্য কথা বলে। অন্যদিকে রিপন অনলাইনে নকল পণ্য আসল বলে বিক্রয়ের মাধ্যমে মানুষকে ঠকায়। রাজন তাকে এ কাজটি করতে নিষেধ করলে, রিপন তার কথা শুনে না। কিছু দিন পর রাজন রিপনের সংগ ত্যাগ করলো।

ক) গণশিক্ষা কী? ১

খ) "ধুমপান বিষ পান"।--ব্যাখ্যা কর। ২

গ) রিপনের কাজটি কিসের শামীল? তার পরিণতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে রাজনের শেষ পদক্ষেপ কী সঠিক? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	গ্রাম ও মহল্লায় বয়স্ক লোকেরা একত্রে মসজিদকে ভিত্তি করে ইমাম সাহেবের নিকট যে শিক্ষা গ্রহণ করেন তাই গণশিক্ষা।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ধুমপান বিষ পানের শামীল। বরং বিষ পানের চেয়েও মারাত্মক। বিড়ি, সিগারেট উগ্র নিকোটিনের বিষে ভরা। দু'টো সিগারেটের নিকোটিন যদি ইনজেকশান দ্বারা সুস্থ্য মানুষের

				শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। তাছাড়া ধুমপানে বিভিন্ন জীবনঘাতি রোগ সৃষ্টি করে। যেমন-যক্ষা, ব্রন্‌কাইটিস, ক্ষুধামন্দা, গ্যাস্টিক, আলচার, ফুসফুসে ক্যান্সার ও হৃদরোগ হয়ে থাকে। এতে মানুষের মৃত্যু হয়। তাই বলা হয়, ধুমপান বিষপান।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ধুমপান বিষ পানের শামীল।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	প্রতরণা। প্রতারণা মানে ঠকানো বা ফাঁকি দেয়া। বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভেজাল দেয়া, পণ্য দ্রব্যের দোষ গোপন করা, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেয়া ইত্যাদিই প্রতারণা। উদ্দীপকে দেখা যায়, রিপন অনলাইনে নকল পণ্য আসল বলে বিক্রয়ের মাধ্যমে মানুষকে ঠকায়। যেহেতু রিপন নকল পণ্য আসল বলে বিক্রয় করে, সেহেতু রিপনের কাজটি প্রতারণার শামীল। একটি সুন্দর, সুস্থ, শান্তিময় ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে প্রতারণা পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে এর ভয়াবহ পরিণতির কয়েকটি দিক আলোচনা করা হলো: ১. এটি সমাজদ্রোহী পাপ। ২. প্রতারণা দ্বারা অর্জিত সম্পদ হারাম। ৩. প্রতারণা করা মুনাফিকের শামীল। ৪. প্রতারক সমাজের ঘৃণীত জীব। ৫. প্রতারণা মিথ্যারই নামান্তর। সুতরাং পরকালে তার স্থান হবে জাহান্নাম।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	প্রতারণা মানে ঠকানো বা ফাঁকি দেয়া। বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভেজাল দেয়া, পণ্য দ্রব্যের দোষ গোপন করা, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেয়া ইত্যাদিই প্রতারণা।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	প্রতরণা।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	অসৎসঙ্গ। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের স্বভাব প্রকৃতিই এমন যে, সে সঙ্গী ছাড়া একাকী থাকতে পারে না। আর সে সঙ্গী যদি অসৎ হয়, তাই অসৎসঙ্গ। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাজন ও রিপন দুই বন্ধু। রাজন সৎ ও ভাল কিন্তু রিপন অসৎ ও প্রতারক। সে অনলাইনে নকল পণ্য আসল বলে বিক্রয়ের মাধ্যমে মানুষকে ঠকায়। রাজন তাকে এ কাজটি করতে নিষেধ করলে, রিপন তার কথা শুনে না। কিছু দিন পর রাজন রিপনের সংগ ত্যাগ করলো। যেহেতু রাজন রিপনকে প্রতারণা ছেড়ে দিতে বলে, কিন্তু রিপন প্রতারণা ত্যাগ করেনি। বিধায় রাজন রিপনকে বন্ধু হিসেবে তার সঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের শামীল। মানুষ সঙ্গী ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাই তার সঙ্গী যেন সৎ হয়, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। রাজন সেই কাজটিই করেছে। আর সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। যেমন: ১. সৎ বন্ধু নির্বাচনের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছে। তিনি বলেছেন, তোমরা সৎ লোকদের সঙ্গী হও। ২. শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা। ৩. সৎ সঙ্গীর বন্ধুত্ব গ্রহণ এবং অসৎ সঙ্গীর সঙ্গ বর্জন করা। ৪. ইমাম জাফর সাদিক বলেছেন, তোমরা পাঁচ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করবে না। (ক) মিথ্যাবাদী (খ) নির্বোধ (গ) পাপাচারী (ঘ) ভীরু (ঙ) কৃপন। কারণ মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করা যায় না। নির্বোধের সাথে বন্ধুত্ব করায়

				কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি। পাপাচারীর সাথে বন্ধুত্ব করলে পাপের পথে টেনে নেয়। ভীরু বন্ধুকে নিয়ে বিপদের সময় উপকার হয় না। আর কৃপন থেকে উপকার পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের সবসময় ঐসব সৎ ব্যক্তিকে বন্ধু হিসেবে করা উচিৎ যারা হবেন বুদ্ধিমত্তা, সৎ স্বভাবেবর।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	অসৎসঙ্গ। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের স্বভাব প্রকৃতিই এমন যে, সে সঙ্গী ছাড়া একাকী থাকতে পারে না। আর সে সঙ্গী যদি অসৎ হয়, তাই অসৎসঙ্গ। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাজন ও রিপন দুই বন্ধু। রাজন সৎ ও ভাল কিন্তু রিপন অসৎ ও প্রতারক। সে অনলাইনে নকল পণ্য আসল বলে বিক্রয়ের মাধ্যমে মানুষকে ঠকায়। রাজন তাকে এ কাজটি করতে নিষেধ করলে, রিপন তার কথা শুনে না। কিছু দিন পর রাজন রিপনের সংগ ত্যাগ করলো। যেহেতু রাজন রিপনকে প্রতারণা ছেড়ে দিতে বলে, কিন্তু রিপন প্রতারণা ত্যাগ করেনি। বিধায় রাজন রিপনকে বন্ধু হিসেবে তার সঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের শামীল।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের স্বভাব প্রকৃতিই এমন যে, সে সঙ্গী ছাড়া একাকী থাকতে পারে না। আর সে সঙ্গী যদি অসৎ হয়, তাই অসৎসঙ্গ।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	অসৎসঙ্গ।

৮। মানুন তার পৈত্রিক সম্পত্তি চাষাবাদের কাজে একটি গভীর নলকুপ স্থাপনের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থায় পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা লোন নিয়েছেন। মানুনের নলকূপের পানি দিয়ে গ্রামের কৃষকেরা অধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারছেন। অপরদিকে নাজিফ তার বাড়িটি মর্টগেজ দিয়ে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে বিশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ নিয়ে একটি পোষাক তৈরির কারখানা দিয়েছেন। সেখানে গ্রামের অনেক ব্যক্তি শ্রম দিয়ে উপার্জন করেন।

ক) ওশর শব্দের অর্থ কী? ১

খ) "যাকাত ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সেতু" ।---ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে মামুনের ঋণ নেয়া ব্যাংকটি কেমন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) নাজিফ যে ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নিয়েছেন সে ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	উশর আরবী শব্দ। আর উশর শব্দের অর্থ একদশমাংশ (দশ ভাগের এক ভাগ)।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	যাকাত ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সেতু। রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, যাকাত হলো ইসলামের সেতুস্বরূপ। যাকাত দানের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও গরীবের মধ্যে আকাশচুম্বী বৈষম্য আস্তে আস্তে দূরীভুত হয় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মসামাজিক সমতা সৃষ্টি হয়। কেননা ধনী তাদের সম্পদের একটি অংশ যাকাত হিসেবে গরীবের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। ফলে উভয়ের মধ্যে একটা হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। যা সেতু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	যাকাত ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সেতু।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	সুদ ভিত্তিক ব্যাংক। যে ব্যাংকগুলো সুদকে ভিত্তি করে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই সুদী ব্যাংক। যেমন-সোনালী, রূপালী, জনতা , কৃষি ব্যাং ইত্যাদি। উদ্দীপকে দেখা যায়, মানুন তার পৈত্রিক সম্পত্তি চাষাবাদের কাজে একটি গভীর নলকুপ স্থাপনের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থায় পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা লোন নিয়েছেন। মানুনের নলকূপের পানি দিয়ে গ্রামের কৃষকেরা অধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারছেন। যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো সুদ। আর মানুন সুদ ভিত্তিক

				ব্যাংক থেকে মুলতঃ ঋণ গ্রহণ করে গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে। তাই বলা যায় মামুনের ঋণ নেয়া ব্যাংকটি সুদী ব্যাংক।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যে ব্যাংকগুলো সুদকে ভিত্তি করে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই সুদী ব্যাংক। যেমন-সোনালী, রূপালী, জনতা , কৃষি ব্যাং ইত্যাদি।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সুদ ভিত্তিক ব্যাংক।
	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	ইসলামী ব্যাংক। ‘এটি এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তার বৈশিষ্ট্য, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলাসী শরীয়তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেন-দেন সম্পূর্ণ বর্জন করে। তাকে ইসলামী ব্যাংক বলে।’ উদ্দীপকে দেখা যায়, নাজিফ তার বাড়িটি মর্টগেজ দিয়ে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে বিশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ নিয়ে একটি পোষাক তৈরির কারখানা দিয়েছেন। সেখানে গ্রামের অনেক ব্যক্তি শ্রম দিয়ে উপার্জন করেন। যেহেতু নাজিফ লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ নিয়েছেন। সুতরাং এটি একটি ইসলামী ব্যাংক। কেননা ইসলামী ব্যাংক লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। অতএব এটি ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক একটি নতুন সংযোজন হলেও প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে এটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলোঃ ১. ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য শরীয়তের আলোকে নির্ধারিত। ২. ইসলামী ব্যাংকের সকল লেন-দেন সুদমুক্ত। ৩. এ ব্যাংকটি লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগ করে। ৪. ইসলামী ব্যাংক এমন একটি বানিজ্যিক ব্যাংক যা ফিকাহ শাস্ত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে শরীয়া কাউন্সিলের পরামর্শে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায়, নাজিফ তার বাড়িটি মর্টগেজ দিয়ে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে বিশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ নিয়ে একটি পোষাক তৈরির কারখানা দিয়েছেন। সেখানে গ্রামের অনেক ব্যক্তি শ্রম দিয়ে উপার্জন করেন। যেহেতু নাজিফ লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ নিয়েছেন। সুতরাং এটি একটি ইসলামী ব্যাংক। কেননা ইসলামী ব্যাংক লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। অতএব এটি ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	‘এটি এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তার বৈশিষ্ট্য, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলাসী শরীয়তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেন-দেন সম্পূর্ণ বর্জন করে। তাকে ইসলামী ব্যাংক বলে।’
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলামী ব্যাংক।

৯। শিহাব সাহেব সহকর্মী মনিরুল হককে বললেন, “প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই।” তাই অমুলিমদের সাথ উৎকৃষ্ট কোন সম্পর্ক স্থাপন করা ঠিক হবে না। এ কথা শুনে মনিরুল হক বললেন, “সত্যিই কি তাই? আমিতো জানি সকল মানুষ একই আদম আঃ এর পরিবার পরিজন। তাই পৃথিবীর শান্তির জন্য সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিৎ।”

ক) পরিবেশ কী? ১

খ) “খেদমতে খালক জান্নাত লাভের একটি পথ।”-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) শিহাব সাহেবের ধারণাটি ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে মনিরুলের বক্তব্যের সাথে তুমি কী একমত? যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	আমাদের চারপাশে জীব-জড় যা কিছু আছে যেমন-পশু-পাখি, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, আগুন-পানি, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, কল-কারখানা ইত্যাদি সব নিয়েই আমাদের পরিবেশ।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	খেদমতে খালক জান্নাত লাভের একটি উপায়। খেদমতে খালক অর্থ সৃষ্টির সেবা করা। আর এর মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার পথকে প্রশস্ত করে। যে ব্যক্তি খেদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা করবে সে পরম সুখে-শান্তিতে জান্নাতে অবস্থান করবে। রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,‘ যে কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে বস্ত্রহীন অবস্থায় বস্ত্র দান করলো, আল্লাহ তাকে জান্নাতে সবুজ বর্ণের পোষাক পরিধান করাবেন। সুতরাং বলা যায় খেদমতে খালক জান্নাত লাভের একটি পথ।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	খেদমতে খালক জান্নাত লাভের একটি উপায়।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। যখন কোন জনগোষ্ঠি কোন একটি বিশেষ আদর্শের অনুসারী হয়, তখন সৃষ্টি হয় আদর্শগত ভ্রাতৃত্বের। এ আদর্শগত ভ্রাতৃত্বই যখন ইসলামী আদর্শের ভিত্তি হয় , তখন তাকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, শিহাব সাহেব সহকর্মী মনিরুল হককে বললেন, “প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই।” তাই অমুলিমদের সাথ উৎকৃষ্ট কোন সম্পর্ক স্থাপন করা ঠিক হবে না। যেহেতু মুসলিম মাত্রই একে অপরের ভাই। তাছাড়া ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে তাওহীদে বিশ্বাসী যে কোন স্থানের, যে কোন ভাষার, বর্ণের, গোত্রের লোক হোক না কেন একই দ্বীনের সুত্রে গ্রোথিত এ বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই। আর এ ভ্রাতৃত্ববোধের মূলমন্ হলো ‘নিশ্চয় মু’মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।’ উদ্দীপকে শিহাব সাহেব সেই কথাটিই ইল্লেখ করেছেন।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যখন কোন জনগোষ্ঠি কোন একটি বিশেষ আদর্শের অনুসারী হয়, তখন সৃষ্টি হয় আদর্শগত ভ্রাতৃত্বের। এ আদর্শগত ভ্রাতৃত্বই যখন ইসলামী আদর্শের ভিত্তি হয় , তখন তাকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। আদি পিতা হযরত আদম আঃ এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া আঃ-এর সন্তান-সন্ততি হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই। ধর্ম, কর্ম, ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল, বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের এ ভ্রাতৃত্বকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বলা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, মনিরুলের কথার প্ররিপ্রেক্ষিতে শিহাব মনিরুল হককে বললেন, “সত্যিই কি তাই? আমিতো জানি সকল মানুষ একই আদম আঃ এর পরিবার পরিজন। তাই পৃথিবীর শান্তির জন্য সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিৎ।” যেহেতু এখানে বলা হয়েছে সকল মানুষ একই আদম আঃ এর পরিবার। তাই পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে উৎকৃষ্ট সম্পর্ক রাখা উচিৎ। যা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অংশ। সুতরাং বলা যায় মনিরুলের বক্তব্য বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উদ্দীপকে মনিরুলের বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। নিম্নে এর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলোঃ

				১. বিশ্বের সকল মানব একই মূল হতে উৎসারিত। আদি পিতা হযরত আদম আঃ এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া আঃ থেকে সকলের উৎপত্তি। এ হিসেবে সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে মূলগত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। ২. মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। যেহেতু আদি পিতা ও আদি মাতা থেকে সকলের উৎপত্তি। কিন্তু কালক্রমে মানুষ এ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে বিভিন্ন জাতি, বংশ, গোত্র ও বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ বিশ্ব শান্তির জন্য সকলের উচিৎ বিশ্বভ্রাতৃত্বের অধিনে সংঘবদ্ধ হয়ে কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া। এ মর্মে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,'হে মানব জাতি! আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। মহানবী সাঃ বলেন,'তোমরা সকলেই এক আদম হতে উৎসারিত, আর আদম হলেন মাটির তৈরি।' সুতরাং বলা যায় বিশ্বের সকল বর্ণের, ধর্মের ও অঞ্চলের মানুষ বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায়, মনিরুলের কথার প্ররিপ্রেক্ষিতে শিহাব মনিরুল হককে বললেন, "সত্যিই কি তাই? আমিতো জানি সকল মানুষ একই আদম আঃ এর পরিবার পরিজন। তাই পৃথিবীর শান্তির জন্য সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিৎ।" যেহেতু এখানে বলা হয়েছে সকল মানুষ একই আদম আঃ এর পরিবার। তাই পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে উৎকৃষ্ট সম্পর্ক রাখা উচিৎ। যা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অংশ। সুতরাং বলা যায় মনিরুলের বক্তব্য বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	আদি পিতা হযরত আদম আঃ এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া আঃ-এর সন্তান-সন্ততি হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই। ধর্ম, কর্ম, ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল, বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের এ ভ্রাতৃত্বকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বলা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব।

১০। সজিব ও নাসিম একই স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের হাতে প্রচুর অবসর সময় আছে এবং সেই সময়টাকে তারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজে লাগাতে চায়। তাদের এক বন্ধু লিটন পাহাড়ের গাছ কর্তন করে বিক্রি করার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথ পেয়ে, সে পথে চলে যায়।

ক) উম্মাহ শব্দের অর্থ কী? ১

খ) "ইসলামী রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।"---ব্যাখ্যা কর। ২

গ) সজিব ও নাসিমের চিন্তা ভাবনা কিসের ইঙ্গীত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে লিটনের কর্মকান্ডের পরিণতি ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	উম্মাহ আরবী শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে উম্মাহ শব্দের অর্থ জাতি, দল, সম্প্রদায়, গোষ্ঠি ও নিয়ম পদ্ধতি। সাধারণ অর্থে কোন একটি বিশেষ নীতি, আদর্শবাদ, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মিলিত ব্যক্তি ও জসগোষ্ঠিকে উম্মত বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায়, 'কোন নবী বা রাসূলের অনুসারী কওম বা জাতিকে উম্মত বলা হয়।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইসলামী রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক। এটি ইসলামী রাষ্ট্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র একটি ধর্মভিত্তিক আদর্শিক এবং নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রটি পরিচালিত হয় ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান দ্বারা। তাছাড়া এ রাষ্ট্রের সকল কার্যবিধি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হয়। সুতরাং বলা যায় ইসলামী রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।

	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলামী রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	তাবলীগ বা দাওয়াত। তাবলীগ আরবী শব্দ। এর অর্থ আহবান করা, ডাকা, মনোযোগ আকর্ষণ করা ইত্যাদি। এর ইংরেজি অর্থ To call, To Invite. পরিভাষায়, মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি আহবান জানানোকেই তাবলীগ বা দাওয়াত বলা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, সজিব ও নাসিম একই স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের হাতে প্রচুর অবসর সময় আছে এবং সেই সময়টাকে তারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজে লাগাতে চায়। যেহেতু তারা অবসর সময়টা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে কাজে লাগাতে চায়। আর এটি ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া। যার ধারক ও বাহক ছিলেনযুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ। সুতরাং সজিব ও নাসিমের এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা ইসলামের তাবলীগ বা দাওয়াতের প্রতি ইঙ্গীত বহন করে।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	তাবলীগ আরবী শব্দ। এর অর্থ আহবান করা, ডাকা, মনোযোগ আকর্ষণ করা ইত্যাদি। এর ইংরেজি অর্থ To call, To Invite. পরিভাষায়, মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি আহবান জানানোকেই তাবলীগ বা দাওয়াত বলা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	তাবলীগ বা দাওয়াত।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে, জীব, জন্তু ও জড় শ্রেণির অনেক কিছুকে বুঝায়। যেমন পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, জাছ-পালা, উদ্ভিদ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, আগুন, পানি, বাতাস ইত্যাদি। উদ্দীপকে দেখা যায়, লিটন পাহাড়ের গাছ কর্তন করে বিক্রি করার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথ পেয়ে, সে পথে চলে যায়। যেহেতু লিটন পাহাড়ের জাছ কেটে বিক্রি শুরু করেছে। আর এভাবে জাছ কাটা অব্যাহত থাকলে একদিন গাছ নি:শেষ হয়ে যাবে। এত প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হবে। যা আমাদের সকলের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং লিটনের গাছ কাটা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ারই শামীল। **লিটনের এ ধরনের কর্মকান্ডের পরিণতি কি হতে পারে নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:** মানুষ নিখিল বিশ্বের সদস্য। পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সবকিছু ঘিরে আমাদের পরিচয়। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের চারপাশের পরিবেশকে বাসোপযোগি ও ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের এ পরিবেশ নষ্ট বা দুষিত করে তুললে আমাদেরই ক্ষতি হবে। উদ্দীপকে লিটন পাহাড়ের গাছ কেটে সে ক্ষতির কাজটি করেছে। লিটনের গাছ কাটার কারণে একদিকে যেমন বৃক্ষ নিধন হবে এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। এটি ইসলাম বিরোধী। বরং নবী করীম সা: বেশি বেশি বৃক্ষ রোপন করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। এ জন্য বি প্রয়েআজনে বৃক্ষ নিধন করা বা পাতা পর্যন্ত ছিঝড়তে আল্লাহর রাসূর নিষেধ করেছেন। গাছ-পালা বায়ু দুষণ রোধ করে। বায়ু থেকে দুষিত গ্যাস শোষন করে পরিবেশকে নির্মল করে। তাছাড়া পাহাড় থেকে জাছ কাটার ফলে পাহাড় থেকে ধবস নামবে। এতএব লিটনের পাহাড় থেকে গাছ কাটার

				পরিণতি পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হবে। **এ থেকে পরিত্রাণের উপায়:** ১. গাছ কাটার পরিবর্তে বরং প্রচুর গাছ রোপন করতে হবে। ২. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে লিটনের মত এ ধরনের কাজ কেউ করতে না পারে। ৩. গাছ কাটার মত অপরাধের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪. গাছ কাটা নয়, বরং গাছ লাগানর ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করতে হবে। ৫. গাছ লাগান সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গন্য হবে। রাসূলের এ কথাটি জনগণকে অবহিত করতে হবে। ৬. আইনের হঠর প্রয়োগ করতে হবে। ৭. পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে, তা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ তা মানুষকে বুঝাতে হবে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায়, লিটন পাহাড়ের গাছ কর্তন করে বিক্রি করার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথ পেয়ে, সে পথে চলে যায়। যেহেতু লিটন পাহাড়ের জাছ কেটে বিক্রি শুরু করেছে। আর এভাবে জাছ কাটা অব্যাহত থাকলে একদিন গাছ নি:শেষ হয়ে যাবে। এত প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হবে। যা আমাদের সকলের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং লিটনের গাছ কাটা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ারই শামীল।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে, জীব, জন্তু ও জড় শ্রেণির অনেক কিছুকে বুঝায়। যেমন পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, জাছ-পালা, উদ্ভিদ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, আগুন, পানি, বাতাস ইত্যাদি।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	প্রাকৃতিক পরিবেশ।

১১। শফি ও আনিস একই এলাকায় বসবাস করেন। শফি সকল মৌলিক এবাদত যথাযথভাবে পালন করেন। আনিস সালাত আদায় করেন। কিন্তু প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সম্পদের হক আদায় করেন না। একদা শফি আনিসকে বললেন, “সত্যিকারের ইমানদার হতে হলে, ইসলামের সকল মৌলিক কাজ পালন করা আবশ্যক।”

ক) তাকওয়া শব্দের অর্থ কী? ১

খ) “মিথ্যা সকল পাপের মূল।”---ব্যাখ্যা কর। ২

গ) আনিসের কর্মকান্ড ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের শফির উক্তির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	তাকওয়া আরবী শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টি কোন থেকেতাকওয়ার অর্থ ভয় করা, বিরত থাকা, রক্ষা করা, আত্মশুদ্ধি, পরহেজগারী ইত্যাদি। পরিভাষায়, সকল প্রকার অন্যায় ও অনাচার বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশমত জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা ভয় করে চলাকে তাকওয়া বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মিথ্যা সকল পাপের মূল। রাসূলুল্লাহ সা: মিথ্যাকে সকল পাপের জননী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা একটি মিথ্যা হাজারও মিথ্যার জন্ম দেয়। মিথ্যা বলা ঘৃণতম অপরাধ। রাসূল সা: বলেন, তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে। মিথ্যা বলা ও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সব চেয়ে বড় গুনাহ। আল কুরআনে বলা হয়েছে‘তোমরা মিথ্যাকে পরিহার কর।’ তাছাড়া মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। আবার মিথ্যাবাদী জাতিকে অন্য জাতির লোকেরা পছন্দ

				করে না। সুতরাং আমরা বলতে পারি মিথ্যাই সকল পাপের মূল।”
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মিথ্যা সকল পাপের মূল।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিষ্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	যাকাত। যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ পুত ওপবিত্রতা, পরিশুদ্ধি, ক্রমবৃদ্ধি ও বেড়ে যাওয়া। ইসলামী পরিভাষায়, কোন সাহেবে নিসাব মুসলমানের নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানর পর বছর শেষে যদি কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সমপরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকে, তবে উক্ত সম্পদের শতকারা আড়াই ভাগ শরীয়ত নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, আনিস সালাত আদায় করেন। কিন্তু প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সম্পদের হক আদায় করেন না। যেহেতু আনিস সালাত আদায় করেন কিন্তু সম্পদের হক আদায় করেন না। অর্থাৎ তিনি যাকাত আদায় করেন না। কেননা যাকাত আদায় করাই হলো মূলত: সম্পদের হক আদায় করার শামীল। সুতরাং বলা যায় আনিস আনিস সাহেব যাকাত দেয় না। যা উদ্দীপক থেকে উপলব্ধি করতে পারি।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ পুত ও পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি, ক্রমবৃদ্ধি ও বেড়ে যাওয়া। ইসলামী পরিভাষায়, কোন সাহেবে নিসাব মুসলমানের নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানর পর বছর শেষে যদি কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সমপরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকে, তবে উক্ত সম্পদের শতকারা আড়াই ভাগ শরীয়ত নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	যাকাত।

ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	ইসলামের বুনিয়াদি আমল সমুহ। ইসলামের বুনিয়াদি আমলসমুহ হলো সালাত কায়েম করা, সাওস পালন করা, যাকাত আদায় করা এবং হজ্জ পালন করা। উদ্দীপকে দেখা যায়, শফি ও আনিস একই এলাকায় বসবাস করেন। শফি সকল মৌলিক এবাদত যথাযথভাবে পালন করেন। আনিস সালাত আদায় করেন। কিন্তু প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সম্পদের হক আদায় করেন না। একদা শফি আনিসকে বললেন, "সত্যিকারের ইমানদার হতে হলে, ইসলামের সকল মৌলিক কাজ পালন করা আবশ্যক।" এ উক্তটি শফি আনিসকে এ জন্য বললেন, যেহেতু আনিস শুধু সালাত আদায় করে। কিন্তু সম্পদের হক যাকাত দেন না। আর ইসলামের মৌলিক ইবাদতের মধ্যে যাকাত অন্যতম। সুতরাং যাকাত প্রদান করা ব্যতিত আনিস ইমানদার হতে পারবে না। উদ্দীপকে শফির বক্তব্য হলো,'সত্যিকারের ঈমানদার হতে হলে ইসলামের মৌলিক ইবাদত পালন করা আবশ্যক।' অর্থাৎ ঈমানের পূর্ব শর্ত হলো ইসলামের সকল ফরজ, ওয়াজিব আদায় করা। এটি ব্যতিত ঈমানদার হওয়া যাবে না। উদ্দীপকে আনিস সালাত আদায় করেন কিন্তু যাকাত দেন না। অথচ ইসলামে সালাতের পরে যাকাতের স্থান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা যত জায়গায় সালাতের কথা বলেছেন সাথে সাথে যাকাতের কথাও বলেছেন। যাকাত ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যে যাকাত অন্যতম। এর উপর ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও কল্যাণমূখী প্রকল্পসমুহের সাফল্য নির্ভরশীল। সুতরাং যাকাত অস্বীকার করে কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না। আর যাকাত অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর কাফিরের স্থান হলো জাহান্নাম।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায়, শফি ও আনিস একই এলাকায় বসবাস করেন। শফি সকল মৌলিক এবাদত যথাযথভাবে পালন করেন। আনিস সালাত আদায় করেন। কিন্তু প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সম্পদের হক আদায় করেন না। একদা শফি আনিসকে বললেন, "সত্যিকারের ইমানদার হতে হলে, ইসলামের সকল মৌলিক কাজ পালন করা আবশ্যক।" এ উক্তটি শফি আনিসকে এ জন্য বললেন, যেহেতু আনিস শুধু সালাত আদায় করে। কিন্তু সম্পদের হক যাকাত দেন না। আর ইসলামের মৌলিক ইবাদতের মধ্যে যাকাত অন্যতম। সুতরাং যাকাত প্রদান করা ব্যতিত আনিস ইমানদার হতে পারবে না।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলামের বুনিয়াদি আমলসমুহ হলো সালাত কায়েম করা, সাওস পালন করা, যাকাত আদায় করা এবং হজ্জ পালন করা।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলামের বুনিয়াদি আমল সমুহ।

ক সেট

২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)
বিষয় : ইসলাম শিক্ষা (সৃজনশীল)
পত্র : প্রথম পত্র
শ্রেণি : এইচ এস সি

বিষয় কোড		
২	৪	৯

সময়: ২ ঘন্টা ২০মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

সৃজনশীল প্রশ্ন

(ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশগুলোর উত্তর দাও। যে কোন সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)

১। 'ক' একটি পুরাতন গ্রাম। গ্রামের মসজিদের আঙ্গিনায় একটি ঘর। এখানে জনাব মাওলানা আজিম সাহেব সকাল বেলা শিশুদেরকে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেন। তাছাড়া শিশুদের নামাজ আদায় করার নিয়ম, পরস্পরে দেখা হলে সালাম দেয়া, কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, খাওয়ার পর আল্লাহর শুকরিয়া করা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেন। যাতে গ্রামের শিশুরা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে জীবন গড়তে পারে।

(ক) ইসলাম শব্দের অর্থ কী? ১

(খ) 'জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ'-ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামের মসজিদের ঘরটি তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাথে তুলনীয়-ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) জনাব মাওলানা আজিম সাহেবের শিক্ষায় যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তার সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইসলাম আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ-আত্মসমার্পণ করা, আনুগত্য করা।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	রাসূল সা: বলেছেন,'জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ'। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক, যতটুকু জ্ঞান শিক্ষা করলে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। আর ইসলামের মৌলিক বিষয় বলতে মূল আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদতকে বুঝায়। এছাড়া ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল-হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারে। জ্ঞান অর্জন ইসলাম বুঝার গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। জ্ঞানের উপর ইসলামের অস্তিত্ব, কল্যাণ ও উৎকর্ষতা নির্ভর করে। কাজেই জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে সতর্ক থাকতে হবে। এ কারণেই রাসূল সা: জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ'। সুতরাং মুসলমান হিসেবে আমাদের সকলকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	'জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ'।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	মক্তব। ছোট ছোট মুসলিম বালক-বালিকাদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষায়তনকে মক্তব বলা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, 'ক' একটি পুরাতন গ্রাম। গ্রামের মসজিদের আঙ্গিনায় একটি ঘর। এখানে জনাব মাওলানা আজিম সাহেব সকাল বেলা শিশুদেরকে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেন। সুতরাং মসজিদের আঙ্গিনার ঘরটি রয়েছে যেখানে জনাব মাওলানা আজিম সাহেব সকাল বেলা শিশুদেরকে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেন এটি আমার পাঠ্য বইয়ের মক্তবের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায় ঐ ঘরটি হলো মক্তব।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ছোট ছোট মুসলিম বালক-বালিকাদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষায়তনকে মক্তব বলা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মক্তব।

ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরীয়াত নির্দেশিত মুসলিম জাতির জীবন পদ্ধতিকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে। অথবা, ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব মাওলানা আজিম সাহেব সকাল বেলা শিশুদেরকে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেন, পাশাপাশি শিশুদের নামাজ আদায় করার নিয়ম, পরস্পরে দেখা হলে সালাম দেয়া, কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, খাওয়ার পর আল্লাহর শুকরিয়া করা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেন। এর মধ্য দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়টি ফুটে উঠেছে। ইসলামী সংস্কৃতির সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। কেননা বিশ্বের সকল মুসলমান এক ও অভিন্ন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ইসলামী সংস্কৃতি কারণে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে ব্যপক কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। একজন মুসলমান তার দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কর্মতৎপরতায় যে সব আমল করে তার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন-সে নামাজ আদায় করে, পরস্পরে দেখা হলে সালাম দেয়, কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে, খাওয়ার পর আল্লাহর শুকরিয়া করে, দৈনিক পাঁচ বার সালাত আদায় করে, মুয়াজ্জিন সাহেব পাঁচবার আজান দেন, ইসলামী ঐতিহ্যে নাম রাখেন, সন্তান জন্মের ৭দিনে আকীকা করে, ছোটদের স্নেহ করা এবং বড়দের সম্মান করা ইত্যাদির সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। এভাবে মুসলিম মিল্লাত জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে, প্রতিটি চলনে বলনে ইসলামী সংস্কৃতিকে প্রতিপালন করছে। যা সামাজিক জীবনে অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে আনসে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব মাওলানা আজিম সাহেব সকাল বেলা শিশুদেরকে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেন, পাশাপাশি শিশুদের নামাজ আদায় করার নিয়ম, পরস্পরে দেখা হলে সালাম দেয়া, কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, খাওয়ার পর আল্লাহর শুকরিয়া করা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেন। এর মধ্য দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়টি ফুটে উঠেছে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরীয়াত নির্দেশিত মুসলিম জাতির জীবন পদ্ধতিকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে। অথবা, ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলামী সংস্কৃতি।

২। ড. রফিক একজন বিজ্ঞানী। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মুসলমানদের বিভিন্ন ইবাদত পালনের জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। নামাজ আদায় করার জন্য সময় এবং দিক নির্ণয়ের জ্ঞান থাকতে হয়, রোজা পালনের জন্য দিন রাত্রির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। উক্ত সম্মেলনে জনাব ড. সাখাওয়াত বলেন, মুসলমানদেরকে আল্লাহ, সৃষ্টিজগত ও আত্মার পরিচয় জানা দরকার। যাতে যুক্তি নির্ভর আলোচনার মাধ্যমে নিজের ধর্মকে তুলে ধরতে পারে। আমাদের পূর্বপূরুষগণ তাই করেছিলেন বলে ইসলামের অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে।

(ক) ইমাম গাজালীর প্রধান পরিচয় কী? ১

(খ) 'বাংলাদেশে পীর ও অলী দরবেশগণের মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করে'--ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত ড. রফিকের বক্তব্যে বিজ্ঞানের কোন শাখাটির কথা বলা হয়েছে, মূল্যায়ন কর। ৩

(ঘ) ড. শাখাওয়াতের বক্তব্যে যে বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে তার উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম মনীষীদের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা

ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মুসলিম বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন ইমাম গাজালী। তার প্রকৃত নাম আবু হামিদ মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ আল গাজালী। তিনি ১০৫৮ খ্রি: মোতাবেক ৪৫০ হিযরীতে ইরানের তুস নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে যে সকল দার্শনিক ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে ও রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন, ইমাম গাজালী তাদের অন্যতম। মুসলিম জাহানের সকল আধ্যাত্মিক সাধনাকে তিনি তার জিন্তাধারায় প্রতিফলিত করেছিলেন। তিনি বিশ বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেন। তার জীবনের এগার বছর কেটেছে বন-জঙ্গলে ও মরুভূমিতে। তিনি প্রায় ৪০০ গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে এহইয়া-উ-উলুমুদ্দীন ও তাহফাতুল ফালসিফা অন্যতম। তিনি তার গ্রন্থে পাশ্চত্যে দার্শনিকদের কতিপয় মতবাদকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করেছেন। তিনি আত্মাকে একটি অপরিহার্য বাস্তবতা বলে বিশ্বাস করতেন।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	‘বাংলাদেশে পীর ও অলী দরবেশগণের মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করে’ বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে অবস্থিত একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এ দেশে ইসলাম শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার শাসক গোষ্ঠি দ্বারা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং বিশিষ্ট আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, অলী-দরবেশদের সাধনার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। শুধু তাই নয়-এ উপমহাদেশে বৃট্রিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তির জন্য পীর, আলেম-উলামাদের গৌরবোজ্জল ইতিহাস রয়েছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য পীর, আলেম-উলামাগণ বাংলাদেশে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাই পরবর্তীতে এ দেশে ইসলাম শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের ভিত্তির সুযোগ করে দেয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আলিম, পীর-মাশায়েখদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	‘বাংলাদেশে পীর ও অলী দরবেশগণের মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করে’
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	ভূগোলশাস্ত্র। এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। সুতরাং যে শাস্ত্র পাঠ করলে পৃথিবী গোল এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়, বুঝা যায়, তাই ভূগোলশাস্ত্র। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ড. রফিক একজন বিজ্ঞানী। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মুসলমানদের বিভিন্ন ইবাদত পালনের জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। নামাজ আদায় করার জন্য সময় এবং দিক নির্ণয়ের জ্ঞান থাকতে হয়, রোজা পালনের জন্য দিন রাত্রির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। উক্ত সম্মেলনে জনাব ড. সাখাওয়াত বলেন, মুসলমানদেরকে আল্লাহ, সৃষ্টিজগত ও আত্মার পরিচয় জানা দরকার। যাতে যুক্তি নির্ভর আলোচনার মাধ্যমে নিজের ধর্মকে তুলে ধরতে পারে। আমাদের পূর্বপূরুষগণ তাই করেছিলেন বলে ইসলামের অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ভুগোলশাস্ত্রের কথাই বলেছে। মূল্যায়ণ: আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় মুসলমানদের বিস্ময়কর অবদান রয়েছে। মুসলমানদের অসাধারণ গবেষণা ও সাধনার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগুলো আজ সমৃদ্ধ। পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ক্রমবিবর্তন এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও উত্থান-পতনের সঙ্গে ভুগোলশাস্ত্রের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক এবং অজানাকে জানার অদম্য আগ্রহই মুসলমানদেরকে

				ভূগোল অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত করেছিল। পবিত্র হজ্জ ব্রত পালন, সালাতের জন্য কিবলা নির্ধারণ, বিশাল মুসলিম অধ্যষিত এলাকায় যোগাযোগ স্থাপন, বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক পঘ ও বাজারের সন্ধানের জন্য মুসলমানরা ভূগোলচর্চাকে আবশ্যকীয় মনে করে। তাছাড়া গ্রিক ও ভারতীয় প্রভাবের ফলে মুসলমানরা মহামূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি বলেন, পবিত্র অনুষ্ঠান, মক্কার দিকে মসজিদের কিবলা নির্ধারণ ও সালাতের জন্য দিকনির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা মুসলমানদের ভূগোল পাঠে ধর্মীয় উৎসাহ প্রদান করেছিল।'
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। সুতরাং যে শাস্ত্র পাঠ করলে পৃথিবী গোল এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়, বুঝা যায়, তাই ভূগোলশাস্ত্র।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ভূগোলশাস্ত্র।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	ভূগোলশাস্ত্র। এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। সুতরাং যে শাস্ত্র পাঠ করলে পৃথিবী গোল এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়, বুঝা যায়, তাই ভূগোলশাস্ত্র। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ড. রফিক একজন বিজ্ঞানী। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মুসলমানদের বিভিন্ন ইবাদত পালনের জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। নামাজ আদায় করার জন্য সময় এবং দিক নির্ণয়ের জ্ঞান থাকতে হয়, রোজা পালনের জন্য দিন রাত্রির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। উক্ত সম্মেলনে জনাব ড. সাখাওয়াত বলেন, মুসলমানদেরকে আল্লাহ, সৃষ্টিজগত ও আত্মার পরিচয় জানা দরকার। যাতে যুক্তি নির্ভর আলোচনার মাধ্যমে নিজের ধর্মকে তুলে ধরতে পারে। আমাদের পূর্বপূরুষগণ তাই করেছিলেন বলে ইসলামের অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ভুগোলশাস্ত্রের কথাই বলেছে। ভুগোলশাত্রে মুসলিম মনীষীদের অবদান অনস্বীকার্য। নবম শতদাব্দীর প্রথমার্ধে মোহাম্মদ মুসা আল খারেজমী রচিত 'কিতাব আল খারেজমী' গ্রন্থটি আরবী ভাষায় ভূ-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করে। বিখ্যাত 'সুরাত আল আরদ' গ্রন্থে তিনি ৬৯ জন পন্ডিত ব্যক্তির সহায়তায় পৃথিবীর একটি মানচিত্র সংযোজন করেন। এতে পৃথিবীকে ৭টি ভূ-খন্ডে ভাগ করে দেখান হয়েছে। ইবনে খুরদাদবিহ, কুদামা, ইয়াকুবীর লিখিত গ্রন্থে ভৌগোলিক তথ্য সম্বলিত সড়ক গ্রন্থ। এসব সড়ক গ্রন্থে মুসলিম দেশসমুহের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পথে পরিভ্রমণ, রাস্তা-ঘাট, নগর ও দেশসমুহের বিস্তারিত বর্ণনা ও শস্য ভান্ডারের বিবরণ দেয়া হয়েছে। দশম শতাব্দীতে মুসলিম ভূগোলবিদগণ সুবিন্যাস্ত ভূগোলশাস্ত্র রচনা করেন। ভূগোলবিদ আল মাসউদী তার 'বুরুজ আয-যাহার' গ্রন্থে মূল্যবান ভৌগোলিক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তার মতে, বর্তমানে যা ছিল স্থলভাগ, তা এককালে সমুদ্র ছিল, এবং যা এখন সমুদ্র তা এককালে স্থলভাগ ছিল। দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে ভূগোলবিদ ইয়াকুব ভৌগোলিক বিশ্বকোষ 'মুজাম আল বুলদান' রচনা করেন। তাকে মুসলিম ভূগোলশাস্ত্রের জনক বলা হয়। বহু ভাষাবিদ ও পন্ডিত আল বিরুনী 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থে ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে সুক্ষ্ম আলোকপাত করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র তৈরি করেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি ভূগোলশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য।

	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	ভূগোলশাস্ত্র। এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। সুতরাং যে শাস্ত্র পাঠ করলে পৃথিবী গোল এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়, বুঝা যায়, তাই ভূগোলশাস্ত্র। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ড. রফিক একজন বিজ্ঞানী। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মুসলমানদের বিভিন্ন ইবাদত পালনের জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। নামাজ আদায় করার জন্য সময় এবং দিক নির্ণয়ের জ্ঞান থাকতে হয়, রোজা পালনের জন্য দিন রাত্রির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। উক্ত সম্মেলনে জনাব ড. সাখাওয়াত বলেন, মুসলমানদেরকে আল্লাহ, সৃষ্টিজগত ও আত্মার পরিচয় জানা দরকার। যাতে যুক্তি নির্ভর আলোচনার মাধ্যমে নিজের ধর্মকে তুলে ধরতে পারে। আমাদের পূর্বপূরুষগণ তাই করেছিলেন বলে ইসলামের অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ভুগোলশাস্ত্রের কথাই বলেছে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। সুতরাং যে শাস্ত্র পাঠ করলে পৃথিবী গোল এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়, বুঝা যায়, তাই ভূগোলশাস্ত্র।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ভূগোলশাস্ত্র।

৩। রহীম একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায় লোকসানের সম্মুখীন হলে বিচলিত না হয়ে সৎভাবে ব্যবসা করতে থাকেন। তিনি মনে করেন একদিন হয়ত লাভের মুখ দেখবেন, তাতে লোকসান পুষিয়ে নিবেন। কিছুদিন পর রহিম সাহেবের ব্যবসায় প্রচুর লাভ হয় এবং তার উন্নতি হয়। রহিম সাহেবের ছোট ভাই করিম তার বড় ভাই এর ব্যবসায়িক উন্নতি উপলক্ষে দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।

(ক) তাকওয়া কাকে বলে? ১

(খ) 'সত্যিকারে মুমিন আল্লাহর উপর ভরসা করেন'----ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) রহিম সাকেরে কর্মকান্ডে কিসের প্রকাশ ঘটেছে, বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে করিমের কাজে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক		জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মণ/মনে রাখতে পারা	তাকওয়া আরবী শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ-ভয় করা, পরহেজগারী, বিরত থাকা, রক্ষা করা, আত্মশুদ্ধি বা বেঁচে থাকা ইত্যাদি। পরিভাষায়, সকল প্রকার অন্যায় ও অনাচার বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মতো জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা ভয় করে চলাকে তাওয়া বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	সত্যিকারের মু'মিন আল্লাহর উপর ভরসা করে। তাওয়াক্কুল অর্থ ভরসা করা, ভরসা করা। আল্লাহর উপর ভরসা করা, নির্ভর করার নামই তাওয়াক্কুল। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, মৃত্যুদানকারী। আল্লাহর কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। কাজেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।'
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সত্যিকারের মু'মিন আল্লাহর উপর ভরসা করে।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	সবর। সব রকমের বিপদে-আপদে বা পার্থিব কোন বালা-মুসিবতে কিংবা কোন অন্যায়-অত্যাচারে, দু:খ-কষ্টে, রোগ-শোকে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ইত্যাদিতে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে মহান স্রষ্টা করুণাময় আল্রাহর পাকের উপর

				নির্ভর করে সব কিছু সহ্য করাকেই সবর বা ধৈর্য বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রহীম একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায় লোকসানের সম্মুখীন হলে বিচলিত না হয়ে সৎভাবে ব্যবসা করতে থাকেন। তিনি মনে করেন একদিন হয়ত লাভের মুখ দেখবেন, তাতে লোকসান পুষিয়ে নিবেন। রহীমের এ ধরনের চিন্তা এবং বিচলিত না হওয়া ধৈর্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	সব রকমের বিপদে-আপদে বা পার্থিব কোন বালা-মুসিবতে কিংবা কোন অন্যায়-অত্যাচারে, দু:খ-কষ্টে, রোগ-শোকে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ইত্যাদিতে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে মহান স্রষ্টা করুণাময় আল্রাহর পাকের উপর নির্ভর করে সব কিছু সহ্য করাকেই সবর বা ধৈর্য বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সবর।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	শোকর। আভিধানিক দিক থেকে শোকর এর অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। প্রচলিত অর্থে কারো অনুগ্রহ ও অনুদান ভোগ ও ব্যবহার করার পর দাতার প্রতি সবিনয়তা প্রকাশ করে তার দান স্বীকার করাকে শোকর বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রহীম একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায় লোকসানের সম্মুখীন হলে বিচলিত না হয়ে সৎভাবে ব্যবসা করতে থাকেন। তিনি মনে করেন একদিন হয়ত লাভের মুখ দেখবেন, তাতে লোকসান পুষিয়ে নিবেন। কিছুদিন পর রহিম সাহেবের ব্যবসায় প্রচুর লাভ হয় এবং তার উন্নতি হয়। রহিম সাহেবের ছোট ভাই করিম তার বড় ভাই এর ব্যবসায়িক উন্নতি উপলক্ষে দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন। করিমের এ ধরনের কর্মকান্ড হলো আল্লাহর প্রতি শোকর প্রকাশের নমুনা। কেননা সে যে কাজটি করেছে, তা ছিল মূলত: তার ভাইয়ের ব্যবসায়ে উন্নতির কারণে। সে তার ভাইয়ের ব্যবসায়ে উন্নতির কারণে আল্লাহর শুকরিয়াস্বরূপ গরীবদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেছে। মানুষের জীবনে শোকরের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তুমি শোকর কর, অবশ্যই আমি তোমাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দেব।'শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কেননা মানুষ যদি আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করার পর তাঁর শোকর আদায় না করে, তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সম্মান লাভ করে। পুরুষ্কারে লাভের যোগ্য হয়, ইবাদতে পরিপূর্ণতা আনে।এটি ঈমানের লক্ষণ। আল্লাহর নির্দেশ পালন। বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করা মুমিন চরিত্রের ভূষণ। সুতরাং আমাদের উচিৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করা।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রহীম একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায় লোকসানের সম্মুখীন হলে বিচলিত না হয়ে সৎভাবে ব্যবসা করতে থাকেন। তিনি মনে করেন একদিন হয়ত লাভের মুখ দেখবেন, তাতে লোকসান পুষিয়ে নিবেন। কিছুদিন পর রহিম সাহেবের ব্যবসায় প্রচুর লাভ হয় এবং তার উন্নতি হয়। রহিম সাহেবের ছোট ভাই করিম তার বড় ভাই এর ব্যবসায়িক উন্নতি উপলক্ষে দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন। করিমের এ ধরনের কর্মকান্ড হলো আল্লাহর প্রতি শোকর প্রকাশের নমুনা। কেননা সে যে কাজটি করেছে, তা ছিল মূলত: তার ভাইয়ের ব্যবসায়ে উন্নতির কারণে। সে তার ভাইয়ের ব্যবসায়ে উন্নতির কারণে আল্লাহর শুকরিয়াস্বরূপ গরীবদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেছে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে	আভিধানিক দিক থেকে শোকর এর অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। প্রচলিত

			পারা	অর্থে কারো অনুগ্রহ ও অনুদান ভোগ ও ব্যবহার করার পর দাতার প্রতি সবিনয়তা প্রকাশ করে তার দান স্বীকার করাকে শোকর বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	শোকর।

৪। রফিক মিয়া একজন রিক্সাচালক। একদিন এক যাত্রী তার ব্যাগটি রিক্সায় রেখেই চলে যাচ্ছিল। রফিক মিয়া ঐ লোকটিকে ডেকে ব্যাগটি দিয়ে দিল। বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে ঘটনাটি জানালে তার স্ত্রী বললো,'কী দরকার ছিল? ব্যাগটি বাড়িতে নিয়ে আসতে পারতা।' রফিক মিয়া উত্তরে বলল,'হারামের মাল খাওয়ার মধ্যে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি।'

(ক) 'শোকর' কী? ১

(খ) 'সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধবংস করে'---ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) রফিক মিয়ার স্ত্রীর মনোভাব তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) রফিক মিয়ার চরিত্রে পরিলক্ষিত গুণটি উল্লেখপূর্বক ইসলামে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	আভিধানিক দিক থেকে শোকর এর অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। প্রচলিত অর্থে কারো অনুগ্রহ ও অনুদান ভোগ ও ব্যবহার করার পর দাতার প্রতি সবিনয়তা প্রকাশ করে তার দান স্বীকার করাকে শোকর বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধবংস করে। রাসূল সা: বলেছেন, সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়। কেননা সত্য কল্যাণের পথ দেখায়, কল্যাণ জান্নাতের পথ দেখায়। সুতরাং জাহান্নাম থেকে অবশ্যই মুক্তি পেল। অপর মিথ্যা মানুষকে ধবংস করে। কেননা মিথ্যা পাপের পথ দেখায়, পাপ জাহান্নামের পথ দেখায়। মানুষের ধবংসের শেষ ঠিকানা হলো জাহান্নাম।' একরণে বলা হয় 'সত্য মুক্তি দেয়,আর মিথ্যা ধবংস করে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধবংস করে।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	হারাম উপার্জন। আল্লাহ ও রাসূল সা: যেসব পন্থায় আয় ইপার্জন করতে নিষেধ করেছেন সেটাই হারাম। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রফিক মিয়া একজন রিক্সাচালক। একদিন এক যাত্রী তার ব্যাগটি রিক্সায় রেখেই চলে যাচ্ছিল। রফিক মিয়া ঐ লোকটিকে ডেকে ব্যাগটি দিয়ে দিল। বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে ঘটনাটি জানালে তার স্ত্রী বললো,'কী দরকার ছিল? ব্যাগটি বাড়িতে নিয়ে আসতে পারতা।' রফিক সাহেবের স্ত্রীর এ ধরণের মনোভাব হারাম উপার্জনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং তা হারাম।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	আল্লাহ ও রাসূল সা: যেসব পন্থায় আয় ইপার্জন করতে নিষেধ করেছেন সেটাই হারাম।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হারাম উপার্জন।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	হারাম উপার্জনের কুফল। আল্লাহ ও রাসূল সা: যেসব পন্থায় আয় উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন সেটাই হারাম। এর পরিণামকে কুফল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দীপকে রফিকের বক্তব্য দ্বারা হারাম উপার্জনের ক্ষতিকর দিকের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। হারাম উপার্জনের কুফল খুবই ভয়াবহ। আর এর পরিণাম অত্যন্ত খারাপ। নিম্নে হারাম উপার্জনের কুফল তুলে ধরা হলো- ● জাহান্নামের ইন্দন ● মুনাফিক ও ফাসিক অবস্থায় উঠবে ● নীতি বর্জি ও মারাত্মক অত্যাচার

				• অভিশপ্ত জীবন • প্রতারণামূলক উপার্জন • শয়তানের দোসর • ইবাদত কবুল হয় না • আমানতের খেয়ানত • ঈমানের পরিপন্থী • মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গণ্য নয় • প্রার্থনা কবুল হয় না।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে রফিকের বক্তব্য দ্বারা হারাম উপার্জনের ক্ষতিকর দিকের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	আল্লাহ ও রাসূল সা: যেসব পন্থায় আয় উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন সেটাই হারাম। এর পরিণামকে কুফল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হারাম উপার্জনের কুফল।

৫। নাজিম পরিবারের বড় সন্তান। হঠাৎ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে তার বাবা মৃত্যুবরণ করলে তার লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়। সে পরিবারের হাল ধরে এবং ব্যবসা-বানিজ্য করে ভাই-বোনদের লেখাপড়া করায়। ভাই এখন ডাক্তার আর বোন নাফিসা কলেজের অধ্যাপক। অপরদিকে নাজিমের ধনাঢ্য বন্ধু নোমান স্ত্রীকে শহরে থাকে। মা-বাবার খোঁজ-খবর রাখে না। বাবার মৃত্যুর পর সে মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়। সেখানে অসুস্থ্য হয়ে মা মারা যান। ইমাম সাহেব জানাযা পড়াতে এসে বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন,'ধবংস হোক সেই ব্যক্তি যে পিতামাতা দু'জনের একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ তাদের সেবা করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।'

(ক) পরিবার কী? ১

(খ) 'পিতামাতা উভয় তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম'----ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) নাজিম তার ভাই-বোনদের প্রতি কোন ধরনের দায়িত্ব পালন করেছে? বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) নোমানের আচরণ চিহ্নিতপূর্বক তার ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের উক্তির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান-ই হচ্ছে পরিবার। কেহ কেহ বলেন,'সন্তান-সন্ততিসহ বা সন্তান-সন্ততিহীন দম্পদি দ্বারা গঠিত সংঘকে পরিবার বলে।' 'মূলত: পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন প্রভৃতি একান্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে যে সংঘ গড়ে ওঠে, তাকে পরিবার বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	'পিতা-মাতা উভয় তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম'। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত-কর্তব্য কতটুকু তা বুঝানর জন্য রাসূল সা: উপরিক্ত কথাটি বলেছেন। সবসময় পিতা-মাতাকে সন্তুষ্টি রাখা সন্তানের একান্ত কর্তব্য। পিতা-মাতা যাতে সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারেন সন্তানদেরকে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সন্তানের এমন কোন কাজ করা উচিৎ নয় যাতে পিতা-মাতার মনে আঘাত লাগে। হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।' পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝানর জন্য আল্লাহর রাসূল সা: আরো বলেন,'পিতা-মাতা তোমার বেহেশত ও দোযখ।'
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	'পিতা-মাতা উভয় তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম'।

গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	বড় ভাইয়ের দায়িত্ব কর্তব্য। ছোট ভাই-বোনের প্রতি বড় ভাই হিসেবে যেসব দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। তা পালন করাই হলো বড় ভাইয়ের দায়িত্ব কর্তব্য। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, নাজিম পরিবারের বড় সন্তান। হঠাৎ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে তার বাবা মৃত্যুবরণ করলে তার লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়। সে পরিবারের হাল ধরে এবং ব্যবসা-বানিজ্য করে ভাই-বোনদের লেখাপড়া করায়। ভাই এখন ডাক্তার আর বোন নাফিসা কলেজের অধ্যাপক। নাযিমের এ ধরণের দায়িত্ব পালন করা মূলত: ছোট ভাই-বোনের প্রতি বড় ভাইয়ের দায়িত্ব কর্তব্যের শামীল।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ছোট ভাই-বোনের প্রতি বড় ভাই হিসেবে যেসব দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। তা পালন করাই হলো বড় ভাইয়ের দায়িত্ব কর্তব্য।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	বড় ভাইয়ের দায়িত্ব কর্তব্য।
	৪	উচ্চতর দক্ষতা	শ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করা। প্রতিটি সন্তানের দায়িত্ব হলো তার পিতামাতাকে দেখা শুনা করা, খেদত করা, এ ব্যাপারে অবহেলা করাই হলো মাতাপিতার দায়িত্ব পালন না করা। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, নাজিমের ধনাঢ্য বন্ধু নোমান স্ত্রীকে শহরে থাকে। মা-বাবার খোঁজ-খবর রাখে না। বাবার মৃত্যুর পর সে মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়। সেখানে অসুস্থ্য হয়ে মা মারা যান। মায়ের প্রতি নোমানের এ ধরণের আচরণ মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করার শামীল। মায়ের র্মত্যুর ইমাম সাহেব জানাযা পড়াতে এসে বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন,‘ধবংস হোক সেই ব্যক্তি যে পিতামাতা দু’জনের একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ তাদের সেবা করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।’ কেননা সন্তানের দায়ত্ব হলো পিতামাতাকে সুখে শান্তিতে রাখা। সন্তানের এমন কোন কাজ করা উচিৎ নয় যাতে পিতা-মাতার মনে আঘাত লাগে। তাই সন্তানের উচিৎ মাতাকে খেদমত করা, সম্মান করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ভরণপোষণ করা, ভাল ব্যবহার করা, আর্থিক সহায়তা করা, তাদের কৃত ওয়াদা, অসিয়াত পূর্ণ করা, তাদের কৃতঋণ পরিশোধ করা। এর মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাইতো রাসূল সা: বলেছেন, পিতামাতা তোমার বেহেশত ও দোযখ।’
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, নাজিমের ধনাঢ্য বন্ধু নোমান স্ত্রীকে শহরে থাকে। মা-বাবার খোঁজ-খবর রাখে না। বাবার মৃত্যুর পর সে মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়। সেখানে অসুস্থ্য হয়ে মা মারা যান। মায়ের প্রতি নোমানের এ ধরণের আচরণ মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করার শামীল।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	প্রতিটি সন্তানের দায়িত্ব হলো তার পিতামাতাকে দেখা শুনা করা, খেদত করা, এ ব্যাপারে অবহেলা করাই হলো মাতাপিতার দায়িত্ব পালন না করা।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করা।

৬। ‘ক’ এলাকার একজন যুবক। সে অর্থ উপার্জনের জন্য এলাকায় মেশিনের একটি খেলা চালু করে, যাতে কেউ জিতলে ‘ক’ তাকে বিশ টাকা দেয়। হারলে উল্টো দশ টাকা পায়। এলাকার তরুণরা তার এ খেলায় আকৃষ্ট হতে থাকলে এলাকার জনপ্রতিনিধি ইউনুস সাহেব তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন-এ ধরনের অনৈতিক কাজ ধর্ম ও সামাজিক আইন পরিপন্থী।

(ক) আদল কী? ১

(খ) 'রোজা মানুষের জন্য ঢালস্বরুপ'--ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) 'ক' এর কাজটি কোন ধরনের সামাজিক আচরণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) ইউনুস সাহেবের কর্মকান্ডের সামাজিক সুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	'কোন বস্তুকে সমান অংশের অধিকারিদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেয়া, যাতে কারো অংশ বিন্দু পরিমাণ কম বা বেশি না হয়। অর্থাৎযার যতটুকু প্রাপ্য আছে, তা আদায়ের জন্য যথাযথ সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নাম আদল।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	'রোজা মানুষের জন্য ঢালস্বরুপ' রোজা মানুষকে ষড়রিপুর আক্রমণ থেকে ঢালস্বরূপ বাঁচিয়ে রাখে। কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা, ইত্যাদি রিপুর তাড়নায় মানুষ বিপদগামী হয়ে ধবংসের মুখোমুখি হয়; রোজা মানুষের এসব কুপ্রবৃত্তি দমন করে। এ কারণেই মহানবী সাঃ বলেছেন,'রোজা ঢালস্বরূপ।'সিয়াম সাধনা মানুষকে পাশবিক ইচ্ছা ও জৈবিক চাহিদা কামনা, বাসনা এবং শয়তানের প্ররোচনামূলক সকল আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	'রোজা মানুষের জন্য ঢালস্বরুপ'
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	জুয়া। জুয়াকে আল কুরআনে মাইসির বলা হয়েছে। মাইসির অর্থ সহজ উপার্জন। পরিভাষায়, অন্যায়ভাবে প্রতারণার মাধ্যমে অপরকে বঞ্চিত করে যে অর্থ উপার্জিত হয় তাকে জুয়া বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, 'ক' এলাকার একজন যুবক। সে অর্থ উপার্জনের জন্য এলাকায় মেশিনের একটি খেলা চালু করে, যাতে কেউ জিতলে 'ক' তাকে বিশ টাকা দেয়। হারলে উল্টো দশ টাকা পায়। 'ক' এর এ ধরণের কাজ জুয়ার শামীল। কেননা এখানে একজন লাভবান হচ্ছে মূলতঃ অন্যকে বঞ্চিত করে। সুতরাং তা জুয়া। জুয়া একটি শয়তানী কাজ এবং সামাজিক অনাচার ও অপরাধের অর্ন্তভুক্ত।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	জুয়াকে আল কুরআনে মাইসির বলা হয়েছে। মাইসির অর্থ সহজ উপার্জন। পরিভাষায়, অন্যায়ভাবে প্রতারণার মাধ্যমে অপরকে বঞ্চিত করে যে অর্থ উপার্জিত হয় তাকে জুয়া বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	জুয়া।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	অন্যায় কাজের প্রতিরোধ। সামাজিক অনাচারের বিরোধিতা করাই হলো মূলতঃ অন্যায় কাজের প্রতিরোধ।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৭। কালাম একজন সৎ ও কর্মঠ ব্যবসায়ী। তার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। কালামের স্ত্রী মাঝে-মধ্যে বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত আয়ের জন্য তাকে দুই একটা মিথ্যা বলতে, ওজনে কম দিতে ও দ্রব্যে ভেজাল মেশাতে বলে। কিন্তু কালাম তাকে বুঝিয়ে বলে,'মানুষকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না।'

(ক) সামাজিক অনাচর কী? ১

(খ) নেশাজাতীয় যে কোন দ্রব্য মদ, আর যাবতীয় মদই হারাম--ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) কোন গুণের কারণে কালাম অসৎপথ অবলম্বন করতে রাজি হলো না? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) কালামের স্ত্রীর মতামতকে তুমি কি সমর্থন কর? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	সামাজিক অনাচার বলতে এমন কিছু আচরণকে বুঝায় যা সমাজকে তিলে তিলে ধবংস করে দেয়। যেমন-মিথ্যাচার, প্রতারণা, গিবত, অসৎসঙ্গ, সুদ, ঘুষ, জুয়া, মাদকাসক্তি, ধুমপান, অধিকারহরণ, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ছিনতাই, হত্যা, আত্মহত্যা, যৌতিকপ্রথা, নারী নির্যাতন, ইভটিজিং, খাদ্যেভেজাল এবং দুর্নীতিকে একত্রে সামাজিক অনাচার বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	নেশাজাতীয় যে কোন দ্রব্য মদ, আর যাবতীয় মদই হারাম। মদ্য বা শুরা বলা হয় এমন এক এ্যালকোহলীয় পদার্থকে যা পান বা ব্যবহার করা হলে নেশাগ্রস্ত হতে হয়। আর খামর মাদকদ্রব্য তাই যা মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেয়। এ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ মূলনীতি। সাধারণতঃ সে সকল দ্রব্যসামগ্রী পান বা ব্যবহার করলে নেশা সৃষ্টি হয় তা গ্রহণ করাকে মাদকাসক্তি বলে। অন্যকথায়, নেশা জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী যা চিত্তবিভ্রমকারী তা গ্রহণ করাই মাদকাসক্তি। মহানবী সাঃ তাই বলেছেন,'নেশা জাতীয় যে কোন দ্রব্য মদ, আর যাবতীয় মদই হারাম।' হযরত ুমার রাঃ বলেন,' যে দ্রব্য মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে তাই নিষিদ্ধ।' শুধু তাই নয় মহানবী সাঃ আরো বলেছেন,'যে জিনিসের বেশি পরিমাণের মধ্যে মাদকাসক্তির কারণ রয়েছে, তা অল্প পরিমানও হারাম।' আর ইসলামে মাদক দ্রব্য মাত্রই হারাম ঘোষিত হয়েছে। কাজেই তার পরিমাণ কম বেশি উভয় অবস্থাই হারাম।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	নেশাজাতীয় যে কোন দ্রব্য মদ, আর যাবতীয় মদই হারাম।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	তাকওয়া। সকল প্রকার অন্যায় ও অনাচার বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মতো জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা ভয় করে চলাকে তাকওয়া বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, কালাম একজন সৎ ও কর্মঠ ব্যবসায়ী। তার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। কালামের স্ত্রী মাঝে-মধ্যে বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত আয়ের জন্য তাকে দুই একটা মিথ্যা বলতে, ওজনে কম দিতে ও দ্রব্যে ভেজাল মেশাতে বলে। কিন্তু কালাম তাকে বুঝিয়ে বলে,'মানুষকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না।'কালাম সাহেবের এ ধরণের মনোভাব দ্বারা আল্লাহভীতি তথা তাকওয়ার গুণটি পরিলক্ষিত হয়েছে। যার কারণে কালাম সাহেব অসৎপথ অবলম্বনে রাজি হলো না। সুতরাং তার এ ধরণের গুণ তাকওয়ার শামীল।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	সকল প্রকার অন্যায় ও অনাচার বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মতো জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা ভয় করে চলাকে তাকওয়া বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	তাকওয়া।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	কালামের স্ত্রীর মতামতকে আমি সমর্থন করি না। কারণ তার বক্তব্য তাকওয়া বিরোধী। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, কালামের স্ত্রী দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও সামান্য সম্পদের লোভে তার স্বামী কালামকে মিথ্যা বলতে, ওজনে কম দিতে ও দ্রব্যে ভেজাল মেশাতে বলে। এগুলো সামাজিক অনাচারের শামীল। এ

				ধরণের অনাচারের ব্যাপারে ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো। ১. মিথ্যা বলা মহাপাপ ও কবীরা গুণাহ। মিথ্যার পরিণাম জাহান্নাম। শুধু তাই নয় মিথ্যাকে সকল পাপের মা বলা হয়েছে। তাছাড়া মিথ্যাবাদীকে ভালবাসে না, তার বিপদে কেউ এগিয়ে আসে না, তাকে কেউ পছন্দ করে না এবং জাহান্নামী হবে। ২.
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৮। বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ ড. আব্দুল অলি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশে পাঁচ বছর চাকুরী করেছিলেন। সে দেশে তিনি লক্ষ করেছিলেন তাঁর কয়েকজন বন্ধু অনেক ধন সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রদের কোন অর্থ প্রদান করেন না। একদিন তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বললেন, শারীরিক ইবাদতের মতো আর্থিক একটি ইবাদত তোমার উপর ফরজ। আব্দুল অলি সাহেবের বন্ধু কবির সাহেব বলেন সম্পদশালীদের জন্য এমন ইবাদতও ফরজ করা হয়েছে যাতে শারীরিক ও আর্থিক সংশ্লিষ্টতা আছে। এবং যা পালন করতে গিয়ে অন্যান্য দেশের মুসলিমদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়।

(ক) উশর কী? ১

(খ) 'হারাম উপার্জন ইবাদত কবুলের অন্তরায়'--ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) কবির সাহেবের বক্তব্যে কোন ইবাদতের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) আব্দুল অলি সাহেবের বক্তব্যে যে ইবাদতের উল্লেখ আছে তার সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় জমির উৎন্ন ফসলের জাকাতকে উশর বলা হয়। একে ফল ও ফসলের জাকাতও বলা হয়।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	হারাম উপার্জন ইবাদত কবুলের অন্তরায়। হারাম উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলে তার ইবাদত কবুল হয় না। মহানবী সাঃ বলেছেন,'যে শরীর হারাম দ্বারা গঠিত, তা জাহান্নামের ইন্দন হবে।' মহানবী সাঃ আরো বলেছেন,'যে দেহের মাংস হারাম দ্বারা গঠিত হয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' শুধু তাই নয়, বরং হারাম উপার্জনকারীর দো'য়া ও প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। অবৈধ উপার্জনের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করলেও তা পবিত্র বা কবুল হয় না।; বরং এতে গুনাহ হয় বেশি। উপরিক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হারাম উপার্জন ইবাদত কবুলের অন্তরায়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হারাম উপার্জন ইবাদত কবুলের অন্তরায়।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	যাকাত। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, নিজের ও পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মিটানোর পর বছর শেষে যদি কারো নিকট সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপা অথবা সম-পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে। তবে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ শরীয়তের নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ ড. আব্দুল অলি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশে পাঁচ বছর চাকুরী করেছিলেন। সে দেশে তিনি

				লক্ষ করেছিলেন তাঁর কয়েকজন বন্ধু অনেক ধন সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রদের কোন অর্থ প্রদান করেন না। একদিন তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বললেন, শারীরিক ইবাদতের মতো আর্থিক একটি ইবাদত তোমার উপর ফরজ। তার এ বক্তব্যে যাকাতের কথাই বলা হয়েছে
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, নিজের ও পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মিটানোর পর বছর শেষে যদি কারো নিকট সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপা অথবা সম-পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে। তবে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ শরীয়তের নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	যাকাত।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	হজ্ব।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৯। ‘ক’ নামক গ্রামের অধিকাংশ লোক দরিদ্র। সম্প্রতি বণ্যার কারণে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ হয়। কিছুদিন থেকে রাতের বেলা মানুষের ঘর-বাড়ি থেকে বিভিন্ন জিনিষ খোয়া যাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব এলাকার যুবকদের নিয়ে রাতে পাহারার ব্যবস্থা করেন এবং মুসল্লিদের আর্থিক সহায়তায় কিছু গরু কিনে মানুষের মাঝে বিতরণ করেন।

(ক) মাদকাসক্তি কী? ১

(খ) মিথ্যা প্রতারণার নামান্তর---ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) ‘ক’ নামক গ্রামে কোন ধরনের সামাজিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়? বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) ইমাম সাহেবের কাজের সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	সাধারণত: সে সকল দ্রব্যসামগ্রী পান বা ব্যবহার করলে নেশা সৃষ্টি হয় তা গ্রহণ করাকে মাদকাসক্তি বলে। অন্যকথায়, নেশা জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী যা চিত্তবিভ্রমকারী তা গ্রহণ করাই মাদকাসক্তি।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মিথ্যা প্রতারণার নামান্তর। মিথ্যার মাধ্যমে যেমন প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল ও গোপন করা হয়, প্রতারণার মাধ্যমেও বাস্তব ও প্রকৃত অবস্থাকে গোপন ও আড়াল করা হয়। কাজেই মিথ্যা ও প্রতারণা উভয়ই জঘন্যতম পাপ। আবার অনেক সময় মিথ্যার চেয়ে প্রতারণায় ক্ষতি বেশি হয়। এ কারণেই বলা হয়, মিথ্যা প্রতারণারই নামান্তর।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মিথ্যা প্রতারণার নামান্তর।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	চুরি। গোপনভাবে, অন্যকে না দেখিয়ে পরের ধন-সম্পদ করায়ত্ত করাই হচ্ছে চুরি। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ‘ক’ নামক গ্রামের অধিকাংশ লোক দরিদ্র। সম্প্রতি বণ্যার কারণে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ হয়। কিছুদিন থেকে রাতের বেলা মানুষের ঘর-বাড়ি থেকে বিভিন্ন জিনিষ খোয়া

				যাচ্ছে। এ ধরণের জিনিস খোয়া যাওয়া এক যা গোপনে অন্যের অজানতে সংঘঠিত হচ্ছে। সুতরাং এটাই মূলত: চরির শামীল।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	গোপনভাবে, অন্যকে না দেখিয়ে পরের ধন-সম্পদ করায়ত্ত করাই হচ্ছে চুরি।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	চুরি।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড। এমন কর্মকান্ড যার মাধ্যমে মানুষ আর্থিকভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই মূলত আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইমাম সাহেব মুসল্লিদের আর্থিক সহায়তায় কিছু গরু কিনে মানুষের মাঝে বিতরণ করেন। তার এ ধরণের কর্মকান্ড সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ যা মানুষকে আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং ইমাম সাহেবের কর্মকান্ড আর্থ-সামাজিক কাজের শামীল। ইমাম সাহেবের কর্মকান্ডের সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম সাহেব মুসল্লিদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা দিয়ে অসচ্ছল মুসল্লিদের ও সাধারণ মানুষকে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু গরু কিনে তাদের মাঝে বিতরণ করেন। কেননা দারিদ্র মানুষকে কুফুরীর দিকে নিয়ে যায়। কাজেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন না হলে মানুষ ভালভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে না। সুতরাং ইসলামী সমাজের সুফল পেতে হলে ইমাম সাহেবের এ ধরণের কর্মকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইমাম সাহেব মুসল্লিদের আর্থিক সহায়তায় কিছু গরু কিনে মানুষের মাঝে বিতরণ করেন। তার এ ধরণের কর্মকান্ড সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ যা মানুষকে আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং ইমাম সাহেবের কর্মকান্ড আর্থ-সামাজিক কাজের শামীল।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	এমন কর্মকান্ড যার মাধ্যমে মানুষ আর্থিকভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই মূলত আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড।

১০। আবিদের বাড়ির পাশে থাকে শরিফ ও বিজন বড়ুয়ার পরিবার। আবিদ শরিফের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখলেও বিজনের সাথে মিশতে চায় না। একদিন বিজনের ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। তখন আবিদের স্ত্রী শরিফা দৌড়ে গিয়ে দেখেন বিজনের ছেলে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তিনি দ্রুত তাকে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। আবিদ বিষয়টি শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে শরিফা বলেন--সব মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। মহানবী সা: বলেছেন,' তোমরা সকলেই আদম হতে এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।' অতএব সকল মানুষ ভাই ভাই।

(ক) ইহসান কী? ১
(খ) 'আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি'--ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) আবিদের আচরণে কার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে---ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) শরিফার আচরণে কোন ধরনের ভ্রাতৃত্বের উল্লেখ আছে? মানব জীবনে তার ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইহসান অর্থ সুন্দর ব্যবহার করা, উপকার করা, কষ্ট লাঘব করা, কোন কাজ সুন্দরভাবে এবং উত্তমরূপে সম্পন্ন করাকে ইহসান বলে। ইসলামী পরিভাষায়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করাকে ইহসান বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ইবাদতের জন্যই আমাদের সৃষ্টি

				করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানবজাতি। তিনি মানবজাতিকে পৃথিবীতে তাঁরই প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে প্রেরণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং গুণ-গরিমায় অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি জিন ও মানুষকে আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' ইবাদত বলতে মানুষের গোটা জীবনকে তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক পরিচালনা করে সব ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম আহকাম মেনে চলাকে বুঝায়। তিনি আমাদের প্রভু-মালিক। আর এ নিখিল বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি, তিনি সবই আমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সবই আমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন। আর আমাদেরকে তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্য আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,'আমি মানুষ ও জিন জাতিকে একমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।'
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	অমুসলিম প্রতিবেশি। নিজ বাড়ির চারপাশে বসবাসকারী হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মের লোক, অর্থাৎ যারা অমুসলিম তাদেরকে বুঝান হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আবিদের বাড়ির পাশে থাকে শরিফ ও বিজন বড়ুয়ার পরিবার। আবিদ শরিফের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখলেও বিজনের সাথে মিশতে চায় না। একদিন বিজনের ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। তখন আবিদের স্ত্রী শরিফা দৌড়ে গিয়ে দেখেন বিজনের ছেলে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তিনি দ্রুত তাকে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। আবিদ বিষয়টি শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে শরিফা বলেন--সব মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। আবিদের এ ধরণের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা অমুসলিম প্রতিবেশির অধিকার নষ্টের শামীল।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	নিজ বাড়ির চারপাশে বসবাসকারী হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মের লোক, অর্থাৎ যারা অমুসলিম তাদেরকে বুঝান হয়েছে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	অমুসলিম প্রতিবেশি।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	বিশ্বভ্রাতৃত্ব। আদি পিতা হযরত আদম আ: এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া আ:-এর সন্তান-সন্ততি হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই। ধর্ম, কর্ম, ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল, বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের এ ভ্রাতৃত্বকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বলা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আবিদের বাড়ির পাশে থাকে শরিফ ও বিজন বড়ুয়ার পরিবার। আবিদ শরিফের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখলেও বিজনের সাথে মিশতে চায় না। একদিন বিজনের ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। তখন আবিদের স্ত্রী শরিফা দৌড়ে গিয়ে দেখেন বিজনের ছেলে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তিনি দ্রুত তাকে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। আবিদ বিষয়টি শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে শরিফা বলেন--সব মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। মহানবী সা: বলেছেন,' তোমরা সকলেই আদম হতে এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।' অতএব সকল মানুষ ভাই ভাই। শরীফার এ ধরণের কথার মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ফুটে উঠেছে। কোন নির্দিষ্ট বংশ, বর্ণ, বা অঞ্চলে যাদের জন্ম ও বাস, তাদের মধ্যে একটি কৃত্রিম ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে। বিশ্বের সমগ্র মানুষ একই মূল হতে উৎসারিত। আদি পিতা হযরত আদম আ:, আদি মাতা হাওয়া আ: হতেই

				সকলের উৎপত্তি। এ হিসেবে সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে মূলগত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। সুতরাং ভাই ভাই হিসেবে সকলে সমান। এই চেতনাই মানুষের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আবিদের বাড়ির পাশে থাকে শরিফ ও বিজন বড়ুয়ার পরিবার। আবিদ শরিফের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখলেও বিজনের সাথে মিশতে চায় না। একদিন বিজনের ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। তখন আবিদের স্ত্রী শরিফা দৌড়ে গিয়ে দেখেন বিজনের ছেলে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তিনি দ্রুত তাকে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। আবিদ বিষয়টি শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে শরিফা বলেন--সব মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। মহানবী সা: বলেছেন,‘ তোমরা সকলেই আদম হতে এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।’ অতএব সকল মানুষ ভাই ভাই। শরীফার এ ধরণের কথার মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ফুটে উঠেছে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	আদি পিতা হযরত আদম আ: এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া আ:-এর সন্তান-সন্ততি হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই। ধর্ম, কর্ম, ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল, বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের এ ভ্রাতৃত্বকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বলা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

১১। তারেক সাহেব একজন সমাজ সচেতন মানুষ। ইয়াতিম, অসহায়দের সাহাস্য ছাড়াও পশু-পাখি ও জীবজন্তুর প্রতি সদয় আচরণ করেন। তিনি তার এলাকায় পাখির নিরাপদ বাসস্থান ও খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। এলাকার দুষ্ট ছেলেরা পাখির ছানা নিয়ে খেলতে চাইলে তিনি বাধা দেন। তারেক সাহেবের ভাই জাফর সাহেব আবাসিক এলাকায় একটি কারখানা স্থাপন করেন। কারখানা থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হয়। মেশিনের শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে উঠে। তিনি গাছ কেটে কারখানার কাচামাল যোগান দেন।

(ক) উম্মাহ শব্দের অর্থ কী? ১

(খ) ‘আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যেরত থাকে’--ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) তারেক সাহেবের এরূপ কল্যাণমূলক কাজকে কোন নামে অভিহিত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) জাফর সাহেবের এরূপ কর্মকান্ডের ক্ষতিকর দিকটি বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	আভিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে উম্মত শব্দের অর্থ হচ্ছেজাতি, দল, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও নিয়ম পদ্ধতি। সাধারণ অর্থে কোন একটি বিশেষ নীতি, আদর্শবাদ, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মিলিত ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়। পরিভাষায়, কোন নবী ও রাসূলের অনুসারি কওম বা জাতিকে উম্মত বলা হয়।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	‘আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যেরত থাকে’ যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সাহায্য করে, অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, অপরের সুখে-দু:খে সহানুভূতি দেখায়, আল্লাহ পাকও তাকে সাহায্য ও দয়া করেন। এ মর্মে মহানবী সা: বলেছেন,‘বান্দাহ যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যেরত থাকেন, আল্লাহ ততক্ষণ তাকে সাহায্য করতে থাকেন।’ সুতরাং বলা যায় আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে নিজ ভাইয়ে সাহায্য করাই যথেষ্ট। এত অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	‘আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যেরত থাকে’

গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	খেদমতে খালক। খেদমতে খালক শব্দের অর্থ -সৃষ্টির সেবা করা। ব্যবহারিক অর্থে শুধু মানুষকে নয় বরং নিখিল সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জীব ও জড় বস্তুর প্রতি মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী কর্তব্য পালন করাকেই 'খেদমতে খালক; বা সৃষ্টির প্রতি সেবা বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, তারেক সাহেব একজন সমাজ সচেতন মানুষ। ইয়াতিম, অসহায়দের সাহাস্য ছাড়াও পশু-পাখি ও জীবজন্তুর প্রতি সদয় আচরণ করেন। তিনি তার এলাকায় পাখির নিরাপদ বাসস্থান ও খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। এলাকার দুষ্ট ছেলেরা পাখির ছানা নিয়ে খেলতে চাইলে তিনি বাধা দেন। সুতরাং তার এ ধরণের কাজ সৃষ্টির প্রতি সেবার শামীল। সেবা মানুষের ধর্ম। নিখিল সৃষ্টিজগতের সব কিছুই মহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। তিনিই সব কিছুরই স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সকল সৃষ্টির প্রতিই তাঁর করুণাধারা সমানভাবে বর্ষিত হচ্ছে। আর মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত ও আল্লাহর খলিফা। তাই তাদের উপরেই জগতের অন্যান্য সৃষ্টিকূলের রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতের দায়িত্ব ন্যস্ত। সুতরাং মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য অপরিসীম। তাইতো মহানবী সাঃ বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টিজগত মহান আল্লাহ পাকের পরিবার। সৃষ্টির মধ্যে সে ব্যক্তিই মহান নিকট অধিক প্রিয়জন, যে ব্যক্তি সৃষ্টিজগত আল্লাহ পাকের পরিবারের প্রতি বেশি সদয়।'
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	খেদমতে খালক শব্দের অর্থ -সৃষ্টির সেবা করা। ব্যবহারিক অর্থে শুধু মানুষকে নয় বরং নিখিল সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জীব ও জড় বস্তুর প্রতি মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী কর্তব্য পালন করাকেই 'খেদমতে খালক; বা সৃষ্টির প্রতি সেবা বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	খেদমতে খালক।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	শব্দ দূষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করা। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে জীব ও জড় শেণির অনেককিছু। পশু-পাখি, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, আগুন, পানি ও বায়ু ইত্যাদিকে বুঝায়। কল-কারখানার শব্দ, মাইকের শব্দ যা মানুষের জনস্বাষ্থ্য নষ্ট করে, তাকে শব্দ দূষণ বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, তারেক সাহেবের ভাই জাফর সাহেব আবাসিক এলাকায় একটি কারখানা স্থাপন করেন। কারখানা থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হয়। মেশিনের শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে উঠে। তিনি গাছ কেটে কারখানার কাচামাল যোগান দেন। এ ধরণের কর্মকান্ড মূলতঃ প্রাকুতক পরিবেশ নষ্ট ও শব্দ দূষণের শামীল। মানুষ সৃষ্টি সেরা জীব। মানুষের জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ প্রাকিতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ সেই সুন্দর পরিবেশকে নষ্ট করে। আমরা বায়ুকে দূষিত করি। ময়লা আবর্জনা ফেলে, গাড়ি-কলকারখানার ধোঁয়া, ধুমপানের ধোঁয়া ইত্যাদি দিয়ে অহেতুক আমার বায়ুকে দূষিত করে চলেছি। সুতরাং আমাদেরকে এ ধরণের কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকতে হবে। তাছাড়া গাছ আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। আল্লাহর রাসূল বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে বলেছেন। আবার বিনা কারণে গাছ নিধন ও গাছের পাতা ছিড়তেও সহা নবী সাঃ নিষেধ করেছেন। জৈনক ব্যক্তি গাছের একটি পাতা ছিড়লে রাসূল সাঃ বলেন,'প্রত্যেকটি পাতা

				আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে।' কাজেই পাতা ছিড়বে না। অন্যদিকে শব্দ দূষণ জনস্বাস্থ নষ্ট করে, শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে। আবাসিক এলাকায় কল-কারখানা স্থাপন, ত্রুটিযুক্ত গাড়ি চালনা, অহেতুক হর্ণ বাজানো ও মাইকে উচ্চ শব্দে গান-বাজনা শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ। সুতরাং মানুষ শব্দ দূষণ সৃষ্টিকারী কাজ হতে বিরত থাকবে এবং অন্যকে এ থেকে বিরত রাখবে। প্রয়োজনে সরকার আইন করে তা প্রতিরোধ করবে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, তারেক সাহেবের ভাই জাফর সাহেব আবাসিক এলাকায় একটি কারখানা স্থাপন করেন। কারখানা থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হয়। মেশিনের শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে উঠে। তিনি গাছ কেটে কারখানার কাচামাল যোগান দেন। এ ধরণের কর্মকান্ড মূলত: প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট ও শব্দ দূষণের শামীল।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে জীব ও জড় শেণির অনেককিছু। পশু-পাখি, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, আগুন, পানি ও বায়ু ইত্যাদিকে বুঝায়। কল-কারখানার শব্দ, মাইকের শব্দ যা মানুষের জনস্বাস্থ্য নষ্ট করে, তাকে শব্দ দূষণ বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	শব্দ দূষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করা।

ক সেট

২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)

বিষয় : ইসলাম শিক্ষা (সৃজনশীল)

পত্র : দ্বিতীয় পত্র

শ্রেণি : এইচ এস সি

বিষয় কোড		
২	৫	০

সময়ঃ ২ ঘন্টা ২০মিনিট **পূর্ণমানঃ ৭০**

সৃজনশীল প্রশ্ন

(ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশগুলোর উত্তর দাও। যে কোন সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)

১। দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মিনহাজ ক্লাস শেষে তার সহপাঠী মিজানকে বলে--পবিত্র কুরআনের অনেক সূরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের নানা চক্রান্তের বিষয় যেমন উল্লেখ রয়েছে, তেমনি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সন্ধির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। তখন মিজান বলে, এটা এক বিস্ময়কর গ্রন্থ যাতে একত্ববাদের প্রমাণ, মুশরিকদের নানা যুক্তিতর্কের জবাব নিখুঁত ও ছান্দিক যোজনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের অপর সহপাঠী মাইনুল উক্ত আলোচনায় যোগ দিয়ে বলে−−কখনো এক বা একাধিক আয়াত, কখনো একটি সূরা, এইভাবে অবতীর্ণ হয়ে পবিত্র কুরআনের অবতরণ পূর্ণতা লাভ করে। তাই পবিত্র কুরআন মানবজাতির নিকট সহজসাধ্য একটি ঐশিগ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ক) يُوقِنُونَ (ইউকিনুন) অর্থ কী? ১

খ) وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (আল্লাহু মুহিতুম বিল কাফিরিন)।”--আয়াতের ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে মিনহাজের আলোচনায় পবিত্র কুরআনের কোন প্রকারের সূরার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? --ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) মাইনুলের শেষোক্ত উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	অর্থ: সমস্ত কাফিরই আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক পরিবেষ্টিত। মুনাফিকদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যেমন আকাশ থেকে মুশলধারে বৃষ্টি অবতীর্ণ হচ্ছে। সেই সাথে অন্ধকার, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের মিলিত তান্ডব। যখনই চারপাশ আলোকিত হয়, তখই তার মধ্যে যাত্রা করে। আর অন্ধকার হলেই থমকে দাড়ায়। ভয়ে-আতঙ্কে তারা তাদের কানে আঙ্গুল দিয়ে বজ্রের বিকট শব্দ থেকে মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করে। এখানে মুশলধারে বৃষ্টিপাতকে ইসলামের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মুনাফিকরা এ অস্থিরতায় ভোগে যে, তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের শয়তান নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ এ দুইমধ্যবর্তী সময়ে এক এক সময় এক এক রকমকথা বলে। এ ধরনের মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ এদেরকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছেন।”
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	অর্থ: সমস্ত কাফিরই আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক পরিবেষ্টিত।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	মাদানী সূরা। রাসূলুল্লাহ সা:-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিযরতের পর দীর্ঘ দশ বছর যে সকল সূরা বা আয়াত মক্কা অথবা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মাদানী সূরা বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মিনহাজ ক্লাস শেষে তার সহপাঠী মিজানকে বলে--পবিত্র কুরআনের অনেক সূরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের নানা চক্রান্তের বিষয় যেমন উল্লেখ রয়েছে, তেমনি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সন্ধির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। তখন মিজান বলে, এটা এক বিস্ময়কর গ্রন্থ যাতে একত্ববাদের প্রমাণ, মুশরিকদের নানা যুক্তিতর্কের জবাব নিখুঁত ও ছান্দিক যোজনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা জানি রাসূলের মাক্কী জীবনে কোন মুনাফিক ছিল না। বরং মুনাফিকদের উদ্ভব হয়েছে মদীনায়। যেহেতু আলোচনায় মিনহাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী ও মুনাফিকদের চক্রান্তের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব মিনহাজের আলোচনায় মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	রাসূলুল্লাহ সা:-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিযরতের পর দীর্ঘ দশ বছর যে সকল সূরা বা আয়াত মক্কা অথবা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মাদানী সূরা বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মাদানী সূরা।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	কুরআন মজিদ অবতরণ। মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় একসাথে অবতীর্ণ হয়নি। বরং এটিকে বিশ্বমানবতার হেদায়েতের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা: এর নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার পেক্ষাপটে নাযিলকৃত অহি সামষ্টি। যা নবী জীবনের দীর্ঘ ২৩ বছরকাল ব্যাপী অবতীর্ণ হয়েছিল। উদ্দীপকে দেখা যায়, মাইনুল উক্ত আলোচনায় যোগ দিয়ে বলে—কখনো এক বা একাধিক আয়াত, কখনো একটি সূরা, এইভাবে অবতীর্ণ হয়ে

				পবিত্র কুরআনের অবতরণ পূর্ণতা লাভ করে। তাই পবিত্র কুরআন মানবজাতির নিকট সহজসাধ্য একটি ঐশিগ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যেহেতু অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় কুরআন একত্রে নাযিল হয়নি। বরং এটি বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে কখনো একটি আয়াত বা একটি সূরা নাযিল হয়। যা মাইনুলের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সুতরাং এটি যে আল কুরআন অবতরণের পদ্ধতি তা প্রমানিত। আল কুরআন মূলত: লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল। সেখান থেকে প্রথম পর্যায় এক সাথে 'বাইতুল ইজ্জাতে' অবতীর্ণ হয়। এরপর দ্বিতীয় পর্যায় বাইতুল ইজ্জাত থেকে মহানবী সা: এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশে ফিরিশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অহিযোগে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে আল কুরআনের আয়াত ও খন্ড খন্ড সূরা পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী অবতীর্ণ হয়। এ মর্মে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,'লোকদেরকে ধীরে ধীরে শুনানর সুবধার্থে আমরা অল্প অল্প করে ক্রমশ: কুরআন অবতীর্ণ করেছি।' আল কুরআন এভাবে অবতীর্ণের কারণ এটি কুরআনের বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক। মক্কার কাফিররা এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সা:-কে জিজ্ঞাসা করলে, আল্লাহ বলেন.' কাফিররা বলে, তাঁর সমগ্র কুরআন একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন? আমি এভাবেই অবতীর্ণ করেছি-আপনার হৃদয়কে এর দ্বারা মজবুত করার জন্য এবং আমি তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।'
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায়, মাইনুল উক্ত আলোচনায় যোগ দিয়ে বলে—-কখনো এক বা একাধিক আয়াত, কখনো একটি সূরা, এইভাবে অবতীর্ণ হয়ে পবিত্র কুরআনের অবতরণ পূর্ণতা লাভ করে। তাই পবিত্র কুরআন মানবজাতির নিকট সহজসাধ্য একটি ঐশিগ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যেহেতু অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় কুরআন একত্রে নাযিল হয়নি। বরং এটি বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে কখনো একটি আয়াত বা একটি সূরা নাযিল হয়। যা মাইনুলের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সুতরাং এটি যে আল কুরআন অবতরণের পদ্ধতি তা প্রমানিত।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় একসাথে অবতীর্ণ হয়নি। বরং এটিকে বিশ্বমানবতার হেদায়েতের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা: এর নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার পেক্ষাপটে নাযিলকৃত অহি সামষ্টি। যা নবী জীবনের দীর্ঘ ২৩ বছরকাল ব্যাপী অবতীর্ণ হয়েছিল।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	কুরআন মজিদ অবতরণ।

২। মাওলানা ফারুখ হুসাইন এক সমাবেশে বলেন---'কবিরা হুনাহ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। এমনকি যারা কবিরা গুনাহ করার দৃঢ় সংকল্প করে তারা ইসলামী আদালতে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতাও হারায়। এ ব্যাপারে আলেমগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেন। যেমন, হযরত আবু বকর রা: এর খলিফা নির্বাচনে সকল সাহাবী একমত হন।" তখন জনৈক ব্যক্তি দাড়িয়ে বললো,"এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোন স্পষ্ট বক্তব্য নেই। কুরআন ও হাদীসের বাইরে কোন আমল মুসলমানদের জন্য আবশ্যক নয়। মাওলানা ফারুক এতে বিস্মিত হন।

ক) রুখসাত অর্থ কী? ১

খ) "আহলে ইজমা দ্বীনদার, মোত্তাকী ও মুজতাহিদ হওয়া আবশ্যক।"---ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত খলিফা নির্বাচন কোন ধরনের ইজমা? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে জনৈক ব্যক্তির বক্তব্য কি তুমি সমর্থন কর। তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে	রুখসাত মানে অনুমতি, অনুমোদন বা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন। কোন বিষয়ে

			পারা	অধিকাংশ মুস্তাহিদদের ঐকমত্য পোষণ করা। অবশিষ্ট মুস্তাহিদগণের এ বিষয়ে কমপক্ষে তিন দিন পর্যন্ত নিরবতা পালন করাকে ইজমায়ে রুখসাত বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	"আহলে ইজমা দ্বীনদার, মোত্তাকী ও মুজতাহিদ হওয়া আবশ্যক।" আহলুল ইজমা বা ইজমার অধিকারি হতে হলে তাদের মধ্যে বিশেষ কিছু যোগ্যতা থাকতে হয়। যাদের সিদ্ধান্ত ইজমারূপে মুসলিম উম্মাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের যে সব উন্নতমানের যোগ্যতা থাকতে হবে তালো দ্বীনদার, মুত্তাকী ও মুস্তাহীদ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ একদিকে যেমন তাকে জ্ঞানগত যোগ্যতা থাকতে হবে, পাশাপাশি তাকে নৈতিক গুণাবলীর অধিকারি হতে হবে। যদি এর ব্যাত্যয় হয় অর্থাৎ সে যদি ফাসেকী বা বিদাআতী হয় এবং সংশ্লিষ্ট শাখায় সে যদি অন্তদৃষ্টির অধিকারি না হন, তাহলে তাদের ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে না। বিধায় আহলে ইজমার জন্য অবশ্যই ব্যক্তিকে মুস্তাহিদ হতে হবে, মুত্তাকী হতে হবে এবং তাকে ঈমানদার ও দ্বীনদার হওয়া একান্ত আবশ্যক।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	"আহলে ইজমা দ্বীনদার, মোত্তাকী ও মুজতাহিদ হওয়া আবশ্যক।"
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৩। 'ক' নামক গ্রামের মুন্নী বেগম আঁটসাঁট ও অশ্লীল পোষাকে চলাফেরা শুরু করলে অনেক মেয়ে তাকে এড়িয়ে চলে। তার এক সময়ের বান্ধবী মরজিনা তার সম্পর্কে বিভিন্ন জনের কাছে বাজে বক্তব্য করে। তার অপর বান্ধবী ফাউজিয়া সুযোগ পেলেই তাকে অশালীন কথা শুনায়। একদিন স্থানীয় এক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মসজিদের ইমাম সাহেবের সামনে বলেন"এই ধরনের মেয়েদের ধবংস হওয়া উচিৎ।" তখন ইমাম সাহেব নিম্নোক্ত হাদীসটি পড়ে শুনান।

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء (লাইসাল মু'মিনু বিত্বয়ান ওয়ালা বিল লিয়ান ওয়ালা বিল ফাহেশি ওয়াল বাজিয়ে)

ক) **إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ** (ইমাতাতুল আজয়া আনিত তরিকে) অর্থ কী? ১

খ) **الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ** (আল মারয়ু আ'লা দ্বীনি খলিলিহি) ---হাদীসাংশের ব্যাখ্যা কর। ২

গ) ইমাম সাহেবের উদ্ধৃত হাদীসটি সংজ্ঞা বিবেচনায় কোন প্রকারের হাদীস? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) **إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ** (ইন্না শাররান নাস মান তারাকাহুন নাস ইতকায়া ফাহশিহী)--- হাদীসটি উদ্দীপকে বর্ণিত কার চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইমাতাতুল আজয়া আনিত তরিকে-অর্থ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।

খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	আল মারয়ু আ'লা দ্বীনি খলিলিহি। অর্থ-মানুষ তার বন্ধুর জীবনাদর্শ ও ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়।' আলোচ্য হাদীসটিতে একটি স্বত:সিদ্ধ বিষয়ের উপর মহানবী সা: আলোকপাত করেছেন। মহানবী সা: বলেছেন,'মানুষ তার বন্ধুর ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ মানুষ তার বন্ধুর দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকে। কেননা, মানুষ সাধারণত: তার বন্ধর মত, পথ, স্বভাব, আমর্ধ ও ধর্মের অনুসারি হয়ে থাকে। তাই এক বন্ধ আরেক বন্ধুর প্রভাবে অনেকটা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ কারণে বাংলায় একটা প্রবাদ রয়েছে, তাহলো-সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' একইভাবে ইংরেজিতে একটা কথা আছে,'A man is known hy the company he keeps.
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	আল মারয়ু আ'লা দ্বীনি খলিলিহি। অর্থ-মানুষ তার বন্ধুর জীবনাদর্শ ও ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়।'
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৪। জনাব রহমান 'ক' কলেজের একজন শিক্ষক। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি নিজ মেনে চলেন না। সম্প্রতি উক্ত কলেজে জনাব নাসের নামের একজন শিক্ষক যোগদান করেন। জুহরের আজান হলে শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে তিনি মসজিদে সালাত আদায় করেন। এ দৃশ্য দেখে মসজিদের ইমাম সাহেব নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করে শুনান। وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ

ক) إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً (ইন্নি জায়িলুন ফিল আরদে খলিফাহ) অর্থ কী? ১

খ) وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلاَةِ ।"(ওয়াসতায়িনু বিসসবরে ওয়াস সালাহ)---আয়াতটির ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত আয়াতটি ইমাম সাহেব কেন তেলাওয়াত করলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ --আয়াতাংশের আলোকে জনাব রায়হানের কর্মকান্ড বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইন্নি জায়িলুন ফিল আরদে খলিফাহ। অর্থ-'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা প্রেরণ করতে চাই।'
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	'ওয়াসতায়িনু বিসসবরে ওয়াস সালাহ।' আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর খাঁটি বান্দাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মূলত: সত্যকে মেনে নেয়া, সত্যকে গ্রহণ করা, সত্যের উপর চলা ও সত্যের পথে অবিচল থাকা খুবই কঠিন কাজ। আর ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে তা জীবনে ও সমাজে বাস্তবায়ন করা

				বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে খুবই কঠিন কাজ। তাই জীবন সংগ্রামে সাফল্যের জন্য সালাত ও ধৈর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা ধৈর্য হলো যে কোন কঠিন অভিযানে অবতীর্ণ হওয়ার অপরিহার্য উপকরণ ও পাথেয়। আর দ্বীনের পথে টিকে থাকার জন্য ধৈর্য একান্ত দরকার। সুতরাং আমাদের উচিৎ সালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা আর ধৈর্যের মাধ্যমে সত্যের পথে অবিচল থাকা।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	'ওয়াসতায়িনু বিস-সবরে ওয়াস সালাহ। অর্থাৎ 'তোমরা সালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ সাহায্য কামনা কর।'
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৫। প্রফেসর আমিনুল ইসলাম তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন---ইসলামের বিস্তৃতিতে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে এর সমাধানকল্পে ইসলামী পন্ডিতগণ কঠোর সাধনা করে বিভিন্ন মাসয়ালার উদ্ভাবন করেন। কিন্তু নানা বিষয়ে তারা একমত হতে না পারায় কয়েকটি ধারার সৃষ্টি হয়। এদের একদল ছিলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে রক্ষণশীল। তারা কুরআন হাদীসের পাশাপাশি মদীনাবাসী সাহাবীদের আমলকে গুরুত্ব দিতেন।

ক) ইমাম শাফেয়ী কখন জন্ম গ্রহণ করেন? ১

খ) "ইমাম আবু হানিফা ফিকাহ শাস্ত্রের প্রথিকৃৎ।"---ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে কোন মাজহাবের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত মুসলিম পন্ডিতদের সাধনা ইসলামী শরীয়ার কিরূপ প্রভাব ফেলে? বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইমাম শফেঈ ১৫০ হিযরী সনে আসকালানের (সিরিয়ার) গাযাহ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	"ইমাম আবু হানিফা ফিকাহ শাস্ত্রের প্রথিকৃৎ।" কেননা খোলাফায়ে রাশেদীনের ইন্তেকাল এবং পর্যায়ক্রমে সাহাবীদের তিরোধানের ফলে ইসলামী বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শরীয়তের হুকুম আহকাম পালন ও চর্চার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। এ সব সমস্যার সধানের জন্য ফিকহ শাস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইমাম আজম আবু হানিফা রহ: সর্বপ্রথম এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উমাইয়া যুগের পতনের পরপরই তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথী ও সাগরিদ সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করেন। এরই মাধ্যমে তিনি ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনে গুরু দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহর এক বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিতে

				সক্ষম হন। এ কারণে ইমাম আবু হানিফাকে ফিকাহ শাস্ত্রের প্রথিকৃৎ বলা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	“ইমাম আবু হানিফা ফিকাহ শাস্ত্রের প্রথিকৃৎ।”
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৬। মামুন একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তার কতিপয় অনুসারী আছে। তিনি মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের নিমিত্তে অনুসারীদেরকে হিদায়েতের উপর অটল থাকার পরামর্শ দিয়ে কিছুদিনের জন্য নির্জনে ধ্যানমগ্ন হন। এ সময় তার অনুসারীরা ‘দিশাই’ নামের এক যাদুকরের যাদুতে বিমোহিত হয়ে ‘হাম্বা হাম্বা’ আওয়াজকারী ধাতব পদার্থে নির্মিত গরুর বাছুরের পুজা শুরু করে। কিছুদিন পর মানুন সাহেব ফিরে এসে তার অনুসারীদেরকেতাদের কৃতকর্মের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

ক) إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (ইন্নামা নাহনু মুসলিহুন)--অর্থ কী? ১

খ) فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ (ফা তুবু ইলা বারিকুম)---আয়াতাংশের মর্মার্থ লিখ। ২

গ) মামুন সাহেবের অনুসারীদের কর্মকান্ড কোন নবীর অনুসারীদের কর্মকান্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে মানুন সাহেব কর্তৃক তার অনুসারীদের শাস্তি প্রদানের বিষয়টি সূরা বাকারার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	‘ ইন্নামা নাহনু মুসলিহুন’। এর অর্থ-আমরাইতো সংশোধনকারী মাত্র।’
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	‘ফা তুবু ইলা বারিকুম’। এ আয়াতের মর্মার্থ হলো বনি ইসরাঈলদের কৃত অপরাধের জন্য তারা যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তার প্রত্যুত্তরে তাদের গো-বৎস পুজা যে জঘন্ন পাপ ছিল। এ জন্য এ আয়াতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে তাওবা করার জন্য তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	‘ফা তুবু ইলা বারিকুম’।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন	

			করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৭। বিশিষ্ট গবেষক ড. বেলাল আনসারী এক সেমিনারে বলেন---"ইসলামের দুটি দিক রয়েছে। প্রথমটি হলো ইসলামী বিধি-বিধান ও ইবাদত বাহ্যিকভাবে পালন করা, যাতে কর্তব্য পালন হয়। অন্যটি হলো ইবাদত ও কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা অবলম্বন, যাতে মানবাত্মার সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক গভীর হয়। এ দুটি দিক যেন ইসলামের দেহ ও রূহ। শেষোক্ত দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে অনেক মনীষী সাফল্য লাভ করেন। তাদের একজন হিযরী ৫ম শতাব্দীর শেষের দিকে বাগদাদে লেখা পড়া করেন। তার শৈশবকালী সত্যবাদিতা সম্পর্কে একটি গল্পও প্রচলিত আছে।

ক) মুজাদ্দিদ আলফে সানীর প্রকৃত নাম কী? ১

খ) "ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই।"---ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে কোন মনীষীর প্রতি ইঙ্গীত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) "এ দুটি দিক যেন ইসলামের দেহ ও রূহ" --ড. বেলালের উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মুজাদ্দিদ আলফে সানীর প্রকৃত নাম আবুল বরাকাত বদরুদ্দীন।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	"ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই।" আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন, লা রুহবানিয়াতা ফিল ইসলাম"। অর্থাৎ ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। ইসলামী শরীয়ত ও তাসাউফ উভয়ই ইসলামী জীবন দর্শনের অঙ্গ এবং একটি অপরটির সহায়ক ও পরিপূরক। কেননা শরীয়ত বহির্ভুত তাসাউফ বৈরাগ্যবাদের শামীল, তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। একটি হাদীসে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,লা রুহবানিয়াতা ফিল ইসলাম।' অর্থাৎ ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। মূলত ইসলাম সেই তাসাউফের স্বীকৃতি দেয়, তা অবশ্যই সম্পূর্ণ শরীয়ত সমর্থিত এবং ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শরীয়তের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্ক থাকবে না, ইসলামে এমন তাসাউফের কোন স্থান নেই।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	"ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই।"-
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	

	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৮। যিয়াদ ও রিয়াদ দুই ভাই। যিয়াদ মধ্যপ্রাচ্য একটি দেশে কুলিং কর্ণারের একটি দোকানের মালিক। তিনি তার দোকানে কোন প্রকার বাসী ও নষ্ট খাবার বিক্রি করেন না। ব্যবসায় কোন প্রকার শঠতার আশ্রয় নেন না। এভাবেই তার ব্যবসা মোটামোটি ভাল চলছে। রিয়াদ দেশে জমি বেচা-কেনার মধ্যস্থতা করে। কয়েক বছর পর যিয়াদ দেশে একখন্ড জমি কেনার জন্য দায়িত্ব দিলে সে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে একখন্ড জমি ক্রয় করে। তবে কৌশলে যিয়াদের নিকট থেকে দশ লক্ষ টাকা আদায় করে নেয়। রিয়াদের এমন কর্মকান্ডের কথা শুনে মাওলানা হাফিজ নিম্নোক্ত হাদীসটি পাঠ করেন। لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ أَبَدًا، النَّارُ أَوْلَى بِهِ

ক) سُحْتٍ (সুহ্‌তি) শব্দের অর্থ কী? ১

খ) أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (আও অলাদিন সলেহীন ইয়াদয়ু লাহু)--- হাদীসাংশের ব্যাখ্যা কর। ২

গ) মাওলানা হাফিজের হাদীসটি উল্লেখ করার কারণ কী? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ) التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. হাদীসের আলোকে যিয়াদের কর্মকান্ডের পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	সুহ্‌তি শব্দের অর্থ-হারাম বস্তু, ঘৃণীতসম্পদ, অসৎ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	'আও অলাদিন সলেহীন ইয়াদয়ু লাহু।' অর্থাৎ নেক সন্তান বা সুসন্তান বলতে সে সন্তানকে বুঝান হয়েছে, যে সন্তান পিতা-মাতার অধিকার সচেতন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাদের খেদমতে নিবেদিত। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তাদের কল্যাণকামিতায় আল্লাহর দরবারে দো'য়া প্রার্থী। এরূপ সন্তানকে হাদীসে 'অলাদিন সলেহীন' বা সুসন্তান বলা হয়েছে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	'আও অলাদিন সলেহীন ইয়াদয়ু লাহু।'
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৯। দুই বন্ধু করিম ও শফিক ইবাদত নিয়ে কথা বলছিল। করিম বলল---ইবাদতের শ্রেষ্ঠ রূপ হলো, বান্দার পুত:পবিত্র অবস্থায় নিসংকচিত্তে সুনিদিষ্ট সময়ে আল্লাহর দরবারে আত্মসমার্পণ করা। এটি মু'মিনদের জন্য মি'রাজ স্বরূপ। তখন শফিক বলল, ইসলাম আনুষ্ঠানিক ইবাদতেও গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন বান্দা আত্মার পরিশুদ্ধি, বিশ্বসাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আত্ম ত্যাগ ও অর্থের মোহ ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখায়। বহুমাত্রিক এ ইবাদত বিশ্বশান্তি , সংহতি ও বহু সংস্কৃতির মেলবন্ধন।

ক) ইবাদত কী? ১

খ) "যাকাত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক।"---ব্যাখ্যা কর। ২

গ) করিম কোন মৌলিক ইবাদতের প্রতি ঈঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) জনাব শফিকর উক্তি 'বহুমাত্রিক এ ইবাদত বিশ্বশান্তি, সংহতি ও বহু সংস্কৃতির মেলবন্ধন"। বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা

ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইবাদত আরবী শব্দ। ইবাদত মানে চুড়ান্তভাবে দীনতা হীনতা প্রকাশ করা, হীনতা ও বিনম্রতা, নমনীয় হওয়া, দাসত্ব করা, বন্দেগি করা, আনুগত্য করা, উপাসনা করা, আরাধনা-আর্চনা করা। সর্বপরি আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা। ইসলামী পরিভাষায়, আমরা আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁরই প্রেরিত নবীর দেখানো পথে যে কাজ করি তাই ইবাদত। ব্যাপক অর্থে-আল্লাহর প্রতি মানুষের যেসব দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তা পালন করাই ইবাদত। মোটকথা, আল্লাহর সন্তুষ্টি আর রেজামন্দি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন উত্তম কাজই ইবাদত।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	"যাকাত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক।" যাকাত রাষ্ট্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। যাকাতের অর্থের মাধ্যমে দরিদ্রের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র কুঠির শিল্প ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দরিদ্র বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। যাকাতের অর্থ দিয়ে গড়ে উঠা চার ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে গরীব অভাবী ব্যক্তিরা কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারে এবং তাদের পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অভাব পূরণ করতে পারে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	"যাকাত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক।"
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

১০। মির্জাপুর নগরে শামীম খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে হিরোইন ও ইয়াবায় আসক্ত হয়ে পড়লে তার বন্ধু শাহীন তাকে এ সব ছেড়ে দিতে বলে। তখন শামীম বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোথাও ইয়াবা ও হিরোইন নিষেধের কথা বলেননি। এ বিষয়ে ইমামদের মতৈক্যও হয়নি। তাই এর বাইরে কোন বিষয়ে আমল করা আবশ্যক নয়। এটি শুনে স্থানীয় আলিমজনাব আবরার বলেন, "হিরোইন ও ইয়াবা মাদকদ্রব্য। তাই এ সব হারাম।"

ক) কিয়াস কত প্রকার ও কী কী? ১

খ) "কিয়াসে জলি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।"---ব্যাখ্যা কর। ২

গ) শামীম ইসলামী শরীয়তের কোন উৎস অস্বীকার করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) "প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম" --উক্তিটির আলোকে জনাব আবরারের বক্তব্যের বৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে	কিয়াস দুই প্রকার। যথা :

			পারা	১. কিয়াসে জলী বা প্রকাশ্য কিয়াস ২. কিয়াসে খফী বা অপ্রকাশ্য কিয়াস
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	“কিয়াসে জলি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।”- কেননা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কোন বিষয়ে আলোচিত কোন কারণভিত্তিক বিধানের বিবেচনায় অনুরূপ অন্য বিষয়ে একই রূপ কারণ থাকার দরুন ঐ বিধান প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যদি বক্ষমান প্রমাণটি সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় এবং কারণভিত্তিক বিধান গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাকে কিয়াসে জলী বলে। আরএটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। যেমন- বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি পবিত্র।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	“কিয়াসে জলি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।”-
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

১১। নুরপুর গ্রামে সম্প্রতি চোরের উপদ্রপ বেড়ে যাওয়ায় গ্রামের লোকজন উদ্বিগ্ন। কয়েক দফা প্রশাসনকে জানিয়েও কাঙ্ক্ষিত সমাধান হয়নি। এ অবস্থায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও বয়ো:জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে করিম উদ্দীন সাহেব সকলকে ডেকে চৌর্যবৃত্তি প্রতিরোধের কৌশল নিয়ে পরামর্শ করেন। গ্রামের অধিবাসীরা পালা করে চার গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রাত জেগে গ্রাম পাহারা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উপস্থিত আজহার মিয়া পক্ষে-বিপক্ষে কোন মতামত না দিয়ে নীরব থাকেন।

ক) আযীমত কী? ১

খ) “কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থি ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।”---ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামবাসীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি শরীয়তের কোন উৎসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) আজহার মিয়ার মতামত ছাড়াই গ্রামবাসীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি ঠিক হয়েছে? ৪
পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	আযিমত অর্থ সংকল্প। আযিমত বলা হয় মুস্তাহিদগণের এই বলে সংকল্পবদ্ধ হওয়াকে যে, আমরা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করলাম। পরিভাষায়, আযিমত এমন এক ধরনের ইজমা যাতে মুস্তাহিদগণ এমন শব্দ ব্যবহার করলেন যার দ্বারা তাদের সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রমাণিত হয়।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	“কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থি ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।”
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	“কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থি ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।” ইজমার জন্য শর্ত হলো তা কুরআন সুন্নাহর নস বা দলীল অথবা পূর্বের

				কোন ইজমা বিরোধী হবে না। কেননা কোন বিষয়ে স্পষ্ট ‘নস’ বা কুরআন সুন্নাহর দলিল থাকলে তার বিপরীতে ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাছাড়া শরীয়তের দলীল হিসেবে ‘নস’ প্রথম স্তরের আর ইজমা দ্বিতীয় স্তরের। সুতরাং দ্বিতীয় স্তরের প্রমাণ প্রথম স্তরের প্রমাণ খন্ডন করতে পারে না।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

খ সেট

২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)

বিষয় : ইসলাম শিক্ষা (সৃজনশীল)

পত্র : দ্বিতীয় পত্র

শ্রেণি : এইচ এস সি

বিষয় কোড		
২	৫	০

সময়: ২ ঘন্টা ২০মিনিট পূর্ণমান: ৭০

সৃজনশীল প্রশ্ন

(ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশগুলোর উত্তর দাও। যে কোন সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)

১। অধ্যাপক ইলিয়াস শ্রেণিকক্ষে কুরআনের দুটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথম আয়াতে পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা ও পরকালে মুক্তির গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর দ্বিতীয় আয়াতে অনন্ত জীবনের জবাবদিহিতার প্রতি অনীহা প্রদর্শন ও স্রষ্টার প্রতি আস্থাহীনদের পরিণতির কথা ব্যক্ত হয়েছে।

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ক) আল কুরআন কী? ১

খ) الٓمٓ এর মর্মার্থ কী? ২

গ) অধ্যাপক ইলিয়াস সাহেবের ১ম বক্তব্যে কাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) অধ্যাপক ইলিয়াসের ২য় বক্তব্যে বর্ণিত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের করুণ পরিণতি বর্ণনা কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে	

খ			পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

২। প্রভাবশালী ব্যক্তি জনাব আশরাফ আলী তার এলাকায় একজন মোড়ল নিয়োগ করতে চাইলে এলাকার সাধারণ জনগণ বিভিন্ন অজুহাত উপস্থাপন করে বলেন, তিনি সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারেন বলে তাদের ধারণা। অপর দিকে মাওলানা আকবর ইসলামী জলসায় জনৈক নবী এর জান্নাতে থাকা ও বহিষ্কার হওয়া সম্বন্ধে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন,"তার একটিমাত্র ভুলের কারণে তাকে বহুদিন অনুতাপ করতে হয় এবং আল্লাহর শেখানো একটি বাক্যের বদৌলতে তিনি মুক্তি পান।

ক) ইসরাইল শব্দের অর্থ কী? ১

খ) "মান্না ও সালাওয়া বলতে কী বুঝায়? ২

গ) উদ্দীপকের ঘটনাটি কুরআনের কোন আয়াতের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) মাওলানা আকবরের বক্তব্যের নবীকে চিহ্নিত করে তাঁর মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	

	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৩। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে নগন ভবনে বৃক্ষ মেলা হয়। জনাব শহীদ উক্ত মেলা থেকে দুই হাজার ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ ক্রয় করে রাস্তার দুই পার্শ্বে সেগুলো রোপন করেন। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব জাহিদ চিকন চালের সাথে মোটা চাল মিশিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করেন। বিষয়টি জেনে মাওলানা কেরামত বলেন,"এ জন্য তাকে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

ক) التاجر শব্দের অর্থ কী? ১

খ) "সদকায়ে জারিয়াহ" বলতে কি বুঝায়? ২

গ) জনাব শহীদের কাজে কোন হাদীসের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) জাহিদের কর্মটি চিহ্নিতপূর্বক মাওলানা কেরামতের মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৪। জসিম শান্ত প্রকৃতির ছেলে। একদা কতিপয় দুষ্ট ছেলে তাকে বেত দ্বারা মারপিট করে আহত করে। এ ঘটনা দেখে জনাব কসিম দুষ্টু ছেলেদের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করে উভয়ের মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করেন। অপরপক্ষে জসিমের বন্ধু আবিরের চরিত্রে তাস খেলা, জুয়া খেলা, নারীদের উত্যক্ত করাসহ অশ্লীলতায় ভরপুর। এ জন্য অনেকেই তাকে এড়িয়ে চলে। মুফতি এনামুল হক বলেন,"ইসলামে অশ্লীলতার কোন সুযোগ নেই। এ জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে।"

ক) হাদীস কী? ১

খ) "জালিম ও মাজলুম" বলতে কি বুঝায়? ২

গ) জনাব কসিমের কর্মকান্ডে কোন হাদীসের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে আবিরের চরিত্রটি হাদীসের বিবেচনায় চিহ্নিতপূর্বক মুফতি এনামুলের উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে	

খ			পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৫। প্রদত্ত ছকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:--

ইসলামী শরীয়ত

১. আল কুরআন ২. আল-হাদীস ৩. ? ৪. আল কিয়াস

ক) 'আযিমত' শব্দের অর্থ কী? ১

খ) "ফাতা'বিরু ইয়া উলিল আবছার" আয়াতের মর্মার্থ লিখ। ২

গ) উদ্দীপকে ৩ নম্বর উৎটি কি ? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) "উদ্দীপকে ১ নম্বর উৎসটি হাদীস ছাড়া বুঝা অসম্ভব"--বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	ইজমা।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	আল কুরআন।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	

	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৬। প্রতিষ্ঠিত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জনাব ইমরান প্রতি বছর সম্পদের হিসাব করে একটি নিদিষ্ট অংশ দ্বারা রিক্সা, ভ্যান, সেলাই মেশিন ইত্যাদি কিনে দরিদ্র, অভাবী, বেকার যুবক ও যুবতির মাঝে বিতরণ করেন। পক্ষান্তরে তার বন্ধু জনাব ইরফান শেষ রাতে পানাহার করে সারাদিন না খেয়ে সন্ধায় এক গ্লাস শরবত ও তৈলাক্ত খাবার খান। মাওলানা শফিক বলেন,'তার এ কর্মের প্রতিদান বিচার দিবসে মহান আল্লাহ নিজ হাতে তাকে দান করবেন।"

ক) হজ্জ কী? ১

খ) "সালাত মু'মিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ" হাদীসাংশটুকু ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে জনাব ইমরানের কর্মকান্ডে ইসলামের কোন ইবাদতটি প্রস্ফুটিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে জনাব ইরফানের ইবাদতটি চিহ্নিত করে মাওলানা শফিকের মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	হজ্জ : হজ্জ আরবী শব্দ। যার অর্থ-কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের উদ্দেশ্যে সংকল্প করা, ইচ্ছা করা তথা যিয়ারত বা সংকল্প করাই হলো হজ্জ।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	"সালাত মু'মিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ। এটি হাদীসের একটি অংশ। আল্লাহর রাসূল সা: সালাতকে মু'মিনদের বলে আখ্যায়িত করেছেন।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	যাকাত।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	সাওম বা রোজা।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

৭। জনাব আযীম একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি একটি মৌলিক ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে স্বস্ত্রীক একটি বিশেষ দেশে গমন করেন। ইবাদত শেষে দেশে ফিরলে তার প্রতিবেশি জনাব রশিদ বলেন,"এই ইবাদতে আর্থিক ও আত্মিক ত্যাগের শিক্ষাও রয়েছে।"

ক) ইবাদত কী? ১

খ) "মৌলিক ইবাদত" বলতে কি বুঝায়? ২

গ) জনাব আযীম যে ইবাদত পালন করেছেন তার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব রশীদের মন্তব্যটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইবাদত : ইসলামী পরিভাষায়, 'আমরা আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁরই প্রেরিত নবীর দেখানো পথে যে কাজ করি, তাকে ইবাদত বলে। অথবা, আল্লাহর প্রতি মানুষের যেসব দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তা পালন করাকে ইবাদত বলে।

				অথবা, আল্লাহর সন্তুষ্টি আর রেজামন্দি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন কাজ করাকে ইবাদত বলে। অথবা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা: কর্তৃক নির্দেশিত পথের সমস্ত কাজকেই ইবাদত বলা হয়।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মৌলিক ইবাদত : মহান আল্লাহ তা'য়ালা জিন ও মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে মহান আল্লাহ সালাত, যাকাত, হজ্জ ও সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছে, এ ধরণের বুনিয়াদী ইবাদত পালন করাকে মৌলিক ইবাদত বলা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মৌলিক ইবাদত।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	হজ্জ। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'নিদিষ্ট দিবসসমুহে পবিত্র কাবা শরীফ এবং তার সন্নিহিত কয়েকটি পবিত্র স্থানে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক অবস্থান, জিয়ারত, তাওয়াফ ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা নিদিষ্ট স্থানে, নিদিষ্ট সময়ে আর নির্ধারিত ক্রমানুসারে পালন করাকে হজ্জ বলে। অথবা, আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত নিদিষ্ট সময়ে বাইতুল্লাহ ও সন্নিহিত কয়েক স্থানে আল্লাহ তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ীযিয়ারাত, তাওয়াফ, সায়ী ও অবস্থান করা এবং নিদিষ্ট অনুষ্ঠানাদী পালন করাকে হজ্জ বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব আযীম একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি একটি মৌলিক ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে স্বস্ত্রীক একটি বিশেষ দেশে গমন করেন। ইবাদত শেষে দেশে ফিরলে তার প্রতিবেশি জনাব রশিদ বলেন,"এই ইবাদতে আর্থিক ও আত্মিক ত্যাগের শিক্ষাও রয়েছে।" জনাব আযীম সাহেবের এ ধরণের ইবাদতটি হজ্জের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'নিদিষ্ট দিবসসমুহে পবিত্র কাবা শরীফ এবং তার সন্নিহিত কয়েকটি পবিত্র স্থানে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক অবস্থান, জিয়ারত, তাওয়াফ ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা নিদিষ্ট স্থানে, নিদিষ্ট সময়ে আর নির্ধারিত ক্রমানুসারে পালন করাকে হজ্জ বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হজ্জ।
ঘ		উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাইকরে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	হজ্জের অর্থনৈতিক শিক্ষা ও গুরুত্ব। হজ্জের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে তেমনি এর অর্থনৈতিক ভূমিকা তত বিস্তৃত। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব রশিদ বলেন,"এই ইবাদতে আর্থিক ও আত্মিক ত্যাগের শিক্ষাও রয়েছে।" অর্থাৎ এর দ্বারা হজ্জকে বুঝান হয়েছে। কারণ একমাত্র হজ্জে আর্থিক ও আত্মিক ত্যাগের শিক্ষা পাওয়া যায়। নিম্নে হজ্জের অর্থনৈতিক শিক্ষাগুলো উল্লেখ করা হলো- ● হজ্জ মানুষকে মিতব্যয়িতা ও সংযমী হতে শিক্ষা দেয় ● অর্থনৈতিক সাম্য আনায়ন করে ● অর্থনৈতিক সহানুভূতি সৃষ্টি করে ● বিশ্ব মুসলিম তহবিল গঠন করা হয়
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব রশিদ বলেন,"এই ইবাদতে আর্থিক ও আত্মিক ত্যাগের শিক্ষাও রয়েছে।" অর্থাৎ এর দ্বারা হজ্জকে বুঝান হয়েছে। কারণ একমাত্র হজ্জে আর্থিক ও আত্মিক ত্যাগের শিক্ষা পাওয়া যায়।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে	হজ্জের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে তেমনি এর অর্থনৈতিক ভূমিকা

			পারা	তত বিস্তৃত।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হজ্জের অর্থনৈতিক শিক্ষা ও গুরুত্ব।

৮। আসিফ ও আরিফ দুই সহপাঠী। প্রতিদিন দুপুরে ক্লাশের বিরতিতে আসিফ ইবাদতগৃহে গিয়ে অন্যান্যদের সাথে একটি ইবাদত পালন করে। কিন্তু তার বন্ধু আরিফ উক্ত ইবাদতটি আদৌ পালন করে না। তাকে ডাকলে নানা অজুহাত দেখায়। সে অন্য বন্ধুদের সাথে গল্প করে সময় নষ্ট করে। ইমাম সাহেব আসিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,"উক্ত ইবাদত শুধু অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকেই বিরত রাখে না বরং আনুগত্য, সময়ানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধ শেখায়।"

ক) 'নিসাব' কী? ১

খ) "জামেউল কুরআন' কাকে ও কেন বলা হয়? ২

গ) আসিফ কোন ইবাদতটি পালন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) ইমাম সাহেবের মন্তব্যে কোন শিক্ষাটি ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	নিসাব : যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয়, তাকে নিসাব বলে। যাকাতের নিসাব : মৌলিক প্রয়োজন বাদে যে পরিমাণ সম্পদ এক বছরকাল মালিকের নিকট থাকলে যাকাত ফরজ হয়, তাকে যাকাতের নিসাব বলা হয়। যাকাতের নিসাবের পরিমাণ : সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপা অথবা সম-পরিমাণ সম্পদকে বলা হয়।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	হযরত উসমান রা:-কে জামেউল কুরআন বা কুরআন সংকলনকারী বলা হয়। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রা: খেলাফাত আমলে ইসলাম আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও রোমের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কুরআন পঠনে আঞ্চলিক ভাষা ও উচ্চরণের প্রভাবে কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে বিঘ্ন দেখা দেয়।এ অবস্থা অবলোকন করে হযরত উসমান রা: উদ্ধিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সাথে পরামর্শক্রমে 'যায়িদ বিন সাবিত রা:'-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এ কমিশন মূল পান্ডুলিপির অনুকরণেএকই পঠন রীতিতে কুরআনের 'মাসহাফ' তৈরি করেন। যা লেখা ছিল কুরাইশী রীতিতে। কেননা পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছিল কুরাইশী ভাষায়। এরপর অনেকগুলো অনুলিপি তৈরি করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। সতর্কতার জন্য পূর্বের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও আঞ্চলিক উচ্চরণের কুরআনের সমস্ত অংশ বা কপি যার কাছে যা ছিল, তা তলব করে নেয়া হয়। সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। এভাবেই কুরআনুল কারীম তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রা: প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গ্রন্থিত হয়। তার এ গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইসলামী জাহান তাকে 'জামেউল কুরআন' বা কুরআন একত্রায়নকারী উপাধিতে ভূষিত করেন।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	জামেউল কুরআন।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	সালাত। সালাত অর্থ দো'য়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা ও রহমত কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভূর নিকট দো'য়া, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, তাই একে সালাত বলা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আসিফ ও আরিফ দুই সহপাঠী। প্রতিদিন দুপুরে ক্লাশের বিরতিতে আসিফ ইবাদতগৃহে গিয়ে অন্যান্যদের সাথে একটি ইবাদত পালন করে। এটি সালাতুল যোহরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে	সালাত অর্থ দো'য়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা ও রহমত কামনা করা। যেহেতু

			পারা	সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নিকট দো'য়া, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, তাই একে সালাত বলা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সালাত।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	সালাতের সামাজিক শিক্ষা। সালাত ব্যক্তিগত ইবাদত হলেও এতে সামাজিক শিক্ষাও রয়েছে। যা মানুষকে সমায়ানুবর্তিতা, শৃংখলাবোধ শিক্ষা দেয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইমাম সাহেব আসিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,"উক্ত ইবাদত শুধু অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকেই বিরত রাখে না বরং আনুগত্য, সময়ানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধ শেখায়।" এর দ্বারা সালাতের সামাজিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। নিম্নে সালাতের সামাজিক শিক্ষাগুলো উল্লেখ করা হলো- ● সালাত হৃদ্যতা-সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে ● বৈষম্য দূর করে সাম্য মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় ● সামাজিক শৃংখলাবোধ ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয় ● নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয় ● নেতা নির্বাচন ও সামাজিক কর্তব্যবো জাগ্রত করে ● জামায়াতী জেন্দেগী বা সংঘবদ্ধ জীবনবোধ জাগ্রত করে ● শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতা আনায়ন করে
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইমাম সাহেব আসিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,"উক্ত ইবাদত শুধু অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকেই বিরত রাখে না বরং আনুগত্য, সময়ানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধ শেখায়।" এর দ্বারা সালাতের সামাজিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	সালাত ব্যক্তিগত ইবাদত হলেও এতে সামাজিক শিক্ষাও রয়েছে। যা মানুষকে সমায়ানুবর্তিতা, শৃংখলাবোধ শিক্ষা দেয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সালাতের সামাজিক শিক্ষা।

৯। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা প্রবেশের পর তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে একটি ঘটনা ঘটে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তাদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ সমস্যার সমমাধানে তারা একজন ইসলামীচিন্তাবিদ মাওলানা হালিমের শরণাপন্ন হলে তিনি একটি রায় প্রদান করেন; কিন্তু তাতেও দ্বন্দ্ব নিরসন না হয়ে বরং বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করায় দেশবরেণ্য আলেমগণ মিলে স্বার্থক সিদ্ধান্ত নিলে দ্বন্দ্ব নিরসন হয়।

ক) আল বাকারা শব্দের অর্থ কী? ১

খ) মাক্কী সূরা বলতে কি বুঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে ইসলামীচিন্তাবিদ মাওলানা হালীমের রায় প্রদান ইসলামী আইনের কোন উৎসের ইঙ্গীতবাহী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) আলেমগণের সিদ্ধান্ত প্রদান আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	বাকারা আরবী শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ গাভী বা গরু।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মাক্কী সূরা। রাসূল সাঃ হিযরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে দীর্ঘ ১৩ বছরধরে যে সুরা বা আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে মাক্কী সূরা বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মাক্কী সূরা।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	ইজমায়ে রুখসাত।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে	

			পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	ইজমায়ে আযিমাত।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

১০। জনাব আলিম দৈনিক ফজর নামাজের পর অর্থসহ কুরআন অধ্যয়ন করেন। তার পিতা তাকে বলেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কুরআনের পাশাপাশি এর সম্পূরক শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত দ্বিতীয় উৎসও রীতিমত অধ্যয়ন করতে হবে। তবেই ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ ও মুক্তি পাওয়া যাবে। অপর দিকে জনাব হালিম কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত পান্ডুলিপি রচনা করে এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এর আলোকে নিজ জীবন পরিচালনা করে। অধ্যাপক সালাম বলেন,"তার গবেষণা কর্মটি অত্যন্ত প্রশংসণীয়। আল্লাহ তাকে সুক্ষ্ম জ্ঞানদান করেছেন। তাই সে আল্লাহর কল্যাণ লাভ করবে।"

ক) মাযহাব কী? ১

খ) "সিহাহ সিত্তাহ বলতে কি বুঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে জনাব আলিমের পিতার উপদেশে কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গীত দেয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে জনাব হালিমের কর্মটি চিহ্নিত করে অধ্যাপক সালামের মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মাযহাব আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ পথ, মত, দল। পারিভাষিক দৃষ্টিকোন থেকে 'ইসলামী আইন-কানুন, আমল-মুয়ামিলাত ও ইবাদত সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়সমুহ ব্যতিত শাখা-প্রশাখাতে মুসলিম পন্ডিতগণের বিভিন্ন বিতর্কতমূলক মতবাদকে মাযহাব বলে।'
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	সিহাহ সিত্তার পরিচয়। সিহাহ শব্দটি সহিহুন এর বহুবচন। অর্থ-বিশুদ্ধ, নির্ভুল, সহীহ। সিত্তা মানে ছয়। সুতরাং সিহাহ সিত্তা হলো হাদীস শাস্ত্রের ছয় খানা নির্ভুল ও প্রামাণ্য সংকলনকে, যার বিশুদ্ধতা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত। পরিভাষায়, 'হিযরী তৃতীয় শতাব্দীতে যে ছয়খানি নির্ভযোগ্য, প্রামাণ্য এবং সর্বজন স্বীকৃত হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে, সেগুলোকেই একত্রে 'সিহাহ সিত্তা' বলে। অথবা, 'বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ এই ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থকে একত্রে 'সিহাহ সিত্তা' বলা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সিহাহ সিত্তার পরিচয়।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	হাদীস। জমহুর মুহাদ্দীসগণের মতে,'রাসূল সাঃ-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন, অনরূপভাবে সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও অনুমোনকে হাদীস বলে আখ্যায়িত করা হয়। অথবা, মহা নবী সাঃ এর বাণী, কর্ম ও সমর্থনকে হাদীস বলা হয়। অথবা, রাসূল সাঃ-এর কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাঁর গুণ, এমনকি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধি এবং তৎপরতাকে হাদীস বলা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব আলিম দৈনিক ফজর নামাজের পর অর্থসহ কুরআন অধ্যয়ন করেন। তার পিতা তাকে বলেন, আমাদের দৈনন্দিন

				জীবনে কুরআনের পাশাপাশি এর সম্পূরক শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত দ্বিতীয় উৎসও রীতিমত অধ্যয়ন করতে হবে। তবেই ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ ও মুক্তি পাওয়া যাবে। শরীয়তের ২য় উৎস বলতে হাদীসকে বুঝান হয়েছে। সুতরাং আলিমের পিতার উপদেশটি হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	জমহুর মুহাদ্দীসগণের মতে,'রাসূল সাঃ-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন, অনরূপভাবে সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও অনুমোনকে হাদীস বলে আখ্যায়িত করা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হাদীস।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	উপকারী জ্ঞান। এমন ইলম, যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। কোন দ্বীনি পুস্তক প্রণয়ন করা, যা পাঠ করে মানুষ উপকৃত হয়, হেদায়েত লাভ করে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব হালিম কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত পান্ডুলিপি রচনা করে এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এর আলোকে নিজ জীবন পরিচালনা করে। অধ্যাপক সালাম বলেন,"তার গবেষণা কর্মটি অত্যন্ত প্রশংসণীয়। আল্লাহ তাকে সুক্ষ্ম জ্ঞানদান করেছেন। তাই সে আল্লাহর কল্যাণ লাভ করবে।" হালিম সাহেবের এ ধরণের কর্মটি উপকৃত জ্ঞানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অধ্যাপক সালাম বলেন,"তার গবেষণা কর্মটি অত্যন্ত প্রশংসণীয়। আল্লাহ তাকে সুক্ষ্ম জ্ঞানদান করেছেন। তাই সে আল্লাহর কল্যাণ লাভ করবে।" এর দ্বারা সঠিক কল্যাণময় জ্ঞান, ইসলামী ইলম, যা অন্য লোকের দিলে কিংবা সাধারণ লোক পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করলেই তা অনন্তকাল পর্যন্ত ছড়াতে থাকবে। সে সঙ্গে এর কল্যাণ বা সাওয়াব সে ব্যক্তি লাভ করতে পারে। যিনি শুরুতে তা এভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব হালিম কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত পান্ডুলিপি রচনা করে এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এর আলোকে নিজ জীবন পরিচালনা করে। অধ্যাপক সালাম বলেন,"তার গবেষণা কর্মটি অত্যন্ত প্রশংসণীয়। আল্লাহ তাকে সুক্ষ্ম জ্ঞানদান করেছেন। তাই সে আল্লাহর কল্যাণ লাভ করবে।" হালিম সাহেবের এ ধরণের কর্মটি উপকৃত জ্ঞানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	এমন ইলম, যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। কোন দ্বীনি পুস্তক প্রণয়ন করা, যা পাঠ করে মানুষ উপকৃত হয়, হেদায়েত লাভ করে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	উপকারী জ্ঞান।

১১। জনাব জাফর দীর্ঘ দিন যাবৎ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত থাকে। একদা বন্ধুর সাথে ইসলামী জলসায় গিয়ে বক্তার বক্তৃতা শুনে তার অনুশোচনা আসে। ফলে সে শ্বেত ও পশমী বস্ত্র পরিধান করে প্রভূর সান্নিধ্যলাভের আশায় ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হয় এবং পরিশুদ্ধি লাভ করেন। অপরদিকে জালালপুর গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান একদিকে নামাজ পড়ে অন্যদিকে যে কোনবিপদে পড়লে নিকটস্থ ওলির মাজারে মান্নত করে। বিষয়টি লক্ষ্য করে স্থানীয় আলেম মাওলানা শিবলী গ্রামবাসীকে বিপদে কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়ার নসিহত করেন।

(ক) 'শানে-নুযুল' কী? ১

(খ) 'আহলুল ইজমা' বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) জনাব জাফরের কর্মকান্ডে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) যে সুফির আন্দোলনের সাথে মাওলানা শিবলীর কর্মটি সাদৃশ্যপূর্ণ তা চিহ্নিতপূর্বক তার নসিহতের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	শানে নুযুল আরবী শব্দ। এখানে শান যার অর্থ কারণ বা প্রেক্ষাপট। আর নুযুল অর্থ অবতরণ। সুতরাং শানে নুযুল অর্থ অবতরণের কারণ বা প্রেক্ষাপট। পরিভাষায়, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরা বা আয়াত নাযিলের

				কারণ বা প্রেক্ষাপটকে শানে নুযুল বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	আহলুল ইজমা অর্থাৎ ইজমার অধিকারি। আহলে ইজমা ঐ সকল যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বুঝায় যাদের সিদ্ধান্ত ইজমারূপে মুসলিম উম্মাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। যেমন-তাদের জ্ঞানগত যোগ্যতা ও নৈতিক যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	আহলুল ইজমা অর্থাৎ ইজমার অধিকারি।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	তাসাউফ। ইমাম গাজালীর মতে, তাসাউফ এমন একটি বিদ্যা, যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে, মনুষত্বের চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।' উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব জাফর দীর্ঘ দিন যাবৎ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত থাকে। একদা বন্ধুর সাথে ইসলামী জলসায় গিয়ে বক্তার বক্তৃতা শুনে তার অনুশোচনা আসে। ফলে সে শ্বেত ও পশমী বস্ত্র পরিধান করে প্রভূর সান্নিধ্যলাভের আশায় ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হয় এবং পরিশুদ্ধি লাভ করেন। সুতরাং জাফর সাহেবের এ ধরনের কর্মকান্ড তাসাউফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় এটি হলো তাসাউফ।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইমাম গাজালীর মতে, তাসাউফ এমন একটি বিদ্যা, যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে, মনুষত্বের চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।'
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	তাসাউফ।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	

বিষয় : ইসলাম শিক্ষা (সৃজনশীল)

পত্র : প্রথম

শ্রেণি : এইচ এস সি

বিষয় কোড		
২	৪	৯

সময়: ২ ঘন্টা ২০মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

সৃজনশীল প্রশ্ন

(ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশগুলোর উত্তর দাও। যে কোন সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)

১। মুনিরা ও সারাহ শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করছিল। মুনিরা বললো, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য শিক্ষা অতীব প্রয়োজন। সারাহ বললো, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখা, মানবতার বিকাশ এবং সুন্দর জীবন যাপনের জন্য মহানবী (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ।'

(ক) সংস্কৃতির আরবী প্রতিশব্দ কী? ১

উত্তর: (ক) সংস্কৃতির আরবী প্রতিশব্দ হলো 'সাকাফাহ'। যার অর্থ হলো সফল হওয়া, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ পাওয়া।

(খ) মক্তব শিক্ষার প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

উত্তর: (খ) মসজিদভিত্তিক মক্তব শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা। শতাব্দীর পর শতাব্দীধরে গড়ে উঠেছে এ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।শিক্ষার এই ধারা আমাদের জাতির জন্য খুবই প্রয়োজন। কারণগুলো হলো:

১. শিশুর নৈতিক ভিত মজবুত করে।
২. এটি কুরআন ও হাদীস শিক্ষা কেন্দ্র।
৩. ঈমান ও আকীদা সম্পর্কিত শিক্ষা দান করা হয়।
৪. ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা দান করা হয়।
৫. মানবতা ও চেতনাবোধ জাগ্রত করে।
৬. নিংম-কানুন ও শৃংখলা শেখায়।
৭. নৈতিকতা ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া হয়।

সুতরাং উপরিক্ত কারণে মক্তব শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

(গ) উদ্দীপকে মুনিরার বক্তব্য কোন শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করেছে ? ব্যাখ্যা কর। ৩

উত্তর: (গ) নৈতিক শিক্ষা।

যে শিক্ষা মানুষকে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ, নীতি-দুর্নীতি, পাপ-পূণ্য সম্পর্কে সচেতন করে, প্রেরণা যোগায় ও ভাল হতে সাহায্য করে, তাকে নৈতিক শিক্ষা বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুনিরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য শিক্ষার অতীব গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করছিল। আর ইসলামের শিক্ষাসমুহের মধ্যে অপরিহার্য মৌলিক শিক্ষাগুলো মানুষের নৈতিক চরিত্র সংশোধন ও শিক্ষা দান করে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতি, আলো-আধারের পার্থক্য নিরুপণ করার যে শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন, তা ইসলাম মেনে চলার জন্য সহায়ক। ইসলাম উন্নত নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। সৎ চরিত্রের জন্য আল্লাহ পুরুস্কার ঘোষণা করেছে, আর অসৎ, অনৈতিক চরিত্রের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে অশুভ পরিণতির দু:সংবাদ দিয়েছে। তছাড়া সুন্দর জীবন যাপন এবং সুসভ্য মানব সমাজ গঠনের জন্য ইসলামী নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী নৈতিকতা মানুষের ইচ্ছা শক্তি ও মানসিকতার উপর বিপুল প্রভাব সৃষ্টি করে। যা দ্বারা সমাজ সভ্যতা ও রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা যায়। সুতরাং মুনিরার বক্তব্য নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব বহন করে।

(ঘ) সারাহর শেষ উক্তিরমাধ্যমে যে শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর: (ঘ) ইসলাম শিক্ষা।

যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাকে ইসলাম শিক্ষা বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, সারাহ এক পর্যায়ে বললো, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখা, মানবতার বিকাশ এবং সুন্দর জীবন যাপনের জন্য মহানবী (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর প্রতি বিদ্যা অর্জন করা ফরজ।' সারাহর শেষ উক্তির মাধ্যমে বুঝা যায় এটি মূলত: ইসলাম শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এ উক্তিটি ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর বলা হয়েছে।

২। রাবেয়া বেগম অত্যন্ত দ্বীনদার ও আল্লাহ ওয়ালা মহিলা। তিনি সব ধরনের অবৈধ বস্তু বর্জন করে চলেন। শুধু তাই নয়, তিনি এমন বৈধ বস্তুও বর্জন করেন, যেগুলো সন্দেহযুক্ত। পক্ষান্তরে তার ছোট বোন রাবেতা ব্যক্তিগত জীবনে খুবই উদাসীন। বৈধ-অবৈধ সব কিছু তার নিকট সমান। একদিন রাবেয়া তার ছোট বোনকে বললো, 'সতর্ক জীবন যাপন না করলে তোমার শেষ পরিণতি ভাল হবে না।' রাবেতা বড় বোনের কথায় কোন গুরুত্ব দেইনি।

(ক) সালাত শব্দের অর্থ কি? ১

উত্তর: (ক) সালাত আরবী শব্দ। এর অর্থ দো'য়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও রহমত কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভূর নিকট দো'য়া, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, তাই একে সালাত বলা হয়।

(খ) 'সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হয়'।--ব্যাখ্যা কর। ২

উত্তর: (খ) সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হয়।

কেননা ইসলামী সংস্কৃতিতে প্রতিটি সৎ কাজের সূচনায় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুতে যদি বিসমিল্লাহ বলা না হয়, তাহলে সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।' অর্থাৎ লেজ কাটা বলা হয়। তাই আমাদের সকলের উচিৎ বিসমিল্লাহ বলে সকল কাজ শুরু করা। এতে কাজে বরকত পাওয়া যাবে এবং কাজটি পরিপূর্ণতা পাবে।

(গ) উদ্দীপকে রাবেয়ার কর্মকান্ড ইমাম গাজ্জালী (র.)-এর দৃষ্টিতে কোন স্তরের? ব্যাখ্যা কর। ৩

উত্তর: (গ) তাকওয়ার ২য় স্তর।

ইমাম গাজ্জালীর মতে তাকওয়ার ৪টি স্তর বা সোপান রয়েছে। যথাঃ ১. যাবতীয় হারাম পরিহার করা ২. সন্দেযুক্ত হালাল বর্জন করা ৩. সন্দেহমুক্ত হালাল পরিহার করা ৪. ইবাদতে সহায়কহীন হালাল ত্যাগ করা।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাবেয়া বেগম অত্যন্ত দ্বীনদার ও আল্লাহ ওয়ালা মহিলা। তিনি সব ধরনের অবৈধ বস্তু বর্জন করে চলেন। শুধু তাই নয়, তিনি এমন বৈধ বস্তুও বর্জন করেন, যেগুলো সন্দেহযুক্ত । যেহেতু রাবেয়া সন্দেহযুক্ত বৈধ বস্তুও বর্জন করেনযা ইমাম গাজ্জালীর দৃষ্টিতে 'তাকওয়ার ২য় স্তরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ধরনের তাওয়ার অধিকারীকে 'সালেহুন' বা সুলাহা বলে পরিচিত।

(ঘ) উদ্দীপকে রাবেতার কর্মকান্ডের পরিণতি কী হতে পারে? কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর: (ঘ) হারাম উপার্জন।

আল্লাহর রাসূল সাঃ যেসব পন্থায় উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন, সেটাই হারাম।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাবেয়ার ছোট বোন রাবেতা ব্যক্তিগত জীবনে খুবই উদাসীন। বৈধ-অবৈধ সব কিছু তার নিকট সমান। একদিন রাবেয়া তার ছোট বোনকে বললো, 'সতর্ক জীবন যাপন না করলে তোমার শেষ পরিণতি ভাল হবে না।' রাবেতা বড় বোনের কথায় কোন গুরুত্ব দেইনি। যেহেতু রাবেতা ব্যক্তিগত জীবনে বৈধ-অবৈধকে সমান মনে করে, তাই বলা যায় রাবেতার এধরনের কর্মকান্ড হারামের পর্যায়ে পড়ে। যা ইসলাম অনুমোদন করে না।

হারাম উপার্জনের পরিণতি ও ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলোঃ

১. সে জাহান্নামের ইন্দন হবে। রাসূল সাঃ বলেছেন, 'যে দেহের গোশত হারাম দ্বারা গঠিত হেয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'

২. কিয়ামতের দিন মুনাফিক অবস্থায় উঠবে।

৩. তার জীবন হবে অভিশপ্ত।

৪. তার ইবাদত কবুল হবে না এবং পরিণামে জাহান্নামে যেতে হবে।

৫. সে শয়তানের দোসর।

৬. এটি ঈমানের পরিপন্থি কাজ।

৩। আব্দুস সালাম গোপালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার আচার-আচরণ ও ইনসাফের কারণে বিগত চারবার তিনি একই পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তার স্ত্রী নাসিমা একদিন চেয়ারম্যানের সাথে আলাপচারিতায় জানান, পাশের বাড়ির কামরুলের বোনের আচরণ ও চলাফেরা ভাল নয়। হঠাৎ একদিন চেয়ারম্যানের নিকট বিচার আসলো, তার প্রতিবেশি কামাল সাহেব ফরমালিন মিশিয়ে মাছ বিক্রি করে। তখন চেয়ারম্যান বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান।

(ক) সুদ কী? ১

উত্তর: (ক) সুদ এর আরবী প্রতিশব্দ হলো 'রিবা'। প্রদত্ত প্রাপ্যের চেয়ে অধিক গ্রহণ করাকে সুদ বলে।

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, সোনার পরিবর্তে সোন, রূপার বদলে রূপা, জবের বদলে জব, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর, লবনের বিনিময়ে লবন, আটার বিনিময়ে আটা। একই প্রকার দ্রব্যের বিনিময়ে একই প্রকার দ্রব্য নগদ আদান প্রদানে অতিরিক্ত হলেই সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" ---ব্যাখ্যা কর। ২

উত্তর: (খ) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সমাজের প্রাথমিক ইউনিট হলো পরিবার। পরিবারের বাইরেও মানুষের অনেক আত্মীয় স্বজন রয়েছে। যাদের সাথে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। মানুষ সেসব আত্মীয় স্বজনদের উপর নির্ভরশীল থাকে। সমাজজীবনে মানুষের যত অধিকার ও কর্তব্য আছে, তার মধ্যে আত্মীয় স্বজনদের অধিকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসে সে গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,'আমিই স্বয়ং আল্লাহ এবং আমিই রহমান করুণাময়। আমিই রহীম আত্মীয়তাকে সৃষ্টি হরেছি এবং আমার নিজ নামের সাথে এর নামকরণ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক রাখে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখি, আর যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে, আমিও

তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি।' তাছাড়া প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাঃ আত্মীয়তার প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।

(গ) উদ্দীপকে নাছিমার আলাপচারিতায় সামাজিক জীবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

উত্তরঃ (গ) গীবত।

কারো অনুপস্থিতিতে কারো নিকট তার সম্পর্কে এমন কোন কথা বলা বা আলোচনা করা, যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়, তাই গীবত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুস সালাম গোপালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার আচার-আচরণ ও ইনসাফের কারণে বিগত চারবার তিনি একই পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তার স্ত্রী নাসিমা একদিন চেয়ারম্যানের সাথে আলাপচারিতায় জানান, পাশের বাড়ির কামরুলের বোনের আচরণ ও চলাফেরা ভাল নয়। যেহেতু নাছিমা কামরুরের বোনের অনুপস্থিতিতে তার আচরণ সম্পর্কে স্বামী চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ করছিল। তাই এটি গীবতের পর্যায় পড়ে। সুতরাং নাছিমার এ ধরনের আলাপচারিতাই হলো গীবত। যা নিন্দনীয়।

(ঘ) জামাল সাহেবের কর্মটি চিহ্নিত কর এবং এর সামাজিক কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ (ঘ) খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশান।

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অন্যরকম বা নিম্নমানের দ্রব্য মেশানকে বেজাল বলে। আবার খাদ্যদ্রব্যে কৃত্রিম বা রাসাইনিক ক্রিয়া বা বিক্রিয়ার মাধ্যমে মেশানও ভেজাল।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুস সালাম গোপালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার আচার-আচরণ ও ইনসাফের কারণে বিগত চারবার তিনি একই পদে নির্বাচিত হয়েছেন। হঠাৎ একদিন চেয়ারম্যানের নিকট বিচার আসলো, তার প্রতিবেশি কামাল সাহেব ফরমালিন মিশিয়ে মাছ বিক্রি করে। তখন চেয়ারম্যান বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান। যেহেতু কামাল সাহেব মাছে ফরমালিন মিশিয়ে বিক্রি করছে, যা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর শামীল। এটা ধোকাবাজি বা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

বর্তমান আমাদের সমাজে কিছু ব্যবসায়ী আছেন যারা মাছ, গোশত, দুধ, ঘী, মধু, চিনি, গুড়, চাল,ডাল, শাক-শবজি, ফলমূল থেকে শুরু করে প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যে রাসাইনিক ও কৃতিমভাবে নানা কিছু মিশিয়ে ভোক্তাদের আকর্ষণ করছে। ফরমালিন এ ধরনের একটি রাসাইনিক দ্রব্য। যেগুলো মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারত্মক ও জীবনঘাতি। তাই খাদ্য দ্রব্যে যারা ভেজাল মেশান তারা মানব হত্যার অপরাধে অপরাধী। কেননা ঐ ভেজাল দ্রব্য খেয়ে মানব স্বাস্থ্যে মরণঘাতি রোগের সৃষ্টি হয়। মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হয় এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুমূখে পতিত হয়। কাজেই ভেজালপ্রয়োগকারী ব্যক্তি, সংস্থা, কোম্পানি যেই হোকনা কেন তারা মানবতা বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত এবং চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী।

৪। জনাব 'ক' এর আচার-আচরণ, কথা-বার্তা সব কিছুই আপত্তিকর। তার চলাফেরা যেমন অহংকারপূর্ণ তেমনি তার পোষাক পরিচ্ছদও অশালীন। বড়দের সে সম্মান করে না, ছোটদের সে স্নেহ করে না। পক্ষান্তরে জনাব 'খ' এর আচার-আচরণ 'ক' এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তার জীবন পদ্ধতি।

(ক) ইসলাম শিক্ষা কী? ১

উত্তরঃ (ক) যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাকে ইসলাম শিক্ষা বলে।

(খ) 'ইসলাম শিক্ষা তাওহীদভিত্তিক'।--ব্যাখ্যা কর। ২

উত্তরঃ (খ) ইসলাম শিক্ষা তাওহীদভিত্তিক। এটি ইসলাম শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা, পালনকর্তা, মালিক, রাজাধিরাজ, শাসনকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা ও সার্বভৌমত্বের অধিপতি হলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। বিশ্ব মানব তার বান্দা। কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র তার জন্য নিদিষ্ট। প্রত্যেককে তারই নির্দেশনাধীনে থাকতে হয় এবং তারই সামনে মাথানত করতে হয়। এটাই হলো তাওহীদ। ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। আর আল্লাহর একত্ববাদকে বাদ কোন শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা হতে পারে না। তাই বলা হয় ইসলাম শিক্ষা তাওহীদভিত্তিক।

(গ) জনাক 'ক' এর কর্মকান্ডে কিসের অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

উত্তরঃ (গ) ইসলামী সংস্কৃতি।

'ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরীয়াত নির্দেশিত মুসলিম মিল্লাতের জীবন পদ্ধতিই হলো ইসলামী সংস্কৃতি।

অথবা, ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'ক' এর আচার-আচরণ, কথা-বার্তা সব কিছুই আপত্তিকর। তার চলাফেরা যেমন অহংকারপূর্ণ তেমনি তার পোষাক পরিচ্ছদও অশালীন। বড়দের সে সম্মান করে না, ছোটদের সে স্নেহ করে না। যেহেতু 'ক' এর উপরিক্ত আচরণ ইসলামী শরীয়াত বিরোধী ও তা অপসংস্কৃতির শামীল। সুতরাং বলা যায় 'ক' এর কর্মকান্ডে ইসলামী সংস্কৃতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

(ঘ) উদ্দীপকে জনাব 'খ' এর আচার-আচরণের গুরুত্ব ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ (ঘ) ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব।

ইসলাম সাধারণ অর্থে অনুষ্ঠানসর্বস্ব একটি ধর্মের নাম নয়। বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ ও পুর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি। পার্থিব দৃষ্টিকোন থেকে এ সংস্কৃতি সম্পূর্ণ নিভুল। তাছাড়া ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্ব মানবতার একচছত্র সংস্কৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'খ' এর আচার-আচরণ 'ক' এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তার জীবন পদ্ধতি একটি আদর্শ জীবন পদ্ধতি। যেহেতু ক'' এর আচরণে ইসলামী সংস্কৃতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সেহেতু 'খ' এর আচরণ ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। অতএব আমরা বলতে পারি 'খ' এর জীবন পদ্ধতি ইসলাম নির্দেশিত ও ইসলামী শরীয়াত অনুমোদিত। এর দ্বারা ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃাতর গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন:

১. ঈমানের রক্ষাকবচ: ইসলামী সংস্কৃতি ঈমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতপ্রভৃতি মৌলিক মূল্যোবোধের সমন্বয়ে গঠিত। তাই বলা হয় এ সংস্কৃতি ইসলামের
রক্ষাকবচ।

২. ঈমানের পরিপূর্ণতা: ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন এবং ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশের জন্য ইসলামী সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৩. জাতীয় সত্তার অস্তীত্বের জন্য: কোন জাতির আপন সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র বোধের দ্বারাইনিজেদের জাতীয় সত্তা ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। অপসংস্কৃতি নিজস্ব জাতীয় অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। কাজেই মুসলিম জাতি সত্তা বাচানর জন্য ইসলামী সংস্কৃতি বাচিয়ে রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা: ইসলামী সংস্কৃতি আসলে ইসলামী বিধি-বিধানের সামগ্রীক প্রতিফলিতরূপ।

৫. ইহ-পরকালীন মুক্তি ও সাফল্য:

৬. বিশ্ব-মানবতার উন্নয়নে ইসলামী সংস্কৃতি:

মূলত: ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ হলো সমগ্র মানবতার উৎকর্ষতা ও পরিশুদ্ধকরণ। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

৫। জনাব হাসান ও মিসেস হাসানের একমাত্র সন্তান নাহিদ। প্রাচুর্য ও আদরে সে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আদব-কায়দা শিষ্টাচারের বড় অভাব। ধর্মীয় বিধি-বিধান যেমন মানে না তেমনিশরীয়তের শিক্ষাও তার নেই। নাহিদ বর্তমানে সংসারে কোন সময় দেয় না। পিতামাতা কোন কথা বললে তাদের সংগে খারাপ ব্যবহার করে। শেষ বয়সে সন্তানের কারণে সমাজে তারা অপদস্ত হচ্ছেন।

(ক) পরিবার কাকে বলে? ১

উত্তর: (ক) স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, প্রভৃতি একান্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানকে পরিবার বলে।

(খ) ইসলামে পরিবারের কর্তা পিতা কেন? ২

উত্তর: (খ) ইসলামী পরিবারে কর্তাই হলো পিতা।

কারণ হলো মুসলিম পরিবারে পিতাই প্রধান অভিভাবক। কেননা পরিবারের সকল দায়-দায়িত্ব অভিভাবক হিসেবে পিতার উপরই ন্যাস্ত হয় এবং এ দায়িত্ব তিনিই পালন করে থাকেন। মূলত: মুসলিম পরিবারে পিতার ভূমিকা সর্বাধিক কঠিন ও দীর্ঘমেয়াদী। তাই বলা যায় মুসলিম পরিবারের কর্তাই একমাত্র পিতাই।

(গ) জনাব হাসান ও মিসেস হাসান কী দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর । ৩

উত্তর: (গ) সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য।

মুসলিম পরিবারে বৈধ দাম্পত্য জীবন যাপনের মাধ্যমে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাদেরকে ঈমানদার ও আদর্শবান মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতা যে দায়িত্ব পালন করে, এটাই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য বলে বিবেচিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাসান ও মিসেস হাসানের একমাত্র সন্তান নাহিদ। প্রাচুর্য ও আদরে সে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আদব-কায়দা শিষ্টাচারের বড় অভাব। ধর্মীয় বিধি-বিধান যেমন মানে না তেমনি শরীয়তের শিক্ষাও তার নেই। এর মূল কারণ হলো জনাব হাসান ও মিসেস হাসান তাদের সন্তানের প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্য ছিল তা যথাযথ ভাবে পালন করেনি। এ ক্ষেত্রে তারা ব্যার্থতার পরিচয় দিয়েছেন। বিধায় তাদের সন্তান নাহিদ এ ধরনের আচরণ করছে। বরং পিতা-মাতা হিসেবে নাহিদকে ধর্মের পথে পরিচালনা করা, আদব-কায়দা ও সৌজন্য শিক্ষা দেয়া, বিলাসিতামুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা একান্ত দরকার ছিল। কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ হওয়ায় নাহিদ ইসলাম বিরোধী আচরণ করছে। তাই আমরা বলবো জনাব হাসান এবং মিসেস হাসান তাদের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যার্থ হয়েছে।

(ঘ) উদ্দীপকে নাহিদের কর্মকান্ড কি তুমি সমর্থন কর? সামাজিক জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর: (ঘ) পিতা-মাতর প্রতি সন্তানের দায়িত্ব।

সন্তানের জন্য পিতা-মাতাই সবচেয়ে আপনজন। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার পরেই পিতা-মাতাই সন্তানের সর্বাধিক শ্রদ্ধেয়। পিতা-মাতার অসিলাতেই সন্তান মায়াময় এ পৃথিবীর মূখ দেখতে পায় এবং তাদের আদর যত্নে লালিত পালিত হয়ে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠে। সেই পিতা-মাতার প্রতি ইসলাম নির্ধারিত কর্তব্যই হলো পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নাহিদ বর্তমানে সংসারে কোন সময় দেয় না। পিতামাতা কোন কথা বললে তাদের সংগে খারাপ ব্যবহার করে। শেষ বয়সে সন্তানের কারণে সমাজে তারা অপদস্ত হচ্ছেন। নাহিদের এ ধরনের কর্মকান্ড সমর্থন যোগ্য নয়।

সামাজিক জীবনে নাহিদের এ ধরনের কর্মকান্ডের সুদূঢ় প্রসারী প্রভাব রয়েছে। কারণ আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এ জন্য পিতা-মাতাকে নতুন প্রজন্মকে সম্পদে পরিণত করার জন্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। অন্যথায় এর প্রভাবে নাহিদের মত প্রজন্ম গড়ে উঠবে। যারা

বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। অন্যায়, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ, ছিনতাই, রাহাজানী ও মাদকের মত ক্ষতিকর বিষয়ের ব্যাপক প্রভাব সমাজকে ধ্বংস করে দিবে।

৬। `A' একটি বহুজাতিক স্বাধীন রাষ্ট্র। জনগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হলেও এদেশে নানা ধর্মের ও বর্ণের লোক বসবাস করে আসছে। মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণসহ দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান। এর কারণে `A' নামক রাষ্ট্র প্রধান প্রথম লিখিত সংবিধানকে মাপকাঠি করে দেশ পরিচালনা করেন। পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র 'B' তে জনগণের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় সময়ই লেগে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠিরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

(ক) মজলিশে শুরা কী? ১

উত্তরঃ (ক) মসলিশ মানে সভা, সংস্থা আর শুরা অর্থ পরামর্শ। সুতরাং মজলিস-ই-শুরা অর্থ পরামর্শ সভা বা পার্লামেন্ট। ইসলামী পরিভাষায়, ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত মুসলিম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, জ্ঞানী-গুনী ও ইসলামী রাজনীতিতে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বা পরামর্শ সভার নাম মসলিস-ই-শুরা।

(খ) "ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই"।-ব্যাখ্যা কর। ২

উত্তরঃ (খ) আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,'ধর্মের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি নেই।'

মূলত: ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ও স্ব-স্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও ধর্ম-কর্ম পালনে কোন বাধা থাকবে না। কোন ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোকদের তাদের ধর্ম পালনে বাধ্য করতে পারবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলে,'যারা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে উপাস্য ভাবে তাদের তোমরা গালমন্দ করো না।'

(গ) উদ্দীপকে `A' নামক রাষ্ট্রটি কোন ধরনের রাষ্ট্রের সংগে মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

উত্তরঃ (গ) ইসলামী রাষ্ট্র।

যে রাষ্ট্র ইসলামী নীতি তথা কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।

Rulearship of allah on the people by the piousmen with justice.

উদ্দীপকে দেখা যায়,`A' একটি বহুজাতিক স্বাধীন রাষ্ট্র। জনগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হলেও এদেশে নানা ধর্মের ও বর্ণের লোক বসবাস করে আসছে। মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণসহ দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান। এর কারণে `A' নামক রাষ্ট্র প্রধান প্রথম লিখিত সংবিধানকে মাপকাঠি করে দেশ পরিচালনা করেন। যেহেতু তিনি বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান মদীনা সনদের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করছেন। সুতরাং এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে মিল রয়েছে। মূলত: মদীনা সনদই হলো ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালানার মডেল।

(ঘ) 'B' নামক রাষ্ট্রে অশান্তির কারণ সম্পর্কে তুমি কি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ (ঘ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালবাসা। আমাদের সমাজে নানা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির লোক বাস করে। তারা এক একটি সম্প্রদায়। সমাজে বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র 'B' তে জনগণের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় সময়ই লেগে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠিরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আর এ ধরনের কর্মকান্ড মূলত: বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকার কারণে সংগঠিত হচ্ছে। অতএব বলা যায় যে, B' রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ থাকলে এ ধরনের দাঙ্গা বা অশান্তি হতো না।

সমাজে বা রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ থাকলে মানুষকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করে মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটে। ফলে মানব সমাজে ঐক্য ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে মানুষ এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ভালবাসে না, অন্যের কল্যাণ কামনা করে না; বরং নিজ গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতন করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, পরমাসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। মানুষ একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখে। বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বসবাসের ফলে দেশীয় সভ্যতার উন্নতি ঘটে।

৭। রাজন ও রিপন দুই বন্ধু। রাজন সব সময় ভাল ও বৈধ কাজের সাথে জড়িত থাকে এবং সদা সত্য কথা বলে। অন্যদিকে রিপন অনলাইনে নকল পণ্য আসল বলে বিক্রয়ের মাধ্যমে মানুষকে ঠকায়। রাজন তাকে এ কাজটি করতে নিষেধ করলে, রিপন তার কথা শুনে না। কিছু দিন পর রাজন রিপনের সংগ ত্যাগ করলো।

(ক) গণশিক্ষা কী? ১

উত্তরঃ (ক) গ্রাম ও মহল্লায় বয়স্ক লোকেরা একত্রে মসজিদকে ভিত্তি করে ইমাম সাহেবের নিকট যে শিক্ষা গ্রহণ করেন তাই গণশিক্ষা।

(খ) "ধুমপান বিষ পান"।--ব্যাখ্যা কর। ২

উত্তর: (খ) ধুমপান বিষ পানের শামীল।

বরং বিষ পানের চেয়েও মারাত্মক। বিড়ি, সিগারেট উগ্র নিকোটিনের বিষে ভরা। দু'টো সিগারেটের নিকোটিন যদি ইনজেকশান দ্বারা সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। তাছাড়া ধুমপানে বিভিন্ন জীবনঘাতি রোগ সৃষ্টি করে। যেমন-যক্ষা, ব্রন্‌কাইটিস, ক্ষুধামন্দা, গ্যাস্টিক, আলচার, ফুসফুসে ক্যান্সার ও হৃদরোগ হয়ে থাকে। এতে মানুষের মৃত্যু হয়। তাই বলা হয়, ধুমপান বিষপান।

(গ) রিপনের কাজটি কিসের শামীল? তার পরিণতি ব্যাখ্যা কর। ৩

উত্তর: (গ) প্রতরণা।

প্রতারণা মানে ঠকানো বা ফাঁকি দেয়া। বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভেজাল দেয়া, পণ্য দ্রব্যের দোষ গোপন করা, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেয়া ইত্যাদিই প্রতারণা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রিপন অনলাইনে নকল পণ্য আসল বলে বিক্রেয়ের মাধ্যমে মানুষকে ঠকায়। যেহেতু রিপন নকল পণ্য আসল বলে বিক্রয় করে, সেহেতু রিপনের কাজটি প্রতারণার শামীল।

একটি সুন্দর, সুস্থ, শান্তিময় ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে প্রতারণা পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে এর ভয়াবহ পরিণতির কয়েকটি দিক আলোচনা করা হলো:

১. এটি সমাজদ্রোহী পাপ।
২. প্রতারণা দ্বারা অর্জিত সম্পদ হারাম।
৩. প্রতারণা করা মুনাফিকের শামীল।
৪. প্রতারক সমাজের ঘৃর্ণীত জীব।
৫. প্রতারণা মিথ্যারই নামান্তর।

সুতরাং পরকালে তার স্থান হবে জাহান্নাম।

(ঘ) উদ্দীপকে রাজনের শেষ পদক্ষেপ কী সঠিক? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর: (ঘ) অসৎসঙ্গ।

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের স্বভাব প্রকৃতিই এমন যে, সে সঙ্গী ছাড়া একাকী থাকতে পারে না। আর সে সঙ্গী যদি অসৎ হয়, তাই অসৎসঙ্গ। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাজন ও রিপন দুই বন্ধু। রাজন সৎ ও ভাল কিন্তু রিপন অসৎ ও প্রতারক। সে অনলাইনে নকল পণ্য আসল বলে বিক্রেয়ের মাধ্যমে মানুষকে ঠকায়। রাজন তাকে এ কাজটি করতে নিষেধ করলে, রিপন তার কথা শুনে না। কিছু দিন পর রাজন রিপনের সংগ ত্যাগ করলো। যেহেতু রাজন রিপনকে প্রতারণা ছেড়ে দিতে বলে, কিন্তু রিপন প্রতারণা ত্যাগ করেনি। বিধায় রাজন রিপনকে বন্ধু হিসেবে তার সঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের শামীল।

মানুষ সঙ্গী ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাই তার সঙ্গী যেন সৎ হয়, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। রাজন সেই কাজটিই করেছে। আর সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। যেমন:

১. সৎ বন্ধু নির্বাচনের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছে। তিনি বলেছেন, তোমরা সৎ লোকদের সঙ্গী হও।
২. শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা।
৩. সৎ সঙ্গীর বন্ধুত্ব গ্রহণ এবং অসৎ সঙ্গীর সঙ্গ বর্জন করা।
৪. ইমাম জাফর সাদিক বলেছেন, তোমরা পাঁচ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করবে না। (ক) মিথ্যাবাদী (খ) নির্বোধ (গ) পাপাচারী (ঘ) ভীরু (ঙ) কৃপন। কারণ মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করা যায় না। নির্বোধের সাথে বন্ধুত্ব করায় কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি। পাপাচারীর সাথে বন্ধুত্ব করলে পাপের পথে টেনে নেয়। ভীরু বন্ধুকে নিয়ে বিপদের সময় উপকার হয় না। আর কৃপন থেকে উপকার পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের সবসময় ঐসব সৎ ব্যক্তিকে বন্ধু হিসেবে করা উচিৎ যারা হবেন বুদ্ধিমত্তা, সৎ স্বভাবেবর।

৮। মানুন তার পৈত্রিক সম্পত্তি চাষাবাদের কাজে একটি গভীর নলকুপ স্থাপনের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থায় পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা লোন নিয়েছেন। মানুনের নলকূপের পানি দিয়ে গ্রামের কৃষকেরা অধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারছেন। অপরদিকে নাজিফ তার বাড়িটি মর্টগেজ দিয়ে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে বিশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ নিয়ে একটি পোষাক তৈরির কারখানা দিয়েছেন। সেখানে গ্রামের অনেক ব্যক্তি শ্রম দিয়ে উপার্জন করেন।

(ক) ওশর শব্দের অর্থ কী? ১

উত্তর: (ক) উশর শব্দের অর্থ একদশমাংশ (দশ ভাগের এক ভাগ)।

(খ) "যাকাত ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সেতু"।---ব্যাখ্যা কর। ২

উত্তর: (খ) যাকাত ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সেতু।

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, যাকাত হলো ইসলামের সেতুস্বরূপ। যাকাত দানের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও গরীবের মধ্যে আকাশচুম্বী বৈষম্য আস্তে আস্তে দূরীভুত হয় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মসামাজিক সমতা সৃষ্টি হয়। কেননা ধনী তাদের সম্পদের একটি অংশ যাকাত হিসেবে গরীবের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। ফলে উভয়ের মধ্যে একটা হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। যা সেতু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(গ) উদ্দীপকে মামুনের ঋণ নেয়া ব্যাংকটি কেমন? ব্যাখ্যা কর। ৩

উত্তর: (গ) সুদ ভিত্তিক ব্যাংক।

যে ব্যাংকগুলো সুদকে ভিত্তি করে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই সুদী ব্যাংক। যেমন-সোনালী, রূপালী, জনতা , কৃষি ব্যাং ইত্যাদি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মানুন তার পৈত্রিক সম্পত্তি চাষাবাদের কাজে একটি গভীর নলকুপ স্থাপনের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থায় পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা লোন নিয়েছেন। মানুনের নলকূপের পানি দিয়ে গ্রামের কৃষকেরা অধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারছেন। যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো সুদ। আর মানুন সুদ ভিত্তিক ব্যাংক থেকে মুলত: ঋণ গ্রহণ করে গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে। তাই বলা যায় মামুনের ঋণ নেয়া ব্যাংকটি সুদী ব্যাংক।

(ঘ) নাজিফ যে ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নিয়েছেন সে ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর: (ঘ) ইসলামী ব্যাংক।

‘এটি এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তার বৈশিষ্ট্য, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলাসী শরীয়তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেন-দেন সম্পূর্ণ বর্জন করে। তাকে ইসলামী ব্যাংক বলে।’

উদ্দীপকে দেখা যায়, নাজিফ তার বাড়িটি মর্টগেজ দিয়ে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে বিশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ নিয়ে একটি পোষাক তৈরির কারখানা দিয়েছেন। সেখানে গ্রামের অনেক ব্যক্তি শ্রম দিয়ে উপার্জন করেন। যেহেতু নাজিফ লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি ব্যাংক থেকে ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ নিয়েছেন। সুতরাং এটি একটি ইসলামী ব্যাংক। কেননা ইসলামী ব্যাংক লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। অতএব এটি ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক একটি নতুন সংযোজন হলেও প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে এটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

১. ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য শরীয়তের আলোকে নির্ধারিত।
২. ইসলামী ব্যাংকের সকল লেন-দেন সুদমুক্ত।
৩. এ ব্যাংকটি লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগ করে।
৪. ইসলামী ব্যাংক এমন একটি বানিজ্যিক ব্যাংক যা ফিকাহ শাস্ত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে শরীয়া কাউন্সিলের পরামর্শে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৯। শিহাব সাহেব সহকর্মী মনিরুল হককে বললেন, “প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই।” তাই অমুলিমদের সাথ উৎকৃষ্ট কোন সম্পর্ক স্থাপন করা ঠিক হবে না। এ কথা শুনে মনিরুল হক বললেন, “সত্যিই কি তাই? আমিতো জানি সকল মানুষ একই আদম আ: এর পরিবার পরিজন। তাই পৃথিবীর শান্তির জন্য সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিৎ।”

(ক) পরিবেশ কী? ১

উত্তর: (ক) আমাদের চারপাশে জীব-জড় যা কিছু আছে যেমন-পশু-পাখি, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, আগুন-পানি, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, কল-কারখানা ইত্যাদি সব নিয়েই আমাদের পরিবেশ।

(খ) “খেদমতে খালক জান্নাত লাভের একটি পথ।”-ব্যাখ্যা কর। ২

উত্তর: (খ) খেদমতে খালক জান্নাত লাভের একটি উপায়।

খেদমতে খালক অর্থ সৃষ্টির সেবা করা। আর এর মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার পথকে প্রশস্ত করে। যে ব্যক্তি খেদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা করবে সে পরম সুখে-শান্তিতে জান্নাতে অবস্থান করবে। রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন,‘ যে কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে বস্ত্রহীন অবস্থায় বস্ত্র দান করলো, আল্লাহ তাকে জান্নাতে সবুজ বর্ণের পোষাক পরিধান করাবেন। সুতরাং বলা যায় খেদমতে খালক জান্নাত লাভের একটি পথ।

(গ) শিহাব সাহেবের ধারণাটি ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন? ব্যাখ্যা কর। ৩

উত্তর: (গ) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

যখন কোন জনগোষ্ঠি কোন একটি বিশেষ আদর্শের অনুসারী হয়, তখন সৃষ্টি হয় আদর্শগত ভ্রাতৃত্বের। এ আদর্শগত ভ্রাতৃত্বই যখন ইসলামী আদর্শের ভিত্তি হয় , তখন তাকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, শিহাব সাহেব সহকর্মী মনিরুল হককে বললেন, “প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই।” তাই অমুলিমদের সাথ উৎকৃষ্ট কোন সম্পর্ক স্থাপন করা ঠিক হবে না। যেহেতু মুসলিম মাত্রই একে অপরের ভাই। তাছাড়া ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে তাওহীদে বিশ্বাসী যে কোন স্থানের, যে কোন ভাষার, বর্ণের, গোত্রের লোক হোক না কেন একই দ্বীনের সুত্রে গ্রোথিত এ বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই। আর এ ভ্রাতৃত্ববোধের মূলমন্ হলো ‘নিশ্চয় মু’মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।’ উদ্দীপকে শিহাব সাহেব সেই কথাটিই ইল্লেখ করেছেন।

(ঘ) উদ্দীপকে মনিরুলের বক্তব্যের সাথে তুমি কী একমত? যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর: (ঘ) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব।

আদি পিতা হযরত আদম আ: এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া আ:-এর সন্তান-সন্ততি হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই। ধর্ম, কর্ম, ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল, বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের এ ভ্রাতৃত্বকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মনিরুলের কথার প্ররিপ্রেক্ষিতে শিহাব মনিরুল হককে বললেন, "সত্যিই কি তাই? আমিতো জানি সকল মানুষ একই আদম আ: এর পরিবার পরিজন। তাই পৃথিবীর শান্তির জন্য সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিৎ।" যেহেতু এখানে বলা হয়েছে সকল মানুষ একই আদম আ: এর পরিবার। তাই পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে উৎকৃষ্ট সম্পর্ক রাখা উচিৎ। যা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অংশ। সুতরাং বলা যায় মনিরুলের বক্তব্য বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

উদ্দীপকে মনিরুলের বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। নিম্নে এর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

১. বিশ্বের সকল মানব একই মূল হতে উৎসারিত। আদি পিতা হযরত আদম আ: এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া আ: থেকে সকলের উৎপত্তি। এ হিসেবে সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে মূলগত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

২. মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। যেহেতু আদি পিতা ও আদি মাতা থেকে সকলের উৎপত্তি। কিন্তু কালক্রমে মানুষ এ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে বিভিন্ন জাতি, বংশ, গোত্র ও বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ বিশ্ব শান্তির জন্য সকলের উচিৎ বিশ্বভ্রাতৃত্বের অধিনে সংঘবদ্ধ হয়ে কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া। এ মর্মে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,'হে মানব জাতি! আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। মহানবী সা: বলেন,'তোমরা সকলেই এক আদম হতে উৎসারিত, আর আদম হলেন মাটির তৈরি।' সুতরাং বলা যায় বিশ্বের সকল বর্ণের, ধর্মের ও অঞ্চলের মানুষ বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত।

১০। সজিব ও নাসিম একই স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের হাতে প্রচুর অবসর সময় আছে এবং সেই সময়টাকে তারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজে লাগাতে চায়। তাদের এক বন্ধু লিটন পাহাড়ের গাছ কর্তন করে বিক্রি করার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথ পেয়ে, সে পথে চলে যায়।

(ক) উম্মাহ শব্দের অর্থ কী? ১

উত্তর: (ক) উম্মাহ আরবী শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে উম্মাহ শব্দের অর্থ জাতি, দল, সম্প্রদায়, গোষ্ঠি ও নিয়ম পদ্ধতি। সাধারণ অর্থে কোন একটি বিশেষ নীতি, আদর্শবাদ, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মিলিত ব্যক্তি ও জসগোষ্ঠিকে উম্মত বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায়, 'কোন নবী বা রাসূলের অনুসারী কওম বা জাতিকে উম্মত বলা হয়।

(খ) "ইসলামী রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।"---ব্যা্যা কর। ২

উত্তর: (খ) ইসলামী রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।

এটি ইসলামী রাষ্ট্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র একটি ধর্মভিত্তিক আদর্শিক এবং নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রটি পরিচালিত হয় ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান দ্বারা। তাছাড়া এ রাষ্ট্রের সকল কার্যবিধি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হয়। সুতরাং বলা যায় ইসলামী রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।

(গ) সজিব ও নাসিমের চিন্তা ভাবনা কিসের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

উত্তর: (গ) তাবলীগ বা দাওয়াত।

তাবলীগ আরবী শব্দ। এর অর্থ আহবান করা, ডাকা, মনোযোগ আকর্ষণ করা ইত্যাদি। এর ইংরেজি অর্থ To call, To Invite.

পরিভাষায়, মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি আহবান জানানোকেই তাবলীগ বা দাওয়াত বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সজিব ও নাসিম একই স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের হাতে প্রচুর অবসর সময় আছে এবং সেই সময়টাকে তারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজে লাগাতে চায়। যেহেতু তারা অবসর সময়টা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে কাজে লাগাতে চায়। আর এটি ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া। যার ধারক ও বাহক ছিলেনযুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ। সুতরাং সজিব ও নাসিমের এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা ইসলামের তাবলীগ বা দাওয়াতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

(ঘ) উদ্দীপকে লিটনের কর্মকান্ডের পরিণতি ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর: (ঘ) প্রাকৃতিক পরিবেশ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে, জীব, জন্তু ও জড় শ্রেণির অনেক কিছুকে বুঝায়। যেমন পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, জাছ-পালা, উদ্ভিদ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, আগুন, পানি, বাতাস ইত্যাদি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, লিটন পাহাড়ের গাছ কর্তন করে বিক্রি করার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথ পেয়ে, সে পথে চলে যায়। যেহেতু লিটন পাহাড়ের জাছ কেটে বিক্রি শুরু করেছে। আর এভাবে জাছ কাটা অব্যাহত থাকলে একদিন গাছ নি:শেষ হয়ে যাবে। এত প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হবে। যা আমাদের সকলের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং লিটনের গাছ কাটা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ারই শামীল।

লিটনের এ ধরনের কর্মকান্ডের পরিণতি কি হতে পারে নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো

মানুষ নিখিল বিশ্বের সদস্য। পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সবকিছু ঘিরে আমাদের পরিচয়। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের চারপাশের পরিবেশকে বাসোপযোগি ও ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের এ পরিবেশ নষ্ট বা দুষিত করে তুললে আমাদেরই ক্ষতি হবে। উদ্দীপকে লিটন পাহাড়ের গাছ কেটে সে ক্ষতির কাজটি করেছে। লিটনের গাছ কাটার কারণে একদিকে যেমন বৃক্ষ নিধন হবে এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। এটি ইসলাম বিরোধী। বরং নবী করীম সাঃ বেশি বেশি বৃক্ষ রোপন করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। এ জন্য বিা প্রয়েআজনে বৃক্ষ নিধন করা বা পাতা পর্যন্ত ছিঝড়তে আল্লাহর রাসূর নিষেধ করেছেন। গাছ-পালা বায়ু দুষণ রোধ করে। বায়ু থেকে দুষিত গ্যাস শোষন করে পরিবেশকে নির্মল করে। তাছাড়া পাহাড় থেকে জাছ কাটার ফলে পাহাড় থেকে ধবস নামবে। এতএব লিটনের পাহাড় থেকে গাছ কাটার পরিণতি পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হবে।

এ থেকে পরিত্রাণের উপায়:

১. গাছ কাটার পরিবর্তে বরং প্রচুর গাছ রোপন করতে হবে।

২. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে লিটনের মত এ ধরনের কাজ কেউ করতে না পারে।

৩. গাছ কাটার মত অপরাধের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. গাছ কাটা নয়, বরং গাছ লাগানর ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করতে হবে।

৫. গাছ লাগান সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গন্য হবে। রাসূলের এ কথাটি জনগণকে অবহিত করতে হবে।

৬. আইনের হঠর প্রয়োগ করতে হবে।

৭. পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে, তা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ তা মানুষকে বুঝাতে হবে।

১১। শফি ও আনিস একই এলাকায় বসবাস করেন। শফি সকল মৌলিক এবাদত যথাযথভাবে পালন করেন। আনিস সালাত আদায় করেন। কিন্তু প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সম্পদের হক আদায় করেন না। একদা শফি আনিসকে বললেন, "সত্যিকারের ইমানদার হতে হলে, ইসলামের সকল মৌলিক কাজ পালন করা আবশ্যক।"

(ক) তাকওয়া শব্দের অর্থ কী? ১

উত্তর: (ক) তাকওয়া আরবী শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টি কোন থেকেতাকওয়ার অর্থ ভয় করা, বিরত থাকা, রক্ষা করা, আত্মশুদ্ধি, পরহেজগারী ইত্যাদি।

পরিভাষায়, সকল প্রকার অন্যায় ও অনাচার বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশমত জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা ভয় করে চলাকে তাকওয়া বলে।

(খ) "মিথ্যা সকল পাপের মূল।"---ব্যাখ্যা কর। ২

উত্তর: (খ) মিথ্যা সকল পাপের মূল।

রাসূলুল্লাহ সাঃ মিথ্যাকে সকল পাপের জননী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা একটি মিথ্যা হাজারও মিথ্যার জন্ম দেয়। মিথ্যা বলা ঘৃণতম অপরাধ। রাসূল সাঃ বলেন, তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে। মিথ্যা বলা ও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সব চেয়ে বড় গুনাহ। আল কুরআনে বলা হয়েছে'তোমরা মিথ্যাকে পরিহার কর।' তাছাড়া মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। আবার মিথ্যাবাদী জাতিকে অন্য জাতির লোকেরা পছন্দ করে না। সুতরাং আমরা বলতে পারি মিথ্যাই সকল পাপের মূল।"

(গ) আনিসের কর্মকান্ড ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর। ৩

উত্তর: (গ) যাকাত।

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ পুত ওপবিত্রতা, পরিশুদ্ধি, ক্রমবৃদ্ধি ও বেড়ে যাওয়া। ইসলামী পরিভাষায়, কোন সাহেবে নিসাব মুসলমানের নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানর পর বছর শেষে যদি কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সমপরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকে, তবে উক্ত সম্পদের শতকারা আড়াই ভাগ শরীয়ত নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আনিস সালাত আদায় করেন। কিন্তু প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সম্পদের হক আদায় করেন না। যেহেতু আনিস সালাত আদায় করেন কিন্তু সম্পদের হক আদায় করেন না। অর্থাৎ তিনি যাকাত আদায় করেন না। কেননা যাকাত আদায় করাই হলো মূলতঃ সম্পদের হক আদায় করার শামীল। সুতরাং বলা যায় আনিস আনিস সাহেব যাকাত দেয় না। যা উদ্দীপক থেকে উপলব্ধি করতে পারি।

(ঘ) উদ্দীপকের শফির উক্তির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর: (ঘ) ইসলামের বুনিয়াদি আমল সমুহ।

ইসলামের বুনিয়াদি আমলসমুহ হলো সালাত কায়েম করা, সাওস পালন করা, যাকাত আদায় করা এবং হজ্জ পালন করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শফি ও আনিস একই এলাকায় বসবাস করেন। শফি সকল মৌলিক এবাদত যথাযথভাবে পালন করেন। আনিস সালাত আদায় করেন। কিন্তু প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সম্পদের হক আদায় করেন না। একদা শফি আনিসকে বললেন, "সত্যিকারের ইমানদার হতে হলে, ইসলামের সকল মৌলিক কাজ পালন করা আবশ্যক।" এ উক্তটি শফি আনিসকে এ জন্য বললেন, যেহেতু আনিস শুধু

সালাত আদায় করে। কিন্তু সম্পদের হক যাকাত দেন না। আর ইসলামের মৌলিক ইবাদতের মধ্যে যাকাত অন্যতম। সুতরাং যাকাত প্রদান করা ব্যতিত আনিস ইমানদার হতে পারবে না।

উদ্দীপকে শফির বক্তব্য হলো,'সত্যিকারের ঈমানদার হতে হলে ইসলামের মৌলিক ইবাদত পালন করা আবশ্যক।' অর্থাৎ ঈমানের পূর্ব শর্ত হলো ইসলামের সকল ফরজ, ওয়াজিব আদায় করা। এটি ব্যতিত ঈমানদার হওয়া যাবে না। উদ্দীপকে আনিস সালাত আদায় করেন কিন্তু যাকাত দেন না। অথচ ইসলামে সালাতের পরে যাকাতের স্থান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা যত জায়গায় সালাতের কথা বলেছেন সাথে সাথে যাকাতের কথাও বলেছেন। যাকাত ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যে যাকাত অন্যতম। এর উপর ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও কল্যাণমূখী প্রকল্পসমুহের সাফল্য নির্ভরশীল। সুতরাং যাকাত অস্বীকার করে কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না। আর যাকাত অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর কাফিরের স্থান হলো জাহান্নাম।